ছক - ১

[১] [বিধি ১১]

বিপজ্জনক বর্জ্য সংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানার বার্ষিক প্রতিবেদন

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানার নাম ও ঠিকানা

২। প্রতিবেদন বৎসর

৩। সৃজিত বিপজ্জনক বর্জ্যের বিবরণ ও পরিমাণ

৪। বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের বিবরণ

৫। বিপজ্জনক বর্জ্য বিলিবন্দেজ (disposal) সংক্রান্ত বিবরণ

নাম	ভৌত অবস্থা	রাসায়নিক অবস্থা	পরিমাণ	পরিবহণ	কোথায় বা কাহার নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে	হস্তান্তর/ বিলিবন্দেজের তারিখ	মন্তব্য

৬। পরিবেশগত নজরদারীর বিবরণ ঃ

(ক) ভূ-গর্ভস্থ পানি বিশ্লেষণ ঃ নমুনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল

(খ) মৃত্তিকা বিশ্লেষণ ঃ নমুনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল

(গ) বায়ু বিশ্লেষণ ঃ নমুনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল

(ঘ) অন্য কোন প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ ঃ নমুনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল

স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

পূর্ণ নাম

পদবী

প্রতিষ্ঠানের নাম

পূর্ণ ঠিকানা

ছক - ২

[বিধি ২০ (৪) দ্রষ্টব্য]

লৌহজাত নহে এমন ধাতব বর্জ্য, ব্যবহৃত তৈল এবং বর্জ্য তৈল সৃজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পরিচালনকারীর বার্ষিক বিবরণী *

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানার নাম ও ঠিকানা

২। বিবরণীর বৎসর

৩। বিবরণীর বৎসরের মোট কার্যক্রম

ধাতব বর্জ্য/ ব্যবহৃত তৈল/বর্জ্য তৈল এর বিবরণ	বৎসরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ	বৎসরে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ	বৎসরে মোট বিনষ্ট করার পরিমাণ	বৎসরান্তের অবশিষ্ট পরিমাণ	মন্তব্য

স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

পূর্ণ নাম

পদবী

প্রতিষ্ঠানের নাম

পূর্ণ ঠিকানা

ছক - ৩

[বিধি ২০ (৫) দ্রষ্টব্য]

লৌহজাত নহে এমন ধাতব বর্জ্য, ব্যবহৃত তৈল এবং বর্জ্য তৈল পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী (recycler), পুনঃপরিশোধনকারী (re-refiner) এবং পোড়াইয়া বিনষ্টকারী চুল্লী (incinerator) পরিচালনকারীর বার্ষিক বিবরণ*

১। পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারীর/পুনঃপরিশোধনকারীর/চুল্লী পরিচালনকারীর নাম ও ঠিকানা
২। বিবরণীর বৎসর
৩। বার্ষিক ক্ষমতা
৪। বিবরণীর বৎসরের মোট কার্যক্রম

ধাতব বর্জ্য/ব্যবহৃত তৈল/বর্জ্য তৈল এর বিবরণ	বৎসরে মোট গৃহীত পরিমাণ	বৎসরে মোট পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণের/পুনঃপরিশোধনের/পোড়ানোর পরিমাণ	চূড়ান্ত বর্জ্যের পরিমাণ	বৎসরান্তের অব্যবহৃত অবশিষ্ট পরিমাণ

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর
পূর্ণ নাম
পদবী
প্রতিষ্ঠানের নাম
পূর্ণ ঠিকানা

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কাটিয়া দিবেন।

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২

[বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ৩০২-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০২-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট ২০১২

এস.আর.ও নং ৩০২-আইন/২০১২।-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নম্বর আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **শিরোনাম**।-এই বিধিমালা "বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) 'অধিদপ্তর' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(গ) 'কমিটি' অর্থ গাইডলাইন এর অধীন গঠিত জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিসিসি), প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (আইবিসি), ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি);

(ঘ) 'কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব' Genetically Modified Organism (GMO) অর্থ জীব প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্টি কোন জীব;

(ঙ) 'কৌলিগত পরিবর্তিত দ্রব্যাদি' অর্থ কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব হইতে উৎপাদিত কোন পণ্য বা পণ্যসামগ্রী;

(চ) 'গাইডলাইন' অর্থ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং পবম/পরিবেশ-৩/০১/সিবিবিডি-০৩/২০০৭/১৭ মূলে জারীকৃত Biosafety Guidelines of Bangladesh;

(ছ) 'জীব প্রযুক্তি' অর্থ এমন কোন প্রযুক্তি যাহা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন জীবে (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীব) ঐ জীব বা ইহার কোন বুনো প্রজাতি বা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নঅন্য কোন জীব হইতে প্রাপ্ত নতুন বৈশিষ্ট্য বা বংশগতির বাহক বা জীনের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া নতুন কৌলিগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব এর উদ্ভাবন করা হয়;

(জ) 'দূষণ' অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত দূষণ;

(ঝ) 'পরিবেশ' অর্থ আইনের ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

(ঞ) 'মহাপরিচালক' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৩। **কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানী ইত্যাদির বাধা নিষেধ**।-**(১)** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় বা উহাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোন গবেষণা পরিচালনা বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, গবেষণালব্ধ ফলাফল বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যদি থাকে ইত্যাদির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) আওতায় অনুমোদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দেশে বিদ্যমান আমদানী রপ্তানী নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানী, রপ্তানী বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আইন এবং উহার অধীনে প্রণীত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, যদি থাকে, এবং গাইডলাইনের বিধানাবলী, ইত্যাদি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। গাইডলাইনের প্রয়োগ, ইত্যাদি।-কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের উপর উহাদের ক্ষতিকর, বিরূপ প্রভাব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন আইন বা বিধিমালার কোন বিধানের সাথে গাইডলাইনের কোন বিধান সাংঘর্ষিক বা অসংগতিপূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালার বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৫। পরিচিতি বা লেবেলিং প্রদান।-কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি বহনকারী বাঙ বা মোড়কের উপর উহা যে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি বা লেভেলিং থাকিতে হইবে যাহা এই বিষয়ে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তাহার অতিরিক্ত হইবে।

৬। বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা গ্রহণ, ইত্যাদি।-(১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষণ ঘটিলে বা কোন প্রকার কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিলে উহা জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের বা, ক্ষেত্রমত, মোকাবেলার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কমিটি বা মহাপরিচালক যে কোন সময় যে কোন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, ইত্যাদির সহায়তা এবং সহযোগিতা চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিটি বা মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বা অধিদপ্তর বাধ্য থাকিবে।

৭। দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, দায়িত্বে অবহেলা, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি।-(১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষিত হইলে বা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ গৃহীত ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রতিবেদন, বা তথ্যাদি যথাশীঘ্র সম্ভব, বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিবিসি) এবং ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি) কে অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলাজনিত কারণে সংঘঠিত হইলে উক্তরূপ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), উপযুক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, যুক্তিসংগত প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশসহ আইনানুগ যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাস-নিক জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৮। জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা।-(১) অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠ পরীক্ষণ এলাকায় সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা উক্ত এলাকার দূরবর্তী এলাকার সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি) কে উহার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ করিবার জন্য অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের পরামর্শ এবং তাহাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয় জরুরী পরিকল্পনা পরিবীক্ষণে সক্ষম করিবার লক্ষ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রমাধীন কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব-এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ধরণ, ব্যাপ্তি এবং কার্যক্রম এলাকা বহির্ভূত সম্ভাব্য প্রভাবসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি এফবিসিকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৯। পরিবেশ দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধ।-কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হইলে উক্ত জীব বা দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানীকারক, আমদানীকারক, মজুদকারী, সরবরাহকারী, খুচরা ব্যবসায়ী সকলেই দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন, যদি না তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত দূষণ সৃষ্টিতে তাহার বা তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না।

১০। অপরাধ ও দণ্ড।-(১) কোনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিধি ৩ বা ৫ এর লঙ্ঘন বা ৯ এ বর্ণিত দূষণ সৃষ্টি হইলে আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই বিধিমালার ধীনে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপরাদের জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(২) বিধি ৯ এ উল্লিখিত দূষণ সৃষ্টিকারী হিসাবে যদি কোন কোম্পানীকে দায়ী করা হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৬ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১১। আপিল।-বিধি ৭ এর আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের ধারা ১৪ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৯, ১০ এবং ১১ অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন।

১২। পুনর্বিবেচনা (রিভিউ)।-(১) বিধি ৩ এর আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে-

(অ) অনুমোদন না পাওয়ার কারণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিকট, বা

(আ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট, পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহা নিস্পত্তি করিবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করা সংক্রান্ত আদেশ আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১৩। প্রতিবেদন দাখিল।-(১) প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক বা গাইডলাইনে গঠিত কমিটিসমূহ কর্তৃক এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলী বা বিষয়বলীর উপর প্রতিবেদন আহবান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬

[প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৫-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০১৬।-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :-

১। বিধিমালার নাম ও প্রবর্তন।-(১) এই বিধিমালা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় -

(ক) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) **"ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি"** অর্থ বিধি ১২ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি;

(গ) **"উপজেলা কমিটি"** অর্থ বিধি ৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা কমিটি;

(ঘ) **"গ্রাম সংরক্ষণ দল"** অর্থ বিধি ১৩ এর অধীন গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ দল;

(ঙ) **"জাতীয় কমিটি"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি;

(চ) **"জেলা কমিটি"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি; এবং

(ছ) **"তহবিল"** অর্থ বিধি ২৩ এর অধীন গঠিত তহবিল।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। জাতীয় কমিটি।-(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(গ) প্রধান বন সংরক্ষক;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ)গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

(ত) ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ এর অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক; এবং

(দ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) এবং (দ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন :

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) অধিদপ্তর জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়ক প্রদান করিবে।

৪। জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।-(১) জাতীয় কমিটি স্ব উদ্যোগে অথবা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, কোনো এলাকার প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে জাতীয় কমিটি আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষণা করিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশ পেশ করিবার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা:-

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকায় অবক্ষয়;

(খ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকিসমূহ;

(গ) দেশীয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(ঘ) অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত এলাকা বা উহার কোনো অংশকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করা হইলে উহার শর্তাবলি;

(ঙ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি;

(চ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(ছ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

ব্যাখ্যা।-দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "জীববৈচিত্র্য" অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ, এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (species diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (genetic diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (ecosystem diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবন-জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫। জাতীয় কমিটির সভা।-(১) জাতীয় কমিটি বৎসরে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জাতীয় কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জাতীয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জাতীয় কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬। জেলা কমিটি ।-(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডেপুটি কমিশনার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ;
(গ) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)
(ঘ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;
(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ছ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(জ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(ঝ) বন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;
(ঞ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;
(ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ;
(ঠ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;
(ড) জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
(ঢ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
(ণ) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি;
(ত) সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব;
(থ) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড;
(দ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ধ) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৭(সাত) জন ব্যক্তি; এবং
(ন) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কোনো প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক জেলায় অবস্থিত হইলে, বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। জেলা কমিটির কার্যাবলি ।-জেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে উপজেলা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জাতীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক উপজেলায় অবস্থিত হইলে, উপজেলা কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

(ঝ) সরকার বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৮। **জেলা কমিটির সভা**।-(১) জেলা কমিটি বৎসরে তিনবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **উপজেলা কমিটি**।-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(গ) উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা, বন বিভাগ, যদি থাকে;

(জ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ঢ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান;

(ণ) গ্রাম সংরক্ষণ দল দ্বারা গঠিত প্রত্যেক সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

(ত) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫(পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং

(থ) পরিবেশ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **উপজেলা কমিটির কার্যাবলি**।-উপজেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিন পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কাজ করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) সমবায় সমিতি গঠন এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান;

(ঝ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ট) সরকার, জাতীয় কমিটি বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

১১। **উপজেলা কমিটির সভা**।-(১) উপজেলা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে।

(২) উপজেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) উপজেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি**।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে ইউনিয়নে অবস্থিত সেই ইউনিয়নে ইউনিয়ন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা;

(ঘ) ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঙ) ফরেস্টার, বন বিভাগ (নিকটতম কার্যালয়ের কর্মকর্তা);

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য;

(ছ) গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং

(ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি-

ক) গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে; এবং

(খ) গ্রাম সংরক্ষণ দল কর্তৃক উহার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। গ্রাম সংরক্ষণ দল।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকা বা উহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন করা যাইবে।

(২) গ্রাম সংরক্ষণ দলকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হইলে, উহা এই বিধিমালার অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি।- গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত যে সকল কার্য করা যাইবে এবং যে সকল কার্যক্রম করা যাইবে না সেই সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তহবিল সংরক্ষণ;

(চ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ছ) সরকার, অধিদপ্তর জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

১৫। স্কীম, ইত্যাদি গ্রহণ।- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম সংরক্ষণ দল, অধিদপ্তরের সম্মতি এবং উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো স্কীম বা প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। অবকাঠামো বা সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।-(১) সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা (ভধপরষরঃ) গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা ন্যস্ত করা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ দল উহার ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবে।

১৭। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পদ্ধতি, ইত্যাদি। - (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে প্রজ্ঞাপনের খসড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং জাতীয় পর্যায়ের দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রাক-প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো মতামত প্রাপ্ত হইলে উক্ত মতামত বিবেচনার জন্য জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা :-

(ক) সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম ও জেএল নম্বর;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার সম্পূর্ণ অংশ না হইয়া উহার এক বা একাধিক দাগ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর ও দাগ নম্বর;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার কোনো দাগ সম্পূর্ণ না হইয়া উহার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর, সংশ্লিষ্ট দাগ নম্বরের অংশ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলার নাম;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার কোনো অংশ ভূমি জরিপ বর্হিভূত হইলে উহার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বিষয়টি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রার্থণালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে লটকাইয়া প্রচার করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা, ক্ষেত্রমত, তহশীল অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড।-(১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে যে সকল ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না উহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :-

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূপলীয় এলাকার অবক্ষয়;

(খ) পরিবেশ ও প্রতিবেশের দূষণ ও অবক্ষয়;

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা;

(ঘ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকি;

(ঙ) দেশিয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(চ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, ধর্মীয় সামাজিক সংস্কৃতি;

(ছ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত প্রত্নতাত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(জ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ১২ এবং ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

১৯। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, ইত্যাদি।-(১) প্রচলিত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, পরিপত্র বা আইনগত দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কোনো ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোনো ভূমি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টার ১-এর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক খতিয়ানে মন্তব্যের কলামে লিপিবদ্ধ করিবেন যে, "পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি ব্যতীত ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নহে"।

২০। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অর্ন্তভুক্ত সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরের সহিত আলোচনাক্রমে, সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হইলে তদনুসারে সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

২১। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক (Site specific) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

২২। **সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা**।-(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা যাইবে।

(২) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত অলাভজনক কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে, উহাকে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া যদি উক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করিয়া চুক্তির খসড়া দাখিলের জন্য পত্রের মাধ্যমে উক্ত সংস্থাকে অনুরোধ করিবেন, যথা:-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রস্তাব;

(খ) সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের পরিমাণ ও পদ্ধতি;

(গ) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার।

(৪) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কোনো কমিটি বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোনো সদস্য প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবেন।

২৩। **তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার**।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি, বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোনো স্থানীয় ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঙ) এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত ফি; এবং

(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ হইতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে-

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে; এবং

(খ) উপজেলা কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) (খ) এর অধীন অর্থ বরাদ্দ ও উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জারীকৃত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হইলে উহা এই বিধিমালার অধীন বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা**।-(১) অধিদপ্তর তহবিলের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No. 2 of 1973) Gi Article 2 (1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা

তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে অধিদপ্তর এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা চার্টার্ড একাউনটেন্ট প্রয়োজনীয় রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংক গচ্ছিত অর্থ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

২৫। গ্রাম সংরক্ষণ দলের মূল্যায়ন।-প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের সংশ্লিষ্ট বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন মূল্যায়ন করিয়া উহাদের সফলতার বার্ষিক অবস্থান তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে।

২৬। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সমীক্ষা, গবেষণা, অনুসন্ধান, ইত্যাদি।-কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

২৭। অপরাধ ও দণ্ড।-কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮। প্রতিবেদন।-(১) অধিদপ্তর সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে, যথা:

(ক) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন; এবং

(খ) প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশগত প্রতিবেদন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার কোন নির্দেশনা প্রদান করিলে অধিদপ্তর উহা অনুসরণ করিবে।

২৯। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-(১) এই বিধিমালা জারির পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

(২০১০ সালের ৫৬ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে প্রকাশিত

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, যুগ্ম-জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত জেলা সদরে অবস্থিত থাকিবে ঃ

তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ প্রশাসনিক জেলার যে কোন স্থানে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন জেলায় একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের মামলা বিচারের জন্য সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

৬। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এখতিয়ার।-(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচারের জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করিতে পারিবেন অথবা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে থানায় এজাহার দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহাপরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই অথবা উক্ত অভিযোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহাপরিচালককে শুনানীর

যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার।-(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মামলাসমূহ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং তাহা উক্ত আদালতে বিচারার্থ গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ উহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৮(২) এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহাপরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।-(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৬(২) এর অধীন-

(ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৭(৩) এর-

(ক) দফা (ক) এর অধীন আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধের বিচার।-(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্ত বা বিনষ্ট বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্য আইনের অপরাধটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইলে পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও একই সঙ্গে একই মামলায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং অন্য আইনের অপরাধটি অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সমীপে প্রেরণ করিবেন।

১০। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি।-(১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না ঃ

তবে, আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে, তবে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী পরিবেশ আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে কোন মামলা যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক উক্ত মামলার বিচার নতুন করিয়া শুরু করিতে হইবে না, বরং পূর্ববর্তী স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবে এবং মামলা নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হইলে সেই জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত করিয়া বা করাইয়া নির্ণয় করিবে এবং তদ্‌ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে পরিবেশ আপীল আদালতে দাখিল করিবে।

১১। প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।-(১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয় পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহাপরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশি পরওয়ানা ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশি, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিবেন।

১২। অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি।-(১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক অনুসন্ধান করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরনের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লিখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকরতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি এজাহার সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন যাহা অপরাধ সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অতঃপর উক্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, মহা-পরিচালক-এর নিকট হইতে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের মূল কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৩ এর অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দলিলপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করা সম্ভব না হইলে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রিপোর্টের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বে অনুসন্ধান বা ক্ষেত্রমত, তদন্তকালে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে।

(৯) যদি পরিবেশ আইন এর অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইলে পরিবেশ আইন এর অধীন অপরাধের সহিত জড়িত পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(১০) পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর বহির্ভূত অন্য কোন কর্মকর্তাকেও দায়িত্ব দিতে পারিবে।

(১১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট অনুষ্ঠানকালে পরিদর্শক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই ধারায় বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে, পরিবেশ আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে অভিযোগ সরাসরি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট দায়ের করিতে পারিবেন এবং উহার ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে লইতে ও উহার বিচার করিতে অথবা ক্ষেত্রমত, বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৩। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।-ধারা ১২ ও ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।

১৪। পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা।-(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের ও বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে দায়রা আদালত কর্তৃক কোন মামলা নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলা বিচারার্থ গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

(২) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবী পরিচালনা করিবেন এবং উক্তরূপে নিয়োজিত আইনজীবী অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ও দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারী কৌশুলী বলিয়া গণ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত আইনজীবীকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৫) যদি পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন তাহা হইলে পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও একই সঙ্গে একই মামলায় পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) পরিবেশ আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না, তবে আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(৮) অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে এবং ক্ষতিপূরণ দাবীর মামলায় ইস্যু নির্ধারণের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৯) উপ-ধারা (৮) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে ঃ

তবে, বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর করার জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী পরিবেশ আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) অনুসারে কোনো মামলা যে পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক উক্ত মামলার বিচার নতুন করিয়া শুরু করিতে হইবে না, বরং পূর্ববর্তী পরিবেশ আদালত যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবেন এবং মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(১১) উপ-ধারা (৮), (৯) ও (১০) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হইলে সেইজন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত করিয়া বা করাইয়া নির্ণয় করিবে এবং তদ্‌ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(১২) উপ-ধারা (১১) এ উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে পরিবেশ আপীল আদালতে দাখিল করিবে।

১৫। অর্থদণ্ড হইতে খরচ বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা।-(১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা পরিবেশ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত অর্থদণ্ড আদায় করিয়া তাহা হইতে সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করার জন্য বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মামলায় বিচার্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট রায়ে আদেশ প্রদান করা যাইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণের দাবী এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ বা পর্যাপ্ত না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করিতে পারিবে।

১৬। অর্থদণ্ড আদায়ের পদ্ধতি।-স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ বা উক্ত আদালত কর্তৃক মামলার যে কোন পক্ষের উপর অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্য কোন বাবদ ধার্যকৃত অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এবং ৩৮৭ এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭। পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা।-(১) মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংঘটনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনাযোগ্য হইবে।

১৮। আপোষ মীমাংসা।-(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর কতিপয় অপরাধ মহা-পরিচালকের সম্মতি সাপেক্ষে, নিম্নরূপ পদ্ধতিতে আপোষ মীমাংসা করা যাইবে, যথা ঃ-

(ক) উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণের ফলে সংঘটিত প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ তামিল করিয়া তামিল প্রতিবেদন দাখিল এবং ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করিলে;

(খ) উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) এর লঙ্ঘনের ফলে সংঘটিত প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া তাহা পুনরায় চালু করা হইবে না মর্মে অংগীকারনামা দাখিল এবং ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করিলে;

(গ) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমত দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত তামিল প্রতিবেদন বা অংগীকারনামা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হইয়া সংশ্লিষ্ট মামলা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া ক্ষেত্রমত তামিল প্রতিবেদন বা অংগীকারনামা দাখিল ও জরিমানা পরিশোধের তারিখ, যেইটি পরে হয়, হইতে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিলে।

(২) মামলা রুজু হওয়ার পর তদন্তকালে, অভিযোগপত্র দাখিলের পর মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুতিকালে, বিচার চলাকালে এবং আপীল বা রিভিশন চলাকালেও উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আপোস মীমাংসা করা যাইবে।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক কোন মামলায় আপোস মীমাংসা প্রতিবেদন আদালতে, ক্ষেত্রমত আপিল আদালতে দাখিল করিলে আদালত কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট মামলা যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় উহার সমাপ্তি ঘোষণা করিবে এবং আসামী আটক থাকিলে তাহাকে মুক্তি দিবে, জামিনে থাকা আসামীকে জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি দিবে এবং পরোয়ানাধীন আসামীর পরোয়ানা বাতিল ঘোষণা করিয়া ফেরৎ তলব করিবে।

১৯। আপীল।-(১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যাবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ২০ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে এবং অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে, অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের ২৫% অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

২০। পরিবেশ আপীল আদালত।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে,-

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাঁহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন দায়রা আদালত আপীল আদালত হিসাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন জেলাজজ আদালত আপীল আদালত হিসাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২১। মামলা স্থানান্তর।-কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।

২২। বিচারাধীন মামলা।-এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

২৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।-(১) পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের **১১**নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে আইন নং ০১/২০১৯ দ্বারা সংশোধিত]

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।–(১) এই আইন ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "অনুসন্ধান কমিটি" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন গঠিত কোন কমিটি;

(খ) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;

(গ) "অনুসন্ধান" অর্থে পরিবেশ আদালত আইন বা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন পরিচালিত অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

[১](ঘ) [***]

[২](ঙ) "ইট" অর্থ বালি, মাটি বা অন্য কোন উপকরণ দ্বারা ইটভাটায় পোড়াইয়া প্রস্তুতকৃত কোন নির্মাণ সামগ্রী;

(চ) "ইট প্রস্তুত" অর্থ এমন কোন প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমে ইটভাটায় কায়িক বা যান্ত্রিক বা উভয় উপায়ে ইটের মাটি সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া কাঁচা ইট তৈরি ও পোড়ানো হয়;

[৩](ছ) "ইটভাটা" অর্থ উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন, জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং বায়ুদূষণকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে নির্ধারিত মান মাত্রায় রাখিতে সক্ষম এমন কোনো স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়;

(জ) "ইটভাটা স্থাপন" অর্থ এমন কোন কর্মকাণ্ড যাহার মাধ্যমে ইট প্রস্তুতের জন্য স্থান নির্বাচন ও অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়, তবে ইট প্রস্তুতকরণ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঝ) "কৃষি জমি" অর্থ এমন কোন জমি যাহা বৎসরে একাধিকবার কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়;

(ঞ) "ছাড়পত্র" অর্থ এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন ইস্যুকৃত কোন ছাড়পত্র;

[৪](ঞঞ) "ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick)" অর্থ যে সকল ইটে প্রযুক্তি ব্যবহারক্রমে একাধিক ছিদ্র (hole) রাখা হয়;

(ট) "জ্বালানি" অর্থ ইটভাটায় ইট পোড়ানোর জন্য ব্যবহার্য কঠিন, তরল বা বায়বীয় কোন পদার্থ;

(ঠ) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার্য যে কোন কাঠ, এবং বাঁশের মোথা বা খেঁজুর গাছও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[৫](ঠঠ) "তপশিল" অর্থ এই আইনের তপশিল;

(ড) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(ঢ) "নিষিদ্ধ এলাকা" অর্থ ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন এলাকা;

(ণ) "পরিবেশ আদালত আইন" অর্থ পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৬ নং আইন);

(ত) "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

---

[১] দফা ঘ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ক দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] দফা ঙ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা খ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা ছ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা গ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] দফা ঞঞ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ঘ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] দফা ঠঠ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ঙ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(থ) "পাহাড়" বা "টিলা" অর্থ এমন কোন ভূমি যাহা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হইতে উঁচু, এবং যাহা মাটি, পাথর, মাটি ও পাথর, মাটি ও কাঁকড়, বা অনুরূপ কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত, এবং যাহা সরকারি রেকর্ডপত্রে পাহাড় বা টিলা হিসাবে চিহ্নিত;

(দ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" A_© Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ধ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(ন) "ব্যক্তি" অর্থে, নিগমিত হউক বা না হইক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি বা অংশীদারি কারবার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[১] (নন) "ব্লক" অর্থ বালি , সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ বা মাটি ব্যতীত অন্য কোন উপাদান, না পোড়াইয়া তদ্দারা প্রস্তুত-কৃত কোনো নির্মাণ সামগ্রী;

[২](প) [***]

(ফ) "মোবাইল কোর্ট আইন" অর্থ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন); এবং

(ব) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত কোন লাইসেন্স।

৩। এই আইনের প্রাধান্য।–আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

[৩]**৪। লাইসেন্স ব্যতীত ইট ভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**–আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি ইট ভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্লক প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

[৪]**৪ক। ইটভাটা ব্যতীত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**–ইট প্রস্তুতের জন্য এই আইনে সংজ্ঞায়িত ইটভাটা ব্যতীত অন্য কোনোরুপ ইটভাটা পরিচালনা কিংবা চালু করা যাইবে না।

৫। মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণ।–(১) আপাতত বলবৎ অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

[৫](২) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ইটভাটার লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত ইটভাটার মালিক কর্তৃক ইট প্রস্তুতের মাটির উৎস উল্লেখপূর্বক হলফনামা দাখিল করিতে হইবে।

[৬](৩) ইটের কাঁচামাল হিসাবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইটভাটায় উৎপাদিত ইটের একটি নির্দিষ্ট হারে ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) ও ব্লক প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

[৭](৩ক) মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।

[৮](৪) [***]

---

১ দফা নন আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা (চ) দ্বারা সন্নিবেশিত ।
২ দফা প আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ছ দ্বারা বিলুপ্ত।
৩ ধারা ৪ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৩ এর দফা ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৪ ধারা ৪ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৪ এর দফা খ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৫ উপধারা ২ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৬ উপধারা ৩ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা খ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৭ উপধারা ৩ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা গ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৮ উপধারা ৪ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা ঘ দ্বারা বিলুপ্ত।

[১]**৫ক। ইটভাটা স্থাপনের জায়গার পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ।**–সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রস্তাবিত প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে ইটভাটার জায়গার পরিমাণ ও কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় ইটভাটা স্থাপনের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। জ্বালানী কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ।–আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৭। কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।–আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে [২]আমদানি করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

[৩]**৭ক। বর্জ্য নির্গমণ ও গ্যাসীয় নিঃসরণের মানমাত্রা।**–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইটভাটা হইতে গ্যাসীয় নিঃসরণ ও তরল বর্জ্যের নিগমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।

৮। কতিপয় স্থানে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।–(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ছাড়পত্র থাকুক বা না থাকুক, এই আইন কার্যকর হইবার পর নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি কোন ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না, যথাঃ-

(ক) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;
(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;
(গ) সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি;
(ঘ) কৃষি জমি;
(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;
(চ) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air Shed)।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর, নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন আইনের অধীন কোনরূপ অনুমতি বা ছাড়পত্র বা লাইসেন্স, যে নামেই অভিহিত হউক, প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩)[৪][***] কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দূরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না, যথা :-

(ক) নিষিদ্ধ এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(খ) [৫] [***] সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(গ) কোন পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোন ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে ½ (অর্ধ) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(ঘ) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে;
(ঙ) বিশেষ কোন স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে [৬]:

[৬]তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বিদ্যমান ইটভাটার বায়ুদূষণের মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে এলাকা ভিত্তিক নির্ধারিত মান মাত্রায় থাকিলে এবং ইহার কর্মপরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ইট ভাটাকে ধারা ৮ (১) (ঙ) এবং ৮ (৩) (খ), (গ) ও (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য শর্তাবলী শিথিল করিতে পারিবে।

---

১ ধারা ৫ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত ।
২ ধারা ৭ এর আমদানি করিয়া শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৩ ধারা ৭ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৪ উপধারা (৩) এর "পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা (ক)এর (অ)দ্বারা বিলুপ্ত।
৫ উপধারা (৩)এর দফা (খ) এর "বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত," শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা (ক) এর (আ)দ্বারা বিলুপ্ত।
৬ উপধারা (৩)এর দফা ঙ এর ":" চিহ্ন ও "এবং" শব্দটি এবং শর্তাংশ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা (ক)এর (ই) দ্বারা প্রতিস্থাপিত, বিলুপ্ত ও সন্নিবেশিত।

[১](চ) [***]

(৪) এই ধারা কার্যকর হইবার পূর্বে, ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার মধ্যে বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত দূরত্বের মধ্যে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি, এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে, উক্ত ইটভাটা, এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে, যথাস্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় তাহার লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারায়,-

(ক) "আবাসিক এলাকা" অর্থ এমন কোন এলাকা যেখানে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পরিবার বসবাস করে;

(খ) "জলাভূমি" অর্থ কোন ভূমি যাহা বৎসরের ৬ (ছয়) মাস বা তদূর্ধ্ব সময় পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে ২[***];

(গ) "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত কোন এলাকা;

[২](ঘ) "বাগান" অর্থ এমন কোন স্থান যেখানে হেক্টর প্রতি কমপক্ষে ১০০ (একশত) টি ফলদ বা বনজ বা উভয় প্রকারের বৃক্ষ রহিয়াছে, এবং চা বাগানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; [***]

[২](ঙ) "ব্যক্তিমালিকানাধীন বন" অর্থ এমন কোন বন যাহা বন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানাধীন বন হিসাবে স্বীকৃত এবং যাহার গাছপালার আচ্ছাদন (crown cover) বনের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) ভাগ এলাকায় বিস্তৃত থাকে, এবং সামাজিক বন বা গ্রামীণ বনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[২](চ) "অভয়ারণ্য" অর্থ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অভায়রণ্য হিসেবে ঘোষিত এলাকা;

[২](ছ) "ডিগ্রেডেড এয়ার শেড" অর্থ একই বায়ু প্রবাহের অন্তর্গত একটি এলাকা যাহার বায়ুর গুণগত মান দূষণের কারণে পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিয়াছে; এবং

[২](জ) " সরকারি বন অর্থ" দফা (ঙ) তে উল্লিখিত বন ব্যতীত অন্য কোনো বন।

[৩]**৮ক। ইট রপ্তানিতে বিধি-নিষেধ।-** Import and Exports (Control) Act,1950 (Act No.XXXIX of 1950) এর অধীন সময় সময় জারিকৃত রপ্তানি নীতি আদেশ অনুসরন ব্যতীত ইট রপ্তানি করা যাইবে না।

৯। লাইসেন্স ইস্যুকরণ, উহার মেয়াদ ও নবায়ন।-(১) যে কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত ও [৪]তপশিলের ফরম-ক-তে, এবং নির্ধারিত দরখাস্ত-ফি, দলিলাদি ও তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে, ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্সের জন্য ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীন ইস্যুকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, উক্ত দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক [৫][***] দরখাস্তটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণপূর্বক উহার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয়ে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তাহার নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

---

১ উপধারা (৪)এর দফা (চ) আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা (ক) এর (ঈ) দ্বারা বিলুপ্ত ।

২ উপধারা(৪)এর দফা (ঘ) এর "এবং" শব্দটি; দফা ঙ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি এবং দফা চ, ছ ও জ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা (খ) এর (আ) দ্বারা বিলুপ্ত, প্রতিস্থাপিত ও সন্নিবেশিত।

৩ ধারা ৮ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১০ সন্নিবেশিত।

৪ ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর "ফরমে" শব্দটি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ ধারা ৯ এর উপধারা (২) এর "নিজে পর্যালোচনা করিবেন বা" শব্দগুলো আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (খ) দ্বারা বিলুপ্ত।

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;
সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহাপরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(গ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(ঘ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আদালত;

(ঙ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(চ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ছ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(জ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫(২) এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঝ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

৩। আইনের প্রাধান্য।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪। পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(৩) লাইসেন্সের দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, জেলা প্রশাসক [১][***] বা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইলে তিনি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করিয়া দরখাস্তকারীর নিকট হইতে নির্ধারিত লাইসেন্স ফি আদায়পূর্বক নির্ধারিত [২]পদ্ধতি, শর্ত ও তপশিলের ফরম-খ-তে" দরখাস্তকারীর অনুকূলে ইট প্রস্তুতকরণের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবেন।

(৪) লাইসেন্সের দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, জেলা প্রশাসক [৩][***] বা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে, তিনি উক্ত দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত পদ্ধতি, সময় ও স্থানে দরখাস্তকারীকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে জেলা প্রশাসক লাইসেন্সের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

(৫) প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুকরণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লাইসেন্সি উহা নবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত ও ফরমে এবং নির্ধারিত দরখাস্ত-ফি, দলিলাদি ও তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে, দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন নবায়নের দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, উক্ত দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক [৪][***] দরখাস্তটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণপূর্বক উহার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয়ে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তাহার নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) নবায়ন দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, জেলা প্রশাসক [৫] [***] অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইলে তিনি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করিবেন এবং দরখাস্তকারীর নিকট হইতে নির্ধারিত নবায়ন-ফি আদায়পূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে দরখাস্তকারীর লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবেন।

(৯) নবায়ন দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, [৬][***] অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে তিনি উক্ত দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত পদ্ধতি, সময় ও স্থানে দরখাস্তকারীকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া জেলা প্রশাসক লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

১০। দরখাস্ত না-মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আপিল।-(১) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইসেন্সের দরখাস্ত বা উপ-ধারা (৯) এর অধীন লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা হইলে, উহার বিরুদ্ধে লাইসেন্সি, না-মঞ্জুর আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি, দলিলাদি ও তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে, আপিল দায়ের করিতে পারিবেন

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিলকারী আপিল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অতিরিক্ত ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে, বিলম্বের কারণ উল্লেখপূর্বক, আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) কোন আপিল দায়ের করা হইলে বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, নথি বা তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন এবং আপিলকারীকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আপিলটি নিষ্পত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।:

---

১ ধারা ৯ এর উপধারা (৩) এর "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে " শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

২ ধারা ৯ এর উপধারা (৩) এর "পদ্ধতি, ফরম ও শর্তে " শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ ধারা ৯ এর উপধারা (৪) এর "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে " শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ঘ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ ধারা ৯ এর উপধারা (৭) এর " নিজে পর্যালোচনা করিতে পারিবেন, বা " শব্দগুলি ও কমা আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ঙ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ ধারা ৯ এর উপধারা (৮) এর " নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা " শব্দগুলি ও কমা আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (চ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৬ ধারা ৯ এর উপধারা (৯) এর " নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ছ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[১]**১১। লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলকরণ**।- জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত কারণে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ব্যক্তির লাইসেন্সের কার্যকারিতা অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য স্থগিত করিয়া ইটভাটার কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখিবার ও অভিযুক্ত ইটভাটার মালিককে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া লাইসেন্স বাতিল বা ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করিবার জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবেন, যথা-:

(ক) লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন;

(খ) এই আইনের অধিন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটন; বা

(গ) স্থাপিত ইটভাটার কারণে তৎসংলগ্ন এলাকায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য হুমকির সন্মুখীন।

১২। অনুসন্ধান কমিটি ও উহার কার্যপরিধি।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিটি জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে অনুসন্ধান কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে, যথা :-

(ক) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যিনি উহার আহ্বায়ক হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(ঙ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহেন);

(চ) পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) অনুসন্ধান কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুসন্ধান করিয়া লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(খ) লাইসেন্সের শর্তাবলি লঙ্ঘনের বা এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের সত্যতা নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান পরিচালনা করা;

(গ) ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুতকরণের বিষয়ে জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে, সময় সময়, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করা; এবং

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্য।

(৩) অনুসন্ধান কমিটি উহার সভার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং আহ্বায়ক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) অনুসন্ধান কমিটি বা উহার যে কোন সদস্য যে কোন ইটভাটায় প্রবেশ বা যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোন দলিলাদি তলব করিতে পারিবে।

১৩। পরিদর্শন।- (১) লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন বা প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা, বা এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে কিনা উহা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক স্বয়ং বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহে), অত:পর 'পরিদর্শনকারী' বলিয়া উল্লিখিত, যে কোন সময় বিনা নোটিশে যে কোন ইটভাটায় প্রবেশ ও ভাটা পরিদর্শন, যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোন দলিলাদি তলব, করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি যেমন: ইট, মাটি, জ্বালানি কাঠ, কয়লা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, মালামাল, কাগজপত্র, ইত্যাদি ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, জব্দ করিতে পারিবেন।

---

১ ধারা ১১ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন দ্রব্যাদি জব্দ করা হইলে, পরিদর্শনকারী উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে, একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবেদনের যথার্থতা ও সঠিকতা সম্পর্কে নিজে পরীক্ষা করিতে পারিবেন বা প্রতিবেদনটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণপূর্বক উহার যথার্থতা ও সঠিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য অনুসন্ধান কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) অনুসন্ধান কমিটি উক্ত বিষয়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুসন্ধানপূর্বক সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) জেলা প্রশাসক, নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বা উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, –

(ক) পরিদর্শনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়েরের আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে তিনি নথিতে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া জব্দকৃত দ্রব্যাদি লাইসেন্সির অনুকূলে অবমুক্ত করিবেন; বা

(খ) পরিদর্শনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়েরের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি জব্দকৃত দ্রব্যাদি অবমুক্ত না করিয়া এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে মামলা দায়েরের জন্য পরিদর্শনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

[১]**১৪। ধারা ৪ ও ৪ক লঙ্ঘনের দণ্ড।**–যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৪ বা ৪ক লঙ্ঘন করিয়া কোন ইট প্রস্তুত বা ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালু রাখেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা অন্যূন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৫। ধারা ৫ লঙ্ঘনের দণ্ড।-(১) যদি কোন ব্যক্তি, ধারা ৫ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করেন; বা

(খ) উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, [২]জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর বাওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটেন বা সংগ্রহ করেন; তাহা হইলে তিনি অনধিক [২]২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক [২]৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৩](২) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এর- উপধারা ৩ এর অধীন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) ও ব্লক প্রস্তুত না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। ধারা ৬ লঙ্ঘনের দণ্ড।–যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭। ধারা ৭ লংঘনের দণ্ড।–যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭ এর বিধান লংঘন করিয়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

---

১ ধারা ১৪ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ ধারা ১৫এর উপধারা (১) এর দফা (খ) এর " যথাযথ কর্তৃপক্ষের" এবং ২ (দুই) লক্ষ শব্দগুলি, সংখ্যা ও চিহ্ন আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৪ এর দফা (ক) এর (অ) ও (আ) দ্বারা "জেলা প্রশাসকের এবং ৫(পাঁচ) লক্ষ শব্দ, সংখ্যা ও চিহ্ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ উপধারা ২ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৪ এর দফা (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১]**১৭ক। ধারা ৭ক লঙ্ঘনের দণ্ড**।– যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইটভাটা হইতে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত গ্যাসীয় নিঃসরণ ও তরল বর্জ্যের নির্গমন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮। ধারা ৮ লংঘনের দণ্ড।– (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া নিষিদ্ধ এলাকায় ইটভাটা স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাবলি লংঘন করিয়া ইটভাটা স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। বিচারিক আদালত, অপরাধ আমলে গ্রহণ, বিচার, ইত্যাদি।– (১) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ভ্রাম্যমাণ আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ করিয়া তাৎক্ষণিক বিচারের মাধ্যমে দণ্ডারোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ আদালত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ ও উহার বিচার করিতে পারিবে না।

(৩) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য সকল অপরাধ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারায় "ভ্রাম্যমাণ আদালত" অর্থ মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।

২০। বাজেয়াপ্তি।–বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হইলে, আদালত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত দ্রব্যাদি যেমনঃ ইট, মাটি, জ্বালানি কাঠ, কয়লা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, মালামাল ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২১। মোবাইল কোর্ট আইন, পরিবেশ আদালত আইন, ও ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।–এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ দায়ের, আমলে গ্রহণ, সমন বা ওয়ারেন্ট ইস্যুকরণ, জামিন প্রদান তদন্ত, বিচার, দণ্ডারোপ, বাজেয়াপ্তি, আপীল, ইত্যাদি বিষয়ে মোবাইল কোর্ট আইন, পরিবেশ আদালত আইন, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২২। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।–অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের জন্য যৌথ ও পৃথক-ভাবে দায়ী হইবেন, যদি না তিনি বা তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন তাহার বা তাহাদের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি বা তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানি" অর্থ কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিগমিত হউক বা না হউক, কোন কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, সমিতি বা সংগঠন; ও
(খ) "পরিচালক" অর্থ, কোম্পানির ক্ষেত্রে, উহার পরিচালনা বোর্ডের কোন সদস্য, এবং অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে, উহার কোন অংশীদার।

২৩। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।–এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

---

১ ধারা ১৭ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত ।

২৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ।– (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজিতে পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।–(১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮নং আইন), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও–

(ক) রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) রহিত আইনের অধীন দাখিলকৃত কোন দরখাস্ত বিবেচনাধীন থাকিলে উহা, যথাসম্ভব, এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণে নিষ্পত্তি করিতে হইবে; এবং

(গ) রহিত আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের মেয়াদ বহাল থাকিলে উহা এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই, এবং মেয়াদ সমাপ্ত হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণে লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে।

[১]তপশিল

[ধারা ৯ (১) ও ৯ (৩) দ্রষ্টব্য]
ফরম-ক
ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্সের জন্য আবেদন

ছবি

১। দরখাস্তকারীর নাম :

২। জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) নং :

৩। ঠিকানা: (ক) স্থায়ী–

(খ) অস্থায়ী–

৪। পেশা :

৫। ইট পোড়ানোর উদ্দেশ্য :

৬। ইটের ভাটার অবস্থান (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(ক) দাগ নং–

(খ) মৌজা নং–

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম–

(ঘ) ইউনিয়নের নাম–

(ঙ) উপজেলার নাম–

৭।কি ধরনের জ্বালানি দ্বারা ইট পোড়ানো হইবে বা কোন প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা হইবে :

৮। প্রস্তাবিত জ্বালানির উৎস :

৯। প্রস্তাবিত মাটির উৎস ও ঠিকানা (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(ক) দাগ নং–

(খ) মৌজা নং–

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম–

(ঘ) ইউনিয়নের নাম–

(ঙ) উপজেলার নাম–

---

১ তপশিলটি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৭ দ্বারা সংযোজিত ।

১০। উৎপাদন ক্ষমতা :
১১। ব্লক তৈরি হইবে কিনা; করা হইলে শতকরা কতভাগ/পরিমাণ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ : ....
নাম : ....

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন :
সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ও সরেজমিন তদন্ত করিয়া বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিক পাওয়ায়/না পাওয়ায় লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করা গেল/গেল না।
স্বাক্ষর–
তারিখ–
নাম–
পদবি–
সীল–

অঙ্গীকারনামা

আমি..................................., পিতা .... মাতা .... ইটভাটার মালিক এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ লাইসেন্সের সকল শর্ত মানিয়া চলিব। ইহার কোনো ব্যত্যয় ঘটিলে ইটভাটা বন্ধসহ আইনানুগ গৃহীত সকল প্রকার ব্যবস্থায় আমার কোনো আপত্তি থাকিবে না।

স্বাক্ষর
নাম–
প্রতিষ্ঠানের নাম–
তারিখ–

সত্যায়ন

আমার সম্মুখে আবেদনকারী জনাব .... পিতা .... মাতা .... স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সিনিয়র/সহকারী
কমিশনার
ও
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা–

ফরম-খ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

.... জেলা

ছবি

ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্স

প্রাপকের নাম : ....

জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) নং:

ঠিকানা :

....

আপনার .... তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনাকে ইট প্রস্তুতের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

১। ইট ভাটার অবস্থান :

(ক) দাগ নং–

(খ) মৌজা নং–

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম–

(ঘ) ইউনিয়নের নাম–

(ঙ) উপজেলার নাম–

২।লাইসেন্সের মেয়াদ .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত।

৩। লাইসেন্স ফি বাবদ টাকা .... (কথায়...), চালান নং .... তারিখ .... এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হইল।

৪। শর্তাবলি :

(ক) ইটভাটায় কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রকার জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন বা প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা, অথবা আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে কিনা উহা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক স্বয়ং বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহে), যে কোন সময় বিনা নোটিশে ইটভাটায় প্রবেশ ও ভাটা পরিদর্শন, যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোনো দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন।

(গ) জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত, ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটা বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

(ঘ) ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রায় অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরুপ উপাদান সংবলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(ঙ) নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না :

(১) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;

(২) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;

(৩) কৃষিজমি;

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;

(৫) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড।

(চ) নিম্নবর্ণিত দুরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করা যাইবেনা, যথা :-

(১) দফা (ঙ) তে উল্লিখিত এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে;

(২) সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে;

(৩) কোনো পাহাড় বা টিলার উপরিভাগ বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোনো ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে ১/২ (অর্ধ) কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে;

(৪) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে;

(৫) বিশেষ কোনো স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোনো স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে।

(ছ) পোড়ানো ইটের পরিসংখ্যান ও বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(জ) পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত ইটভাটা চালু করা যাইবে না।

(ঝ) আবেদনে উল্লিখিত ইটভাটার জন্য নির্ধারিত জমির অধিক জমি ইটভাটার কাজের কোনোক্রমেই ব্যবহার করা যাইবে না।

(ঞ) আইন এবং উক্ত আইনের অধীণ প্রণীত বিধির পরিপন্থি কোনোরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং এ বিষয়ে আইনের সকল বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে।

(ট) লাইসেন্সের কোনো শর্ত বা পরিবেশগত ছাড়পত্রে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় আইন অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

৫। আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোনো শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে–

(ক) অব্যাহতি প্রাপ্ত শর্ত :

(খ) অব্যাহতি প্রদানের কারণ :

(গ) অব্যাহতি প্রদানের ভিত্তি :

স্বাক্ষর–
জেলা প্রশাসকের অথবা
তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত
কর্মকর্তা
জেলা–
সীল”।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭
(২০১৭ সনের ২ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত]

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার নিমিত্ত প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৮ক অনুচ্ছেদে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;

যেহেতু বাংলাদেশ জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ (Convention on Biological Diversity) এর পক্ষ হিসাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ;

যেহেতু বাংলাদেশ জীবসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহিত সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ; এবং

যেহেতু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :
(১) এই আইন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।
* এস, আর, ও নং ৩৩৪-আইন/২০১৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ ইং দ্বারা ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ হতে উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

২। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''অনিবাসী'' বলিতে Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 2(42) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী non-resident-কে বুঝাইবে;

(২) ''ইউনিয়ন কমিটি'' অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(৩) ''উপজেলা কমিটি'' অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(৪) ''কমিটি'' অর্থ, ক্ষেত্রমত, জাতীয় কমিটি, কারিগরি কমিটি, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, পৌরসভা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, দল, সমিতি বা উপ-কমিটি;

(৫) ''কালটিভার'' অর্থ এমন প্রকারের উদ্ভিদ, যাহার বিবর্তন হইয়াছে এবং চাষাবাদের মাধ্যমে টিকিয়া আছে, এবং চাষাবাদের প্রয়োজনে যাহাদের বংশ বৃদ্ধি করা হইতেছে;

(৬) ''কারিগরি কমিটি'' অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি;

(৭) ''গবেষণা'' অর্থ জীবসম্পদের উপর সমীক্ষা বা পদ্ধতিগত অনুসন্ধান অথবা জীবের বা উহার উপজাতের বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর গবেষণা;

(৮) ''জাতীয় কমিটি'' অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি;

(৯) ''জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা'' অর্থ ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা;

(১০) ''জেলা কমিটি'' অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন গঠিত জেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(১১) ''জীববৈচিত্র্য'' অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (Species Diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (Genetic Diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (Ecosystem Diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) ''জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান'' অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;

(১৩) ''জীবসম্পদ'' অর্থ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব বা উহাদের অংশবিশেষ, বংশগত উপাদান ও উপজাতের (মূল সংযোজিত পণ্য বা উপকরণ ব্যতীত) অন্তর্গত কৌলিসম্পদ (Genetic Resources) অথবা কোনো প্রতিবেশ ব্যবস্থার অন্তর্গত এইরূপ কোনো জীবজ উপাদান (Biotic Component), মানুষের নিকট যাহার প্রকৃত বা সম্ভাব্য ব্যবহার বা ব্যবহারিক মূল্য রহিয়াছে, তবে মানব জীন উপাদান উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৪) ''জীব-সমীক্ষা'' বা ''জীব-ব্যবহার'' অর্থ কোনো উদ্দেশ্যে প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি নির্বিশেষে জীবসম্পদের যে কোনো উপাদান, নির্যাস, কৌলিগত বৈশিষ্ট্য বা কোষ-কলার বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ, নিরূপণ বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্য;

(১৫) ''টেকসই ব্যবহার'' অর্থ জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহের এইরূপ ব্যবহার পদ্ধতি, যাহা বা যে সকল কার্যক্রম জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়া থাকিবার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হুমকি সৃষ্টি না করিয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(১৬) ''তহবিল'' অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল;

(১৭) ''ন্যায্য হিস্যা বণ্টন'' অর্থ ধারা ৩০ এর বিধান অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সম্পদের সুফলের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন;

(১৮) ''পৌরসভা কমিটি'' অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(১৯) ''বাণিজ্যিক ব্যবহার'' অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জীবসম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য তৈরি বা উৎপাদন যেমনঃ ঔষধ, শিল্পে ব্যবহার্য এনজাইম, খাদ্যের সুগন্ধি, মানবদেহে ব্যবহার্য সুগন্ধি ও প্রসাধনী, রং, ইমালসিফাইয়ার, ওলিওরেজিন্স, প্রভৃতিসহ অণুজীব, শস্য, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের কৌলিগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অন্য জীব হইতে নির্যাস বা জিন সংগ্রহ করা;

(২০) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২১) ''বিপন্ন প্রজাতি'' অর্থ সেই সকল জীবসম্পদ বা উহাদের প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি, যাহা মহাবিপন্ন নয় কিন্তু অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে;

(২২) ''ব্যক্তি'' অর্থে যে কোনো ধরনের কোম্পানি, সংঘ, সমিতি, অংশীদারি কারবার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসহ উহাদের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৩) ''ল্যান্ড রেইস'' অর্থ আদিম কালটিভার, যাহা প্রাচীনকাল হইতে কৃষক ও তাহাদের বংশধরদের দ্বারা বন্য অবস্থা হইতে মাঠে প্রসার লাভ হইতেছে;

(২৪) ''সিটি কর্পোরেশন কমিটি'' অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি; এবং

(২৫) ''সংস্থা'' অর্থে যে কোনো ধরনের কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার বা একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত সংঘ, সমিতি, সংগঠন বা সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য :** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ, আবেদন অনুমোদন ও প্রত্যাখান

৪। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ।-

জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত-

(ক) বাংলাদেশের অনিবাসী কোনো নাগরিক ;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোনো ব্যক্তি;

(গ) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এমন কোনো সংস্থা-

(অ) কোনো জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ বা তদ্‌বিষয়ক প্রথাগত জ্ঞান (traditional knowledge) সংগ্রহ করিতে বা অধিকারে লইতে পারিবেন না; অথবা

(আ) জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা, জীব-ব্যবহার বা জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা বা এতদ্বিষয়ক কোনো গবেষণা করিতে পারিবেন না; অথবা

(ই) জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের আহরণ সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না; অথবা

(ঈ) এর নিকট অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ হইতে গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

৫। গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ। -

সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী কোনো গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, উহা কোনো সেমিনার বা কর্মশালায় উপস্থাপন বা প্রচার করা যাইবে এবং উহাতে প্রাপ্ত ফলাফল বা মতামত জাতীয় কমিটি উহার কার্যাবলী সম্পাদনকালে বিবেচনায় লইতে পারিবে।

৬। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদনে বিধি-নিষেধ।-

(১) কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোনো জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব (Intelectual Property) অধিকারের জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) জাতীয় কমিটি, মেধাস্বত্ব অধিকারের আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বেনিফিট শেয়ারিং ফি বা রয়্যালটি বা উভয় অথবা উক্ত অধিকারের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত আর্থিক লভ্যাংশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করাসহ প্রয়োজনীয় শর্তাদি, আরোপ করিতে পারিবে।

৭। আবেদন অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান, ইত্যাদি।-

(১) এই আইনের ধারা ৪ ও ৬ এর অধীন যে কোনো বিষয়ে জাতীয় কমিটির অনুমোদন লাভের নিমিত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদানপূর্বক, আবেদন করিতে হইবে।

(২) জাতীয় কমিটি, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে উহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যাচাই-বাছাইপূর্বক, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; তবে, জাতীয় কমিটি প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি বা অন্য কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রাপ্ত প্রত্যেক আবেদন, উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে নিস্পত্তিকরত, ক্ষেত্রমত, উহা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর অধীন পুনর্বিবেচনার (Review) জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কোনো কমিটির আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রভুক্ত জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, ইত্যাদি ব্যবহারের নিমিত্ত অধিকারে লওয়া বিষয়ক কোনো আবেদনপত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কমিটিসমূহের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

(৬) জাতীয় কমিটি, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সুনির্দিষ্ট শর্ত এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফি বা রয়্যালটি আরোপ করিতে পারিবে।

(৭) জাতীয় কমিটি, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন অনুমোদন করিলে, বিষয়টি জনগণকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কমিটি গঠন ও কার্যাবলী

৮। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন; তবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সকলেই বিদ্যমান থাকিলে মন্ত্রী সভাপতি, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্য দুইজন বা একজন সহ-সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঠ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ড) নিম্নবর্ণিত অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান -
(অ) বন অধিদপ্তর;
(আ) জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান;
(ই) বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম;
(ঈ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;
(উ) বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ;
(ঊ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান;
(ঋ) প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান;
(এ) বন গবেষণা ইনস্টিটিউট;
(ঢ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;
(ণ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৯। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভা, ইত্যাদি।-(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, জাতীয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর জাতীয় কমিটির কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতি ও সদস্যগণের মধ্যে যিনি শীর্ষে অবস্থান করিবেন তিনি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে জাতীয় কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্সম্পর্কে আদালত বা অন্য কোথাও কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৮) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে পারিবে অথবা তাহাদিগকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলী।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত কোনো আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;
(খ) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারের সমন্বয়ে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে, জাতীয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(গ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন;

(ঘ) জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা চিহ্নিত করা এবং উক্ত এলাকাকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষণার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, স্বীকৃতি প্রদান এবং উক্ত জ্ঞান সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে যথাযথ সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত বা দায়িত্ব প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) সাধারণত নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিপণন করা হইয়া থাকে এইরূপ কোনো জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ট) কমিটিসমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারক এবং, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, উহাদিগকে দিক্-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঠ) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

১১। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কোনো বিষয় কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত থাকিলে, উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ''জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

(২) কারিগরি কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ -

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকার সহিত সম্পর্কিত, জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের, একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

(গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) কারিগরি কমিটি স্বয়ং উহার সভার কার্যপদ্ধতিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

১২। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির কার্যাবলী। -জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তদ্‌সম্পর্কিত কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(খ) জাতীয় কমিটির কার্যাবলী বাস্তবায়নে উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(গ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোনো আবেদনপত্র প্রেরিত হইলে উহা মূল্যায়নপূর্বক উক্ত কমিটি বরাবর সুপারিশ প্রেরণ; এবং

(ঘ) সরকার বা জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৩। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি;

(ঘ) মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা;

(চ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নগর উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ছ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;
(জ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা;
(ঝ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(ঞ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ট) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(ঠ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয়;
(ড) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ঢ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি; এবং
(ণ) পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিচালক বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

১৪। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, সিটি কর্পোরেশন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর সিটি কর্পোরেশন কমিটির কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদ্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৫। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।-সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ -

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;
(গ) সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্বিষয়ে জাতীয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ঙ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(চ) ওয়ার্ড জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দল বা সমিতি, যদি থাকে, উহাদের কার্যাবলী তদারক এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অনতিবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(জ) সরকার ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা।

১৬। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) পুলিশ সুপার;
(গ) জেলার বন বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা;
(ঘ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(ঙ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(চ) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা;
(ছ) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়;
(জ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ঝ) উপ-পরিচালক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ঞ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ বা সমাজসেবক;
(ট) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;
(ঠ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ড) জেলায় কর্মরত পরিবেশ অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) জেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) জেলার সংসদ-সদস্যগণ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

১৭। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, জেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর জেলা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৮। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত উপজেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টারের সমন্বয়ে, জেলার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;

(গ) জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(ঘ) জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জাতীয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঙ) জেলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(চ) উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ জেলাধীন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী তদারক এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) জেলার জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অনতিবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(জ) সরকার ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা

১৯। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন), যদি থাকে;

(জ) উপজেলার আওতাধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ;

(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ঢ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা;

(ণ) উপজেলাধীন পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর;

(ত) উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ;

(থ) উপজেলার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(দ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;

(ধ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;

(ন) উপজেলায় কর্মরত পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা অথবা, তাহার অবর্তমানে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

২০। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- ১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপজেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর উপজেলা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২১। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী। - উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ইউনিয়ন ও পৌরসভার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টারের সমন্বয়ে, উপজেলার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;
(গ) উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) উপজেলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(ঙ) উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অবহতিকরণ এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকরণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধকরণ;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ উপজেলাধীন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য দল বা সমিতি, যদি থাকে, উহাদের কার্যাবলী তদারক ও পর্যবেক্ষণ এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান;
(জ) উপজেলায় জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(ঝ) সরকার, জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটি কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করণ।

২২। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) পৌরসভার মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(গ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(ঘ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন) এর একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;
(ঙ) পৌরসভার আওতাধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি;
(চ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
(ছ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(জ) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ঝ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ঞ) পৌরসভার কাউন্সিলরগণ;
(ট) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা;
(ঠ) উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন স্থানীয় সমাজসেবক;
(ড) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ঢ) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য, পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

২৩। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, পৌরসভা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর পৌরসভা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পৌরসভা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) পৌরসভা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৪। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির কার্যাবলী।- পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) পৌর এলাকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) নিম্নরূপ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, যথা:-

(অ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার;

(আ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা, কালটিভার ও ল্যান্ড রেইস সংরক্ষণ; এবং

(ই) প্রাণী, দেশিয় মৎস্য প্রজাতি এবং অণুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক ও ব্রীড সংরক্ষণ; এবং

(ঈ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডকুমেন্টেশন;

(গ) পৌর এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহিতকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকরণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে উপজেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পৌর এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(জ) পৌরসভাধীন জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঝ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কারণে পৌর এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(ঞ) ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী তদারক এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(ট) পৌরসভাভুক্ত এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঠ) সরকার, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

২৫। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি দলনেতা;

(ঙ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন) এর একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ;

(ছ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ভেটেরিনারী ফিল্ড এসিসটেন্ট, যদি থাকে;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে আগ্রহী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা মহাবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক;

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা;

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;

(ট) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;

(ঠ) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

২৬। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইউনিয়ন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর ইউনিয়ন কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) ইউনিয়ন কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৭। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী।- ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) ইউনিয়নের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) নিম্নরূপ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, যথা:
(অ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার;
(আ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা, কালটিভার ও ল্যান্ড রেইস সংরক্ষণ;
(ই) প্রাণী, দেশিয় মৎস্য প্রজাতি এবং অণুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক ও ব্রীড সংরক্ষণ; এবং
(ঈ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডকুমেন্টেশন;
(গ) ইউনিয়নের জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উহার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহতিকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে উপজেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইউনিয়নে সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
(জ) ইউনিয়নের এলাকাধীন জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন;
(ঝ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কারণে ইউনিয়নে কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;
(ঞ) ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক্-নির্দেশনা প্রদান;
(ট) ইউনিয়নভুক্ত এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(ঠ) সরকার, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল, সমিতি ও উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি

২৮। তৃণমূল পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন, ইত্যাদি।-(১) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরিখে, প্রতিবেশের উন্নয়নে সক্ষম ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গ্রাম, অঞ্চল, পেশা বা সম্প্রদায়ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির কার্যক্রম সমবায় সমিতি হিসাবে পরিচালনা করা যাইবে এবং তজ্জন্য উহাকে, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির সদস্যদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে তাহাদের অনুকূলে তহবিল হইতে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান হিসাবে বরাদ্দ করা যাইবে এবং উক্ত অনুদানের অর্থ কিরূপে ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করা হইবে তদবিষয়ে জাতীয় কমিটি, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সমিতি উহার সদস্যদের অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি হইতে বৎসরান্তে অর্জিত মুনাফার অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ পুনরায় বিনিয়োগ করিতে অথবা নিজেদের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির গঠন পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জনগণকে অবহতিকরণ এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন কমিটি বা পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জনগণের সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(চ) সংশ্লিষ্ট এলাকা, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলে কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(জ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঝ) সরকার, জাতীয় কমিটি, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

২৯। উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি।- সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে উহাকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপ-কমিটি গঠন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কৌলি বা জীবসম্পদের ন্যায্য হিস্যা বন্টন

৩০। কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন।- (১) জাতীয় কমিটি, এই আইনের অধীন কোনো আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন নিশ্চিত করিবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারী কর্তৃক জীবসম্পদ, কৌলিসম্পদ বা উহাদের উপজাত দ্রব্যাদি অথবা তদ্‌সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন এবং উক্তরূপ সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান অধিকারে লইবার বা ব্যবহারের বিষয়ে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সম্পদের আইনসঙ্গত দাবিদারগণকে প্রাক-অবহিতকরণের মাধ্যমে তাহাদের সম্মত শর্তাধীনে;
(খ) দাবিদার সুনির্দিষ্ট থাকিলে তাহার অনুকূলে মেধাসম্পদের মালিকানা মঞ্জুর করা, অন্যথায় যৌথভাবে মেধাসম্পদের মালিকানা মঞ্জুর;
(গ) স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সুফলভোগীদের অনুকূলে জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিতকরণ;
(ঘ) উৎপাদন, গবেষণা বা প্রকল্পের বিষয় যেন সুফলের দাবিদারগণের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয় তাহা নিশ্চিতকরণ;
(ঙ) জীবসম্পদের উন্নয়ন, জীব-সমীক্ষা বা জীব-ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী বা তাহাদের সংগঠন এবং সুফলের দাবিদার ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণ; এবং
(চ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী, জ্ঞানধারণকারী এবং উদ্ভাবনকারীদেরকে, জাতীয় কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী, আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান।

(২) সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টনের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি আবেদনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো অর্থ আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি

৩১। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি।- (১) জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং, সময় সময়, হালনাগাদ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ;
(খ) ইন-সিটু (In-Situ) এবং এক্স-সিটু (Ex-Situ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও নিয়মাবলী; এবং

(গ) জীববৈচিত্র্য বিষয়ে গবেষণামূলক ও শিক্ষা-সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

(৩) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ কোনো এলাকায় উক্ত সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ, অপব্যবহার বা অবহেলার ফলে উক্ত সম্পদ অবক্ষয় বা অবলুপ্তির দিকে যাইতেছে মর্মে সরকারের নিকট যুক্তিসঙ্গত ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ থাকিলে, সরকার উক্তরূপ অবক্ষয় বা অবলুপ্তি রোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৪) জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার উহার পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৫) কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে কোনো এলাকার জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উক্ত ক্ষতি হ্রাস বা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত এলাকার জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করিয়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বা আগাম অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে হইবে।

(৬) সরকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক প্রচলিত জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান ও সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) ''ইন-সিটু (In-Situ) সংরক্ষণ'' অর্থ বাস্তুসংস্থান ও প্রাকৃতিক আবাসভূমির সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী প্রজাতির রক্ষণাবেক্ষণ, যাহাতে উক্ত প্রজাতি টিকিয়া থাকিবার সক্ষমতা অর্জন করিতে পারে এবং গৃহপালিত বা আবাদকৃত প্রজাতির ক্ষেত্রে যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী উহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, উহাকে সেই পরিবেশের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা বা ফিরাইয়া আনা; এবং

(খ) ''এক্স-সিটু (Ex-Situ) সংরক্ষণ'' অর্থ জীববৈচিত্র্য সম্পদ বা উহার অংশবিশেষকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আবাসস্থল হইতে অন্যত্র সংরক্ষণ করা।

৩২। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা, ইত্যাদি।- (১) সরকার কোনো স্থান বা এলাকার জীববৈচিত্রের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উক্ত স্থান বা এলাকাকে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষণার পূর্বে স্থানীয় জনগণ ও কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো ঘোষণার কারণে কোনো স্থান বা এলাকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাহাদিগকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান বা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে, সরকার বিশেষ প্রকল্প (project) বা পরিকল্প (scheme) গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থানের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি।- (১) বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের কোনো জীবসম্পদ বা উহাদের কোনো প্রজাতিকে বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত বিপন্ন প্রজাতির আহরণ বন্ধ ও উহাদের যথাযথ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহা -

(ক) বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;
(খ) সঙ্কটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্থানিক সম্প্রদায়ের (ecological community) প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা
(গ) রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি দ্বারা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যের তালিকা নির্ধারণ করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় -
(ক) ''প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য'' অর্থ রামসার কনভেনশনে উল্লিখিত ecological character; এবং
(খ) ''রামসার কনভেনশন'' অর্থ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রামসারে গৃহীত Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat ।

৩৪। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত সম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান।- (১) সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংরক্ষণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংগ্রহ এবং নমুনা প্রজাতির নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কোনো জীবসম্পদের নূতন কোনো প্রজাতি আবিষ্কৃত হইলে সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারক উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিকে উহা অবহিত করিবেন এবং আবিষ্কৃত প্রজাতির একটি নমুনা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবেন।

৩৫। সুনির্দিষ্ট জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান।- এই আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, স্বাভাবিকভাবে নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিপণন করা হইয়া থাকে এইরূপ কোনো জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
তহবিল গঠন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন

৩৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল গঠন, ইত্যাদি।- (১) সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইহার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ''জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল'' নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।

(২) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ।

(৩) তহবিলের অর্থ জাতীয় কমিটির নামে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ -

(ক) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ;
(খ) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা পুনর্বাসন;
(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ।

(৫) জাতীয় কমিটি, জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কমিটিসমূহের চাহিদার আলোকে, সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় কমিটি, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন কমিটি বা পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত, দল বা সমিতিকে তহবিল হইতে ক্ষুদ্র মুলধন অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৩৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) জাতীয় কমিটি যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর ''মহা হিসাব-নিরীক্ষক'' নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত ''চার্টার্ড একাউন্টেন্ট'' দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কমিটির সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিটির যে কোনো সদস্য বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩৮। বার্ষিক প্রতিবেদন।- জাতীয় কমিটি, প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে উক্ত কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উহার একটি কপি সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
অপরাধ, তদন্ত, বিচার ও দণ্ড

৩৯। পূর্বানুমোদন ব্যতীত জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরের দণ্ড।- যদি ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন কোনো জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ বা তদ্বিষয়ক দেশিয় জ্ঞান সংগ্রহ করেন বা অধিকারে নেন অথবা উহাদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা বা জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন, উহাদের আহরণ কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হন অথবা বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ হইতে গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; তবে, জীববৈচিত্র্যের উপর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে অর্থদণ্ডের পরিমাণ সে মোতাবেক বর্ধিত হইবে।

৪০। অনুমোদন ব্যতীত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদনের দণ্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশের জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব (Intelectual Property) অধিকারের জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার উক্তরূপ কর্ম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪১। বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণের দণ্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যাহা-

(ক) বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;
(খ) সঙ্কটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্থানিক সম্প্রদায়ের (ecological community) প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা
(গ) রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে,

তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার উক্তরূপ কর্ম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪২। সরকার বা কোনো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করিবার দণ্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি সরকার বা কোনো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করেন যাহার জন্য এই আইনে পৃথকভাবে শাস্তির বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে উক্তরূপ নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার বা পরবর্তীতে একই অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

৪৩। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা।- ধারা ৪২ এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ অআমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে এবং উক্ত ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, অজামিনযোগ্য ও অআপোষযোগ্য হইবে।

৪৪। মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দণ্ড।- এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় আদালত শুনানী ও বিচারান্তে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করে এবং আদালত তাহার রায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক, তাহা হইলে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৫। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি।- কোনো আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না, যদি না-

(ক) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা মামলা দায়ের করেন; বা
(খ) কোনো প্রত্যক্ষ সুফল প্রত্যাশি ব্যক্তি (benefit claimer) মামলা দায়ের করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে মামলা করিবার অভিপ্রায়ে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৪৬। ফৌজদারি কার্যবিধি (Act No. V of 1898) এর প্রয়োগ।- এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোনো অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। সংস্থা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- কোনো সংস্থা কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে বা কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘনের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত সংস্থার এমন প্রত্যেক পরিচালক, নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা প্রতিনিধি, যে নামেই অভিহিত হউক, উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় ''পরিচালক'' অর্থে অংশীদারসহ পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৪৮। পুনর্বিবেচনা।- (১) এই আইনের অধীন জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত আবেদন উহা দাখিলের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিস্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫০। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

৫১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।
(২) ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮

(National Environment Policy 2018)

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮
(National Environment Policy 2018)

১.০ প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) মাধ্যমে রাস্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত আধুনিক উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই অভিযাত্রায় একধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই পৃথিবীর সকল উপাদান (জীব ও জড়) বিশ্ব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের কোনো উপাদান/অংশের পরিবর্তন বা অবক্ষয়ের প্রভাব অন্যান্য উপাদানের উপর পড়ে। কাজেই উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সার্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল নেতিবাচক প্রভাবে এই দেশের ভূমি, কৃষি, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীববৈচিত্র্য, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতসমূহে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হইতেছে। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলাদেশে, পরিবেশ, প্রতিবেশ তথা সকল প্রাণীকূলকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত হইতে রক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হইতেছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী বিভিন্ন নিয়ামকে বাংলাদেশের অবদান অতি নগণ্য হলেও ইহার প্রভাবে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বহুমাত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের একটি হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হইতেছে। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দ্বারা 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করিয়াছে। মোট দেশজ উৎপাদনের এক শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যয় করা হয়। ইতিমধ্যে এই খাতে নিজস্ব তহবিল হইতে চারশত পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হইয়াছে এবং কৃষিখাতকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি-সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ৮২ বৎসর মেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ গ্রহণ করিয়াছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সকল উদ্যোগ ও নেতৃত্বের কারণে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ'-এ ভূষিত করা হয়।

সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। মানুষ সুস্থ জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রকৃতি ও পরিবেশ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অস্তিত ও মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই পৃথিবীর সকল উপাদান (জীব ও জড়) বিশ্ব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের কোনো উপাদান/অংশের পরিবর্তন বা অবক্ষয়ের প্রভাব অন্যান্য উপাদানের উপর পড়ে। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানবসভ্যতার জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যা যেমন জনসংখ্যার আধিক্য, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব, ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে। পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে এই গুলিকে সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। প্রতিবেশ (ecosystem) হইতে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থানসহ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবেশের উপর চাপও ক্রমাগত বাড়িতেছে।

বাংলাদেশে উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রাকৃতিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও"সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫"-এর অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য রহিয়াছে। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উক্ত লক্ষ্যমাত্রায় গৃহীত অনেক সূচকেই বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশ দক্ষতার সাথে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করিতেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হইয়াছে। স্বল্প কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসাবে পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের ভূমিকা রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে অভিযোজন, প্রশমনের মাধ্যমে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব নিরসন, পূর্ব সতর্কতামূলক কার্যক্রমের প্রসার ঘটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন; এ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ জাতীয় নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এবং জলজ ও স্থলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০)"তে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।

বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় এবং এর নানাবিধ বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকা। এই সকল ক্ষতি মোকাবেলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রোটোকল ও ট্রিটি (সংলগ্নী ১) স্বাক্ষরের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, কর্মকৌশল (সংলগ্নী ২) প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং বাস্তবায়ন করা হইতেছে।

এই লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৫-সহ অন্যান্য জাতীয় নীতিতে এবং জাতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (রূপকল্প ২০২১), জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১৩, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) ইত্যাদিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি প্রণীত হইবার পর পরিবেশের বিষয়ে আইন ও একাধিক বিধিমালা (সংলগ্নী ৩) জারি করা হইয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

এই লক্ষ্যে সন্নিবেশিত অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ বলা হইয়াছে যে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মনে করে যে-

ক. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই ব্যবস্থাপনার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিবেশ নীতি হালনাগাদকরণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

খ. জাতীয় সকল সম্পদের পরিকল্পিত এবং টেকসই ব্যবহারে সর্বস্তরের বিশেষ করে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের উপর জীবিকা নির্ভরশীল এমন জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।

গ. দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে তাহা দূরীকরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ঘ. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিধায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ঙ. পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সালে প্রণীত হওয়ার পর পরিবেশ ও প্রতিবেশ অবক্ষয়ের ধরন এবং মাত্রা পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিবেশ ও প্রতিবেশের টেকসই সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আবশ্যক এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন করা প্রয়োজন।

পরিবেশ বিপর্যয়, নানাবিধ দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার নিরিখে ঈপ্সিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে গৃহীত পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলন করিবার মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হইল। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতির মূল বিবেচ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ:

১.১ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ কমাইয়া আনিয়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

১.২ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করিবার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্যকরণ;

১.৩ প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিককরণ;

১.৪ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব ও ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় আনয়ন;

১.৫ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক অবদান মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রতিবেশ সেবার (ecosystem services) মূল্যায়ন;

১.৬ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার এবং প্রতিবেশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহাদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিগম্যতা (accessibility) অধিকার ও ন্যায্যতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ ও সাম্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান;

১.৭ সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে পানি, ভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ও অপচয় রোধ করিবার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণকরণ;

১.৮ নূতন ও নবায়নযোগ্যসহ সকল সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে উৎসাহিতকরণ;

১.৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ;

১.১০ Polluter's Pay Principle প্রয়োগ করিয়া পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়করণ;

১.১১ সকল জাতীয় নীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

১.১২ পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (curative measures) চাইতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive measures)-কে অগ্রাধিকার প্রদান;

১.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অভিযোজন (adaptation) এবং প্রশমন (mitigation) কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ;

১.১৪ প্রতিবেশ হইতে প্রাপ্ত পণ্য ও সেবার (ecosystem goods and services) টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১.১৫ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও পুর্নচক্রায়ন নীতি (3R principle: reduce, reuse and recycle) বাস্তবায়ন;

১.১৬ পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের (সরকারি, স্থানীয়, বেসরকারি ও কারিগরি) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

১.১৭ দেশের সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

১.১৮ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক (SLCP: Short-Lived Climate Pollutants)-হ্রাসকরণ;

১.১৯ পরিবেশ সুরক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করিবার লক্ষ্যে "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" (sustainable production and consumption) ধারণার নিরীখে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

১.২০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দকরণ;

১.২১ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ;

১.২২ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

জাতীয় পরিবেশ নীতির রূপকল্প (Vision)

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করিয়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.০ উদ্দেশ্য (Objectives)

জাতীয় পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিধান ও সার্বিক উন্নয়ন;

২.২ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে অভিযোজন কার্যক্রমের প্রসার;

২.৩ দেশে স্বল্প কার্বন নিঃসরণ প্রযুক্তির আহরণ এবং প্রচলনকে উৎসাহিতকরণ;

২.৪ পরিবেশের সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ;

২.৫ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

২.৬ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;

২.৭ বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচন ও সম্প্রসারণ;

২.৮ পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ শিক্ষা, সক্ষমতা, গণসচেতনতা ও জনমত গড়িয়া তোলা;

২.৯ পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ (Public Private Partnership) গ্রহণ;

২.১০ টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ নীতি ও কৌশলকে অন্যান্য নীতি কৌশলসমূহের মধ্যে মূলধারায় আনা ও সুসমন্বিত করণ;

২.১১ জলবায়ু পরিবর্তনসহ সকল প্রকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলা;

২.১২ প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে Environmental Impact Assessment Ges Strategic Environmental Assessment সম্পাদন নিশ্চিতকরণ;

২.১৩ বিদেশি ও আগ্রাসী (allien and invasive) জাতের প্রাণী ও উদ্ভিদের কৃত্রিম অনুপ্রবেশ নিরুৎসাহিত করা, প্রয়োজনে যথেষ্ট গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

২.১৪ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২.১৫ পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.১৬ পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথ পালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ।

৩.০ খাত/ক্ষেত্রভিত্তিক পরিবেশনীতি (Environment Policy for Sectors/Areas)

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশেরউপাদানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন খাতে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ ব্যবস্থানায় সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে খাত/ক্ষেত্রভিত্তিক পরিবেশ নীতি নিম্নে বর্ণিত হইল:

৩.১ ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Land Resources Management)

অপরিকল্পিত ব্যবহার ভূমি অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। ভূমি পরিবেশের অন্যতম উপাদান বিধায় ইহার টেকসই ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে। কৃষিজ উৎপাদন, শিল্পায়ন ও নগর পরিকল্পনা ক্ষেত্রে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা (Sustainable Land Management) নিশ্চিত করিতে হইবে। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নূতন জাগিয়া উঠা ভূমির পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।

৩.১.৩ দেশের বিভিন্ন প্রতিবেশের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১.৪ জমির লবণাক্ততার প্রভাব রোধ করিবার জন্য ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৫ প্রতিবেশ ও প্রতিবেশ-অঞ্চল ভিত্তিক ল্যান্ড জোনিং করিতে হইবে এবং প্রতিবেশ-অঞ্চল ভিত্তিক Strategic Environmental Assessment সম্পাদন করিতে হইবে।

৩.১.৬ ভূমির অবক্ষয় ও মরুময়তা রোধ করিবার জন্য বনায়ন ও জলাধার ব্যবস্থাপনা কৌশলসহ বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৭ নদীর তীরক্ষয় ও ভূমিধ্বস রোধ করিবার জন্য নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের তীর বনায়নের আওতায় আনিতে হইবে। উদ্ভিদের স্থানীয় প্রজাতি দ্বারা সবুজায়ন জোরদার করিতে হইবে।

৩.১.৮ পাহাড়/টিলা কাটা রোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাহাড় প্রতিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাহাড়ি এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১.৯ সরকারি জমি/সম্পদ যেমন নদী-নালা, খালবিল, হাওর-বাওড়, জলাশয়, জলাভূমি, পুকুর, ইত্যাদি খাস জমি/সম্পদ চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশের পণ্য ও সেবা (ecosystem goods and services) প্রাপ্তি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১.১০ ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সাথে পানি নিষ্কাশনকে সমন্বিত করিতে হইবে এবং আন্তঃপ্রতিবেশে পানি যে মূল্যবান ভূমিকা ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে তাহা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১.১১ পরিবেশসম্মতভাবে জলমহাল ও বালুমহাল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

৩.১.১২ সংরক্ষিত এলাকার (Protected Area) বাইরের অরণ্য-প্রতিবেশ (wilderness), ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত স্থান, খেলাধুলা ও বিনোদনের স্থান সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১.১৩ সংরক্ষিত বনভূমি বন ব্যবস্থাপনা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

৩.১.১৪ পাহাড়ী ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

৩.২ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)

মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ উৎপাদনের সকল পর্যায়ে পানির ব্যবহার রহিয়াছে। কাজেই পানি-নিরাপত্তা (Water Security) বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। পানির সহজলভ্যতার পাশাপাশি গুণগতমান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (Integrated Water Resources Management) নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত এবং বর্ষায় প্রাপ্ত পানি সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.২ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ ইতিমধ্যে পরিবেশে কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে কিনা উহার কারিগরি বিষয়াদি যাচাইপূর্বক উক্ত ব্যবস্থাদির পুনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমত তাহা পরিবেশবান্ধব করিতে হইবে।

৩.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধনির্মাণ, নদ-নদী, খাল-বিল বা জলাশয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

৩.২.৪ পানি সম্পদের ব্যবহার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, পরিবেশগত প্রবাহ (environmental flow) বজায় রাখা এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিরূপ প্রভাব নিরসন করিতে হইবে।

৩.২.৫ দেশের হাওর-বাওড়, খাল-বিল, নদ-নদী, প্লাবনভূমি প্রভৃতি জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.২.৬ প্রাকৃতিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ/পুনসঞ্চায়ন (ground water recharge) বৃদ্ধি করিতে হইবে। সকল প্রকার নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া শহর এলাকায় যেইখানে ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা দ্রুত নিচে নামিয়া যাইতেছে বা নামার আশঙ্কা রহিয়াছে সেই সকল এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের/পুনসঞ্চায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইহা কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.২.৭ ভূগর্ভস্থ পানির বার্ষিক পুনসঞ্চায়ন (annual recharge) ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ধারণ ক্ষমতার (aquifer capacity) উপর ভিত্তি করিয়া বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক স্থাপনায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রতি ইউনিট পানি ব্যবহারের বিপরীতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির নিরীক্ষা ও মূল্য নির্ধারণ (water audit and pricing) ও ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.২.৮ পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করিবার আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.২.৯ উজানের অববাহিকা (catchment) হইতে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাহা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.১০ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, নদ-নদীসমূহের hydro-morphology, নাব্যতা ইত্যাদি অনেকাংশে দেশের বাহির হইতে প্রবাহিত অর্ধশতাধিক আন্তর্জাতিক নদ-নদীর প্রবাহের উপর নির্ভরশীল বিধায় এই সকল নদ-নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখিবার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

৩.২.১১ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। জলাভূমি সংরক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের (stakeholder) বিশেষ করিয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহারএবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.১২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতা সংক্রান্ত ম্যাপ তৈরি এবং সর্বক্ষেত্রে দক্ষ পানি-ব্যবহার পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। পানির সহজলভ্যতা বাড়াইতে নদ-নদী, জলাশয় ও খাল খনন/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে খাল খনন ও সংস্কারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি নিষ্কাশিত হইয়া যাহাতে বিল/জলাশয় শুকাইয়া না যায় সেই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩.২.১৩ প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলন এবং এই বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২.১৪ কৃষি উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াইতে হইবে।

৩.২.১৫ সেচের পানি সাশ্রয়ের জন্য ভূগর্ভস্থ সেচ নালা তৈরি ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২.১৬ নদীভাঙ্গন ও অকাল বন্যা রোধকল্পে অববাহিকা এলাকায় ব্যাপক বনায়ন করিতে হইবে।

৩.২.১৭ দেশের সকল জলাভূমির তথ্যভান্ডার তৈরি এবং জলাভূমিগুলির অবক্ষয়রোধ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.১৮ সকল জলাভূমির অর্থনৈতিক মূল্যমান নিরূপণ (economic valuation) এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.১৯ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলাভূমির পরিবেশগত সেবার আর্থিকমান (economic value of environmental scervices) যাহাতে কমিয়া না যায় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.২০ অবক্ষয়ের দরুণ কোনো প্রতিবেশ নাজুক/ভঙ্গুর অবস্থায় পৌছাইলে উহা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) ও সংরক্ষিত এলাকা (Protected Prea) ঘোষণা করিতে হইবে এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ইসিএ এলাকা লীজ দেওয়া যাইবে না।

৩.২.২১ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামীণ পুকুর এবং ডোবাসহ (ponds and tanks) সকল জলাভূমির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.২২ সকল নদী ও জলাভূমির পানি সরবরাহ অঞ্চলের/অববাহিকার মানচিত্র (catchment area map) প্রণয়ন করিতে হইবে। সীমানা চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করিয়া সকল নদ-নদী ও জলাভূমি এবং বন্যাপ্রবাহ এলাকা (flood flow zone) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৩ হাওর ও বাওড় প্রতিবেশ সংরক্ষণ করিতে এবং নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় ও পানি সম্পদকে দখল ও দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.২.২৪ জলাভূমির জলজীবন (reed I swamp forest) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২.২৫ বন্যার প্রকোপ হ্রাস ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে হাওর-বাওড় ও নদী-নালাসহ দেশের গতিশীল বিশাল নদী-বিধৌত প্লাবনভূমি প্রতিবেশ (dynamic river-floodplain ecosystem) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৬ মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত মাছ-শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (re-establishment of connectivity between rivers and their floodplains) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.২৭ সকল সড়ক ও রেলপথের পরিকল্পনাতে অবাধ পানি চলাচল করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩.২.২৮ পানি সম্পদ প্রকল্প যথাসম্ভব সমন্বিত প্রকল্প হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এইসব প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হইতে পরিবীক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই একটি সমন্বিত বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সম্পন্ন করিতে হইবে। পাশাপাশি পানি সম্পদ ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব বিস্তৃত করিতে হবে।

৩.২.২৯ নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ও পানির গুণগতমান সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.৩০ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সমুন্নত রাখিবার লক্ষ্যে সেচ, কৃষি ও শিল্পখাতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২.৩১ শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে পানি পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২.৩২ আর্সেনিক, লৌহ ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির নিরাপদ আধার চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৩৩ শিল্প হইতে উদ্ভূত দূষিত পানি ও বর্জ্য নির্গমনের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় রাখিয়া সরকার কর্তৃক নুতন শিল্পাঞ্চল (new industrial zoning) চিহ্নিত করিবার বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.২.৩৪ দূষণকারী শিল্প কারখানার মালিক সংশ্লিষ্ট দূষিত জলাশয় পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২.৩৫ পানির দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন উৎস হইতে নির্গত পানির গুণগতমান পরীক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৩৬ নদী-নালা, জলাশয় ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমতো পরিবেশ সংরক্ষণ উপযোগী করিতে হইবে।

৩.২.৩৭ শুকাইয়া যাওয়া বা একেবারে শুষ্ক কোনো নদী-নালা-খালে চাষাবাদ বা অবকাঠামো নির্মাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান না করিয়া এইসব জলাধার পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

৩.২.৩৮ জলাধার সংরক্ষণ ও জলজ প্রতিবেশগত সেবাসমূহ টেকসই, নির্বিঘ্ন ও অব্যাহত রাখার জন্য Payment for Ecosystem Services চালু করিতে হইবে।

৩.২.৩৯ নদী খনন ও ড্রেজিংয়ের মাটি সুপরিকল্পিত উপায়ে ইট প্রস্তুত, গৃহায়ন ও আবাসন, শিল্পপার্ক স্থাপন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে যাহাতে নদীর নাব্যতা ও ভূমি উন্নয়নের চাহিদা একই সাথে পূরণ হয়।

৩.২.৪০ নগর প্রতিবেশ সংরক্ষণে জলাভূমি সংরক্ষণ করা, নীচু ভূমি ভরাট না করা এবং ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা কংক্রিটমুক্ত (unpaved) রাখিতে হইবে।

৩.২.৪১ আন্তদেশীয় পানি দূষণ পরিবীক্ষণ করিতে হইবে।

৩.২.৪২ জরিপের মাধ্যমে সুপেয় পানির জন্য ভূগর্ভস্থ জলাধার নিরূপণ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সেই সকল স্থানে কোনো চাষাবাদ, আবাসন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে না।

৩.৩ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution Control)

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন ও অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহন হইতে নির্গত দূষিত ধোঁয়া ও কণার কারণে প্রধান প্রধান শহর ও উপ-শহরগুলিতে বায়ুদূষণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। বায়ুদূষণের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি বিশেষত জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হিসেবেই সর্বজনবিদিত। জনস্বাস্থ্যের এই ক্ষতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় দেশের জনগণ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকে বহন করিতে হয়। সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্তিসাধ্য প্রযুক্তি (best available technologies) ব্যবহার করিয়া অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ (degraded airshed) ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৩.১ বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া পরিবেশসম্মত মানমাত্রা নির্ধারণ ও হালনাগাদ করিতে হইবে এবং বায়ুর মান পরিবেশসম্মত মানমাত্রার মধ্যে রাখিতে হইবে এবং মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ জোরদার করিতে হইবে।

৩.৩.২ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহনের গ্যাসীয় নির্গমনপরিবেশসম্মত সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্গমন কর (emission tax) নির্ধারণ এবং আদায় করিতে হইবে।

৩.৩.৩ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের মাত্রা বিবেচনা করে অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ পরিহার করিতে হইবে।

৩.৩.৪ প্রচলিত সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটাসমূহ পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করিতে হইবে। মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত পদ্ধতির পরিবর্তে বিকল্প পরিবেশবান্ধব টেকসই ইট প্রস্তুত পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৩.৫ পুরাতন বা রিকন্ডিশন যানবাহন ও ইঞ্জিন আমদানি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে ।

৩.৩.৬ মোটরযানের ফিটনেস সনদ গ্রহণ বা নবায়নের পূর্বে নির্গমন পরীক্ষণ সনদ (emission testing certificate) গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.৩.৭ মোটরযান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত জ্বালানির গুণগত মান (fuelquality standard) নির্ধারণ ও পরিপালন করিতে হইবে। অধিক সালফারযুক্ত কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানি আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে হইবে।

৩.৩.৮ দেশের অভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক সীমানায় চলাচলকৃত সকল নৌযান, উড়োজাহাজও রেলগাড়িহইতে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশসম্মত মানমাত্রার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে হবে।

৩.৩.৯ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং পরিবেশসম্মত টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলনের রোড ম্যাপ প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৩.১০ সকল শিল্পকারখানা, ইটভাটা, অফিস আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাসায়নিক গবেষণাগার (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত), হাসপাতালসহ বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনস্থল বা কর্মক্ষেত্র এবং অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পরিবেশসম্মত বায়ুমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৩.১১ গৃহ অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বসতিসমূহে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৩.১২ উন্মুক্ত প্রজ্জ্বলন এবং দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পিচের রাস্তা নির্মাণের সময় পিচের উন্মুক্ত প্রজ্জ্বলন ও কৃষিজ অবশিষ্টাংশের উন্মুক্ত প্রজ্জ্বলন পরিহার করিতে হইবে। ধূলিদূষণ পরিহার করিয়া নির্মাণ কাজ করিতে হইবে। উন্মুক্ত স্থানসমূহ ঘাস বা ঝোপ-ঝাড় লাগাইয়া আচ্ছাদিত করিয়া ধূলিদূষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.৩.১৩ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ও গ্রিনহাউজ গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/পরিহার করিতে হইবে।

৩.৩.১৪ দেশের অভ্যন্তরে কার্যকর বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া সেই আলোকে বায়ুমান সূচক নির্ধারণ, পরিপালন ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৩.১৫ অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ চিহ্নিতকরণ, অবক্ষয়ের মাত্রানুযায়ী শ্রেণিকরণ ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বায়ুমান সূচক অনুসারে জোনিং করে অবক্ষয়িত এয়ারসেডসমূহ প্রাকৃতিক উপায়ে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

৩.৩.১৬ আন্তঃদেশীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত আন্তঃদেশীয় বায়ুমান মনিটরিং নেটওয়ার্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং দূষকসমূহ চিহ্নিতপূর্বক তাহা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক নেগোশিয়েশন করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় বায়ুদূষণ রোধে মালে ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.৩.১৭ গৃহাভ্যন্তরে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত প্রযুক্তির চুলা উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে হইবে এবং ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪ নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি (Safe Food and Water)

খাদ্য ও পানি মানুষের মৌলিক চাহিদা। নিরাপদ খাদ্য ও পানি মানুষসহ সকল জীবের স্বাস্থ্যরক্ষায় একান্ত প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য ও পানির উৎপাদন/সংগ্রহ হইতে ব্যবহার পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সঠিক গুণগতমান নিশ্চিত করিতে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৪.১ খাদ্য, সুপেয় পানি এবং পানীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪.২ উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশ সম্মতভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং খাদ্য বর্জ্যকে শক্তি উৎপাদন বা ব্যবহার উপযোগী পদার্থে রূপান্তর করিতে হইবে।

৩.৪.৩ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আমদানি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৪.৪ খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয় দ্রব্যের যথাযথ গুণগতমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৪.৫ হোটেল ও রেস্তোরাঁয় পরিবেশসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুত, সরবরাহ ও পরিবেশনসহ খাদ্য, সুপেয় পানি ও পানীয়ের গুণগতমান বজায় রাখিতে হইবে।

৩.৪.৬ লবণাক্ততা প্রবণ এলাকায় উপযুক্ত desalination technology এর প্রসার ঘটাইতে হইবে।

৩.৪.৭ পানির উৎসসমূহ সংরক্ষণে উৎসের নিকটবর্তী এলাকায় শিল্প স্থাপন ও কোনো প্রকার বর্জ্য নিষ্কাশন বা বর্জ্যের নিমজ্জন স্থান (ডাম্পিং গ্রাউন্ড) প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিরাপদ পদ্ধতি যেমন, Sanitary Landfill ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৪.৮ সকল প্রকার খাদ্য, পানি ও পানীয় দূষণ (যথা ভেজাল, বাসি, পঁচা, জীবাণুযুক্ত, মেয়াদোত্তীর্ণ, বিকিরণজনিত দূষণ, কৃত্রিম রঙ ও রাসায়নিক মিশ্রণ) এবং ক্ষতিকর জেনেটিক প্রযুক্তি প্রয়োগকৃত সকল প্রকার খাদ্য আমদানি, উৎপাদন, বিতরণ, ক্রয় ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৪.৯ সুপেয় পানির উৎস, মান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৪.১০ ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই, পরিবেশ বাঁচাই এই ধারণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রস্তুত ও গ্রহণ করিয়া সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সবাইকে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং ফাস্টফুড, জাঙ্কফুড, কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।

৩.৪.১১ খাদ্যদ্রব্য, শাক-শবজি ও ফলমূলে ফরমালিনসহ অপরাপর ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৫ কৃষি (Agriculture)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান জনবহুল দেশ। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। পরিবেশসম্মত কৃষি ব্যবস্থাপনা টেকসই কৃষি উন্নয়ন তথা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অপরিহার্য। ভূমির অবক্ষয়, কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা ও পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস এবং জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৫.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মতভাবে করিতে হইবে।

৩.৫.২ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকল কৃষিসম্পদের ভিত্তি (resource base) সংরক্ষণ এবং এইগুলির পরিবেশসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

৩.৫.৩ জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে (organic farming) প্রাধান্য দিতে হইবে। কৃষিজ দূষণ (agricultural pollution) ও মাটি দূষণ (soil pollution) হ্রাসের জন্য কৃষিক্ষেত্রে সকল প্রকার রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব সার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.৪ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে।

৩.৫.৫ উন্মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলাশয় পার্শ্ববর্তী/অভ্যন্তরস্থ শস্যক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে পরিবেশবান্ধব আইপিএম প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.৫.৬ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.৫.৭ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিস্তারে অগ্রণী পাইলট/প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রচলিত (traditional) টেকসই ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.৮ পতিত ভূমি ও অবক্ষয়িত বন্যভূমি (wasteland and degraded forestland) উদ্ধার ও এইগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৫.৯ কৃষি-বনায়ন (agro-forestry), জৈব কৃষির প্রবর্তন ও পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদন জোরদার করিতে হইবে।

৩.৫.১০ উর্বর কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে। কৃষি জমির উপর দিয়া অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও বাঁধনির্মাণ করা যাইবে না। আবাদী জমিতে যত্রতত্র অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি নির্মাণ নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১১ মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জৈব আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করিয়া সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইবে।

৩.৫.১২ উপকূলীয় এলাকায় চিংড়িচাষের ক্ষেত্রে জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশ, ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও উপযোগিতার সাথে সঙ্গতি রাখিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ অনুযায়ী লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিয়া পরিকল্পিত চিংড়িচাষ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৫.১৩ কৃষি জমিতে ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না। নির্মাণ কাজে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পোড়ানো ইটের বিকল্প ব্লক ইট এবং মাটি ও জ্বালানি ব্যবহার হয় না এমন ধরনের ফাঁপা ইটের ব্যাপক প্রচলন করিতে হইবে। ইট প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসাবে ফ্লাইএ্যাশ, নদীবাহিত পলল (sediment), ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে ইহা জনপ্রিয় করিতে হইবে।

৩.৫.১৪ ইটভাটায় ইট তৈরির কাঁচামাল হিসাবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি এবং পাহাড় বা টিলার মাটি ব্যবহার করা যাইবে না। তবে সরকারি বিধি অনুসরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মজা পুকুর/খাল/খাড়ি/দিঘি/নদ-নদী/হাওর-বাওড়/চরাঞ্চল বা তৎসমতুল্য জায়গা হইতে ইট তৈরির মাটি সংগ্রহ করা যাইবে। নদীবাহিত পলি ব্যবহার করিয়া ইট প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

৩.৫.১৫ পরিবেশগত পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন করিবার জন্য গবেষণা করিতে হইবে।

৩.৫.১৬ সকল প্রকারের দেশীয় ফসলের জাত সংরক্ষণ ও প্রসার করিতে হইবে।

৩.৫.১৭ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে।

৩.৫.১৮ মাটি ও মানবদেহের ক্ষতিসাধন করিতে পারে এমন ফসল (যেমন: তামাক) উৎপাদন নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.১৯ মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্য লিগিউম পরিবারের উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া সবুজ সার তৈরি করিতে হইবে ও শস্য আবর্তনে লিগিউম পরিবারের শস্য উৎপাদন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ধানক্ষেতে মাছের চাষ উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২০ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার ও প্রসারকে উৎসাহিত ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৫.২১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নীতিমালার আলোকে পরিবেশসম্মতভাবে নির্মিত খাদ্যগুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্যে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.৫.২২ পাহাড়ী এলাকায় জুমচাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তিন স্তরের পরিবেশবান্ধব কৃষি বনায়ন পদ্ধতি উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২৩ ধানচাষের ক্ষেত্রে পানির যথার্থ ব্যবহার ও মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সিক্ত ও শুষ্ককরণ (alternate wetting and drying) পদ্ধতির প্রসার ঘটাইতে হইবে, Drought Assessment (DRAS) মডেল প্রয়োগ এবং শুষ্ক এলাকার জন্য খরা সহনশীল জাতের ফসল চাষকে উৎসাহিত করিতে হইবে। সবজি উৎপাদনে কম খরচে ড্রিপ সেচ (drip irrigation) পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার করিতে হইবে।

৩.৫.২৪ উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ করিয়া ধানক্ষেত হইতে মিথেন নির্গমন হ্রাস এবং কৃষিবর্জ্যের উন্মুক্ত পোড়ানো বন্ধ করিয়া কৃষি বর্জ্যের বিকল্প ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২৫ কৃষি-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রসার করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ধরিয়া রাখা যায় সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। শস্যবহুমুখীকরণে কৃষককে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৫.২৬ Persistants Organic Pollutants জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকিতে হইবে।

৩.৬ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা (Public Health and Health Services)

নির্মল পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে সৃষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে গৃহীত পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পরিবেশসম্মত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধানের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৬.১ সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশ দূষণ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলে জনস্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট ক্ষতিকারক কর্মকান্ড পরিহার করিতে হইবে।

৩.৬.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৬.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৬.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৬.৫ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে মিডিয়াকে ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৬.৬ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিসহ সকল কর্মস্থল স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ রাখিতে হইবে।

৩.৬.৭ মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৬.৮ খাদ্যদূষণ পরিহার করিতে হইবে। খাদ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৬.৯ প্রতিটি মেডিক্যাল বর্জ্যের কোডিং করিয়া পরিমাণের হিসাব রাখিতে হইবে। প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল বর্জ্য কোডিং করিয়া আলাদা ঢাকনাওয়ালা পাত্রের মাধ্যমে নিরাপদ স্থানে ও দূরত্বে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও ধবংসকরণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত মেডিক্যাল বর্জ্যের পরিমাণ (কোড অনুযায়ী) আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখিবে।

৩.৬.১০ স্বাস্থ্য সেবায় ন্যূনতম বর্জ্য উৎপাদনকারী প্রযুক্তি বা উপায় গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৬.১১ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বর্জ্যসহ সকল বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

৩.৬.১২ স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করিতে হইবে ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.৬.১৩ কৃষকদের কীটনাশক ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে কীটনাশক ব্যবহারের পর কখন শস্য সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা তাহারা জানিতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর শস্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

৩.৬.১৪ থ্রি-আর (৩জ- জবফঁপব, জবপুপষব ধহফ জবঁংব) কার্যক্রমে উৎসাহিত করিবার জন্য যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৭ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন (Accommodation, Housing and Urbanization)

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান বিশেষ করিয়া মাটি, পানি ও বায়ুর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন, গৃহায়নের উল্লম্বিক সম্প্রসারণ (vertical housing), সম্পদের দক্ষ ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৭.১ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে Green Building/Eco-building/Energy Efficient Building Concept এবং 3R Principle: Reduce, Reuse and Recycle বাস্তবায়ন এবং বৃহৎ গৃহায়ন প্রকল্পে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৭.২ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল গবেষণা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৩ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকাসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশসম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.৭.৪ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ণ ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ; নগর উন্নয়নে পরিবেশ বিঘ্নকারক গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ; সারাদেশের সকল নগরের জন্য পরিবেশবান্ধব বিশদ নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেই সবের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সরকারি/বেসরকারি যে কোনো আবাসন বা গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যসম্মত Secondary Transfer Station (STS) ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৫ নগর পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয় সংরক্ষণ ও নূতন জলাশয় সৃজন করিতে হইবে।

৩.৭.৬ যথাসম্ভব ভূমি সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ, আবাসন ও নগরায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৭ বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাবও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া বিস্তারিত আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনা (detailed area plan) কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

৩.৭.৮ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডের যথাযথ প্রয়োগ ও অনুসরণনিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.৯ জলাভূমি আগ্রাসন কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।

৩.৭.১০ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ, গৃহায়ন ও নগরায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.১১ যত্রতত্র অপরিকল্পিত আবাসন গড়িয়া তোলা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও জলাভূমি ভরাট করিয়া আবাসন গড়া বন্ধ করিতে হইবে।

৩.৭.১২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৭.১৩ পর্যাপ্ত নগর বনায়ন (urban plantation) নিশ্চিত করিতে হইবে এবং সবুজ নগর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.৭.১৪ নগরায়নের ক্ষেত্রে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ (পুকুর, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, লেক, পাহাড়, বন্যা প্রবাহ এলাকা, উপকূলীয় জলাভূমি, প্লাবনভূমি, বন ও জীববৈচিত্র্য) সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.৭.১৫ সারাদেশে খেলার মাঠ, পার্ক, বাগান, নার্সারি, উন্মুক্তস্থান ও ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও এতদ্‌সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.৭.১৬ প্রতিটি বহুতল ভবনে Ground Water Recharge এবং Rain Water Harvest এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৭.১৭ ফুটপাত সবুজায়ন করিতে হইবে।

৩.৮ শিক্ষা ও গণসচেতনতা (Education and Mass Awareness)

পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষা ও গণসচেতনতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকসমূহ, দূষণের কারণ এবং দূষণ প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি, পারিবার, গোষ্ঠী, সামাজিক ও জাতীয় সকল পর্যায়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৮.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক পরিবেশসম্মত উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও শিক্ষার হার (rate of literacy) দ্রুত বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসহ বেসরকারি সংগঠনসমূহকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.৮.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৮.৫ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৮.৬ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করিতে হইবে।

৩.৮.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমে পরিবেশ শিক্ষা, প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৮.৯ পরিবেশসম্মত স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ব্যাহত/বিপন্ন করিতে পারে এমন কোনো কারখানা/প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকট স্থাপন করা যাইবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনসমূহকে পরিবেশসম্মত রাখিবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এলাকায় সকল প্রকার দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা পালনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রণোদনা/সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৮.১০ পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার প্রসারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৮.১১ পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর ছোট ছোট চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিয়া জেলা ও উপজেলা জনসংযোগ কর্মকর্তার মাধ্যমে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বাজার বা Growth Center এ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.৮.১২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইকোক্লাব, নেচারক্লাব, গ্রিনক্লাব, গ্রিন ক্যাম্পাস ইত্যাদি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, প্যাগোডার বৌদ্ধভিক্ষু এবং গীর্জার ফাদারদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর তাহারা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও প্রার্থনাকারীদের পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খুতবা বা বক্তৃতার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করিবেন।

৩.৯ বন ও বন্যপ্রাণী (Forest and Wildlife)

আমাদের দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বায়ু শোধনাগার, কার্বন সিকোয়েস্টার (sequester-শোষক/ধারক), জীববৈচিত্র্যের বিশাল বাস্তুসংস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষাকবচ হিসাবে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা বিবেচনা করিয়া বন সংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.৯.১ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.২ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.৯.৩ বনভূমি সংকোচন ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ নিরোধ করিতে হইবে এবং ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.৪ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৩.৯.৫ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

৩.৯.৬ দেশের জলাভূমি ও পরিযায়ী (migratory) পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.৭ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো প্রজাতির প্রাণী-উদ্ভিদ আমদানি নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধ করিতে হইবে।

৩.৯.৮ দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করিতে হইবে।

৩.৯.৯ কাঠের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে এবং বনজ সম্পদের উপর চাপ কমাইতে মূল্য সংযোজিত (value added) পণ্য, অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদন ও কাঠের বিকল্প ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.৯.১০ বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করিয়া গণসচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.৯.১১ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)-সমূহে সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করিতে হইবে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.১২ বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করিবার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.৯.১৩ বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন ও বাফার জোন নির্ধারণ করিয়া কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও ট্যুরিজম সীমাবদ্ধ করিতে হইবে।

৩.৯.১৪ প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনাভিত্তিক ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

৩.৯.১৫ বনের বাহিরের কোনো কর্মকান্ড দ্বারা যেন বন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং বনভূমির পাশে শিল্পকারখানা ও জনসমাগম হয় এমন স্থাপনা নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকিতে হইবে।

৩.৯.১৬ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বন এলাকা সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন) হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

৩.১০ জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তা (Biodiversity, Ecosystem Conservation and Biosafety)

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ প্রতিবেশ ব্যবস্থা টেকসই হয় তাই ইহা অধিক পরিমাণে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে। মানুষের দৈনন্দিন বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। ইহাছাড়া প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে কার্যক্ষম (well functioning) ও উৎপাদনশীল রাখিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১০.১ সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মান উন্নয়ন করিবার জন্য পরিবেশে বিদ্যমান জেনেটিক, প্রজাতিগত ও প্রতিবেশ বৈচিত্র্য (ecosystem diversity) সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৩.১০.২ দেশের জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিতে হইবে; জলাভূমি ভরাট বন্ধ করিতে হইবে; ইতোমধ্যে ভরাটকৃত জলাভূমি পুনরুদ্ধারসহ জলাভূমির জীববৈচিত্র্য এবং প্রাণিসম্পদসহ পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১০.৩ জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের উপর কৌলিকগতভাবে (genetically modified) পরিবর্তিত জীবের (GMOs-Genetically Modified Organisms & LMOs-Living Modified Organisms) ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামো সৃষ্টি ও প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.১০.৪ গ্রামীণ ও নগরের পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবহৃত জীন-প্রকৌশল প্রযুক্তির উপর গবেষণা কর্মকাণ্ড চালাইবার সময় জীবনিরাপত্তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.১০.৫ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসমূহের (habitats) পরিবেশগত উপাদানসমূহের মান অটুট রাখিবার জন্য পারিপার্শ্বিক ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যচক্র ও প্রতিবেশগত পদ্ধতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.৬ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ইসিএ) কোনো কর্মকান্ড গ্রহণের ক্ষেত্রে Assessment নির্ভর সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সতর্কতামূলক নীতি (precautionary principle) গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.৭ জীববৈচিত্র্য সম্পদের চেকলিস্ট (inventory) এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে taxonomic classification প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.১০.৮ দেশের প্রধান প্রধান স্থলজ ও জলজ প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্যের সূচক (biodiversity index) নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.১০.৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Biodiversity Coservation Management Plan) প্রণয়নপূর্বক বন, জলাভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলসহ সব ধরনের সংরক্ষিত এলাকা বা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় প্রতিবেশভিত্তিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.১০ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং সংরক্ষিত এলাকা ও অভয়ারণ্যগুলিতে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড যাহাতে না করা হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১০.১১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১০.১২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবহব Bank, Biodiversity Museum স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১০.১৩ Natural Ges Cultural World Heritage, রামসার সাইটকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.১৪ Biological Zoning প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১০.১৫ বিলুপ্ত হইতে যাওয়া প্রজাতি (বায়েজীদ বোস্তামীর কাছিম, গজার মাছ) এবং Urban Biodiversity (বানর, হনুমান, ইত্যাদি) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১০.১৬ বাণিজ্যিকভাবে গড়িয়া উঠা গবাদি প্রাণী ও হাঁস মুরগীর খামারসমূহ হইতে যাহাতে রোগের জীবাণু পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিস্তার লাভ করিতে না পারে সেই জন্য সংশ্লিষ্ট খামারীদের জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করিয়া জবাবদিহিতার আওতায় আনিতে হইবে।

৩.১১ পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems)

পাহাড় প্রতিবেশ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং anthropogenic shocks-এর প্রতি খুবই সংবেদনশীল। পাহাড় প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন সৃজন করে, দীর্ঘ মেয়াদী পানির প্রবাহ বজায় রাখে এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যাবলী হইল পাহাড় কর্তন, বন ধ্বংস (deforestation), ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, মাটি ও পানিদূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি। পাহাড় প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১১.১ পাহাড় প্রতিবেশের উপর বিস্তারিত তথ্যভান্ডার গড়িয়া তুলিবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পাহাড় প্রতিবেশ সংরক্ষণ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।

৩.১১.২ অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ ব্যাতিরেকে পাহাড়, টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইবে না।

৩.১১.৩ স্থানীয় জাতের ফসল চাষের মাধ্যমে জৈব কৃষি ব্যবস্থার (organic farming) প্রবর্তন এবং কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১১.৪ টেকসই পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিতকরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় পর্যটক সমাগম সহনীয় পর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.১১.৫ পাহাড়ী এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য লাগসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১১.৬ পাহাড়ি এলাকার ছড়া, ঝরনা ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১১.৭ পাহাড়ি এলাকায় জুমচাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যথাসম্ভব তিন স্তরের কৃষি বনায়ন চালু করিতে হইবে।

৩.১১.৮ জুমচাষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং তদনুযায়ী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; স্থানীয় গোত্রীয় নেতা ও জনগোষ্ঠীকে জুমচাষ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.১১.৯ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুমচাষ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১১.১০ ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে পাহাড়ি বনের অবক্ষয় রোধ, বন সংরক্ষণ এবং নূতন বন সৃজন ও পাহাড় সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১১.১১ ন্যাড়া বা উন্মুক্ত পাহাড়ি এলাকা বনায়নের আওতায় আনিতে হইবে। স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদে বনায়ন জোরদার করিতে হইবে।

৩.১১.১২ পাহাড় প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনাঞ্চল, দীর্ঘমেয়াদে প্রবাহ বজায় রাখা এবং ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বনের উপর চাপ কমাইবার জন্য বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে ফলদ, বনজ, ভেষজ ও শাক-সজির চাষাবাদসহ খাঁচায় মৎস্যচাষে উৎসাহিত এবং জ্বালানি দক্ষ চুলা ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (Fisheries and Livestocks)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দেশে প্রাণীজ আমিষ যোগান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের অবক্ষয়ের কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে উন্মুক্ত জলাশয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা আজ হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্যসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য উন্মুক্ত জলাশয়, হাওর-বাওড়, বিল, পুকুর, ডোবা, প্লাবনভূমি, চারণভূমি ইত্যাদির প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জাত, চাষ পদ্ধতি এবং এইগুলি হইতে প্রাপ্ত উপজাত প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিয়া থাকে। এই সকল কার্যক্রমের ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ইহাদের প্রক্রিয়াকরণে পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব লাঘব করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১২.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.২ মৎস্যসম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য প্রতিবেশের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৪ মৎস্যসম্পদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত মাছ-শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (reestablishment of connectivity between rivers and their floodplains) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৫ প্রথাগত মৎস্য চাষের পাশাপাশি নিবিড় বা আধানিবিড় মৎস্য চাষ করিতে হইবে।

৩.১২.৬ বিদেশী আগ্রাসী জাতের মাছের অনুপ্রবেশ/চাষ বন্ধ এবং দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৭ উপকূলীয় অঞ্চলসহ সবধরনের সংরক্ষিত এলাকা বা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জলাভূমি ইজারা বন্ধ করিয়া অংশীদারিত্বমূলক সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.১২.৮ জলাভূমির পানির গুণগতমান সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.৯ জলাভূমিতে মৎস্যসম্পদের আবাস সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১০ শামুক-ঝিনুক-কচ্ছপ/কাছিম-কাঁকড়াসহ সকল বিপন্ন প্রজাতির আহরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সকল বিপন্নপ্রায় ও সংকটাপন্ন জলজ প্রাণীর সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১১ বঙ্গোপসাগরে মাছের উৎপাদন বজায় রাখিবার জন্য যে কোনো রকম ক্ষতিকর কার্যক্রম ও সমুদ্রদূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উপকূলীয় এলাকা ও বঙ্গোপসাগরে টেকসই মৎস্য আহরণ বজায় রাখিবার জন্য যে কোনো রকম ক্ষতিকর কার্যক্রম ও সমুদ্রদূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১২ দেশের মৎস্যসম্পদ আহরণে দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে। উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণে দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.১৩ সকল প্রকার দেশীয় প্রজাতির মৎস্য ও প্রাণীর গবেষণালব্ধ তথ্য জাতীয় পর্যায়ে ডাটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.১২.১৪ সকল প্রকার দেশীয় প্রাণীজ প্রজনন স্থান চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৫ সামুদ্রিক মৎস্যের টেকসই আহরণ ও সামুদ্রিক মাছের প্রজাতিসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৬ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের পাশাপাশি নদীসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণা ও ইহাদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.১৭ প্রাণিসম্পদের জন্য পর্যাপ্ত গোচারণভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১২.১৮ উন্নত জাতের বেশি দুগ্ধদানকারী প্রজাতির পরিবেশসম্মত আবাদ করিতে হইবে।

৩.১২.১৭ অধিক দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী পরিবেশবান্ধব প্রাণী প্রজাতিসমূহের লালন-পালন করিতে হইবে।

৩.১২.১৮ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রাণিজাত বর্জ্যসমূহ যেমন ফার্ম ওয়েস্ট (খামার বর্জ্য), লিটার এবং কারকাস্ ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপায়ে অপসারণ বা রিসাইকেল করিতে হইবে।

৩.১২.১৯ গবাদিপশুর ইমার্জিং ও রি-ইমার্জিং রোগসমূহের প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২০ যত্রতত্র গবাদিপশু জবাইয়ের ফলে পরিবেশ দুষণরোধে আধুনিক স্লটার হাউজ নির্মাণপূর্বক পরিবেশবান্ধব উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত নিরাপদ মাংস বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১২.২১ Organic Farming পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনে খামারীদের উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১২.২২ পরিবেশ দুষণরোধকল্পে লাইভ বার্ড মার্কেট ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং ক্রমান্বয়ে লাইভ বার্ড মার্কেট প্রথা বন্ধ করে প্রক্রিয়াজাতকৃত হাঁস-মুরগি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২৩ মৎস্যচাষে ক্ষতিকর হরমোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১২.২৪ গবাদি পশুর শরীরে হরমোন ইঞ্জেকশন দেওয়া বিষয়ে পশুপালনের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

৩.১২.২৫ ক্ষতিকর পোল্ট্রি খাদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১২.২৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য অঞ্চলভিত্তিক প্রাণিসম্পদ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যেই অঞ্চলে যেই সমস্ত প্রাণী পালনের উপযোগী সেই অঞ্চলে আমদানি/প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সমস্ত প্রাণী পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২৭ অঞ্চলভিত্তিক গবাদিপশু পালনের সাথে সাথে তাহাদের খাদ্যের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ফডার চাষের প্রচলন ঘটাইতে হইবে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২৮ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণিদেহে জলবায়ুর প্রভাব পড়িয়া থাকে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব রোধকল্পে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও টিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.২৯ জলবায়ু এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩০ উন্নত জাতের গবাদি প্রাণী প্রতিপালনের পাশাপাশি জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীল দেশীয় প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন করিতে হইবে এবং যথার্থ সম্প্রসারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৩১ সমন্বিত ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রাণিসম্পদের প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৩২ প্রাণিসম্পদ অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া উক্ত পরিবেশের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাণী প্রজাতির বিস্তার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১২.৩৩ পতিত জমি ও জলাভূমিতে চাষ উপযোগী অধিক উৎপাদনশীল ঘাস চাষ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় প্রাণিখাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে লবণ সহিষ্ণু ঘাসের জাত উদ্ভাবন করিয়া খামারী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.১২.৩৪ উপযুক্ত ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচির মাধ্যমে জেনেটিক রোগসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রকোপ হইতে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করিতে হইবে।

৩.১২.৩৫ আপদকালীন পরিবেশ দূষণরোধকল্পে দ্রুত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৃত গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি সৎকার করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান ও স্থাপনা (ইনসিনারেটর) নির্ধারণ ও নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপকরণ যেমন ম্যানগ্রোভ, কোরাল, উপকূলীয় বনাঞ্চল, খাড়ী/নদী, বালিয়াড়ি, কর্দমাক্ত ভূমি (mud flat), মোহনা, সমুদ্রসৈকত, কৃষিক্ষেত্র, মানববসতি, কোনো কোনো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (World Heritage Site) ইত্যাদি উপকূলীয়প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরিকল্পিতভাবে বসতি স্থাপন, শিল্পায়ন তথা শিল্পদূষণ, সমুদ্রযানের দূষণ, সামুদ্রিক সম্পদের অপরিকল্পিত আহরণ, ইত্যাদি কারণে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করিতে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৩.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে প্রতিবেশভিত্তিক পদ্ধতি (ecosystem based approach) অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.১৩.৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৩.৪ উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদের আহরণের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা (regeneration capacity) বজায় থাকে।

৩.১৩.৫ প্যারাবন (mangrove forest), উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

৩.১৩.৬ সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Integrated Coastal Zone Management Plan) ও National Action Plan for the Protection of Coastal and Marine Environment from Land-Based Activities বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৩.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষার জন্য উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন করিতে হইবে।

৩.১৩.৮ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব ও তাহা অভিযোজন ও প্রশমনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১৩.৯ জনস্বাস্থ্য, কৃষিজ উৎপাদন ও অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং লবণসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু শস্য প্রজাতি উদ্ভাবন ও চালু করিতে হইবে।

৩.১৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আকস্মিক দূষণ মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান (যেমনঃ MARPOL Convention) অনুসরণ করিয়া কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১১ যেই সকল প্রাকৃতিক পদ্ধতি যেমন ম্যানগ্রোভ বন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখে ও বর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাদের যে কোনো মূল্যে রক্ষা করিতে হইবে।

৩.১৩.১২ উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতা (carring capacity) নিরূপণ, বিভাজিত অঞ্চল (zoning) নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (economic valuation) করিতে হইবে।

৩.১৩.১৩ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Conservation Management Plan-CMP) প্রণয়নপূর্বক জনপ্রিয় ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন এলাকায় যাহাতে ইকোট্যুরিজম (Ecotourism) হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৪ উপকূলীয় ইকোট্যুরিজমের পণ্য হিসেবে বিরল প্রজাতির জীববৈচিত্র্য যেমন সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক কাছিমের ডিমপাড়ার স্থান বালির সৈকত ও বালিয়াড়ি, স্পুন বিল্ড স্যান্ড পাইপার, বার-হেডেড গুজ, কোরাল কলোনি, ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৫ সাগরের বেলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকান্ড করা যাইবে না।

৩.১৩.১৬ যে কোনো উপকূলীয় অবকাঠামো পরিবেশ প্রকৌশল পদ্ধতিতে নির্মাণ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৭ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় পরিবেশ বিনষ্টকারী যে কোনো প্রকার শিল্পকারখানা ও অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করিতে হইবে। উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অন্যান্য ক্ষতিকর সরঞ্জাম দিয়া মাছধরা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১৩.১৮ সমুদ্র জলসীমায় তেল, গ্যাস ও খনিজ দ্রব্য আহরণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংবেদনশীলতা ভিত্তিক নীতি অবলম্বন, বিদেশী মাছধরার ট্রলার প্রতিহত করিতে হইবে এবং দেশীয় ট্রলারের সংখ্যা ও এইগুলির মাছধরার সময়কাল যৌক্তিক পর্যায়ে সীমিত করিতে হইবে।

৩.১৩.১৯ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, প্রাকৃতিক গাছকাটা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং সামাজিক বনায়নে গাছ কাটিবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণমূলক নীতিমালা মানিয়া চলা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৩.২০ উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণহীন ও পরিবেশ বিনাশী পর্যটন, সামুদ্রিক পানির কিনারা ধরিয়া যানবাহন চলাচল, জনসমাগম প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৩.১৩.২১ উপকূল সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে Community Network গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৩.২২ উপকূলীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণে সংগঠিত স্থানীয় জনগণের জন্য ক্ষুদ্র-অনুদান কর্মসূচি চালু করিতে হইবে।

৩.১৪ প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)

জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ কিছু কিছু প্রতিবেশগত এলাকা যেমন- কোরাল কলোনি, প্যারাবন, হাওর, সমুদ্রসৈকত, ইত্যাদি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করিতেছে এবং এই সকল এলাকায় পর্যটকদের আগমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধারণক্ষমতার বাহিরে পর্যটক আগমনের ফলে এই সকল এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকিতে পড়িয়াছে। প্রতিবেশ, ভূমির বন্ধুরতা, landscape, পানিপ্রবাহের ধারা পরিবর্তন ও বন্য প্রাণিকূলকে বিরক্ত না করিয়া ও উদ্ভিদ শ্রেণীকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করিবার লক্ষ্যে প্রচলিত পর্যটনের বিরূপ প্রভাব এড়াইয়া প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন প্রচলন করা যাইতে পারে। এই সকল এলাকায় প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন প্রচলনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৪.১ পর্যটন নীতি, পরিকল্পনা ও সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.১৪.২ প্রতিবেশগত স!কটাপন্ন এলাকা এবং সংরক্ষিত এলাকাসহ সকল ধরনের সংরক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে বহনক্ষমতা (carrying capacity) নিরূপণ, আর্থিক মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (conservation management plan) প্রণয়নপূর্বক প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৩ পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় বছরের কোনো কোনো সময় পর্যটন সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণপূর্বক প্রতিবেশবান্ধব পর্যটনশিল্প স্থাপন উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৪.৫ পরিবেশ উপযোগী পর্যটনশিল্পের বিকাশে ইকো ফ্রেন্ডলী নৌ চলাচল ও ডিজাইন নিশ্চিত করিবে।

৩.১৪.৬ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীববৈচিত্র্য সমুন্নত রাখিয়া পর্যটনশিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৫ শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development)

অপরিকল্পিতভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা,বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অভাব, যত্রতত্র বর্জ্য নিঃসরণ, উৎপাদন উপকরণের অদক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটাইতেছে। এমতাবস্থায় প্রতি ইউনিট উপকরণ ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত জরুরি। পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৫.১ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৫.২ নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করিতে হইবে।

৩.১৫.৩ পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ করিতে হইবে; স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধ করিতে হইবে এবং এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন ও প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.৪ শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরিতে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় Reduce, Reuse I Recycle নীতি বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৫.৬ শিল্পখাতে জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১৫.৭ শিল্প-কারখানায় শূন্য নির্গমন, পানির পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং শূন্য নির্গমন ব্যবস্থা চালু করিবার লক্ষ্যে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করিতে হইবে।

৩.১৫.৮ দেশে অভ্যন্তরীণ Clean Development Mechanism পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩.১৫.৯ সকল ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্জ্য সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধন বাধ্যতামূলক করিতে হইবে; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করিতে হইবে।

৩.১৫.১০ প্রতিটি শিল্প ইউনিটের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৫.১১ 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা'র ভিত্তিতে দেশে একই ধরনের শিল্পের শিল্পএলাকা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং যত্রতত্র শিল্প স্থাপনের প্রবণতা বন্ধ করিতে হইবে। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত শিল্প-কারখানাসমূহ নির্দিষ্ট শিল্পএলাকায় স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩.১৫.১২ শিল্প-কারখানার জন্য নিরপেক্ষ (থার্ডপার্টি) পরিবেশগত নিরীক্ষা পদ্ধতি চালু করিতে হইবে। ল্যাবরেটরি পরিচালনার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।

৩.১৫.১৩ দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পখাতে এমনভাবে বণ্টন ও ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনীতিতে অধিক মাত্রায় Value Addition করে এমন শিল্প প্রাধান্য পায় ও Value Addition-বিহীন শিল্পায়ন নিরুৎসাহিত হয়।

৩.১৫.১৪ সবুজ পণ্য ও সবুজ কর্মসংস্থানকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৫.১৫ পরিবেশের উপর শিল্পবর্জ্যের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.১৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (Energy and Mineral Resources)

শক্তি উৎপাদন এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলিয়া থাকে। সেই জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। পরিবেশসম্মতভাবে শক্তি উৎপাদন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৬.১ যেই সকল জ্বালানি পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করিয়া থাকে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিত করিতে হইবে এবং পরিবেশসম্মত ও কম ক্ষতিকরজ্বালানি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৬.২ জ্বালানি হিসাবে কাঠ, কৃষিবর্জ্য ও গোবর ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস করিতে হইবে এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৬.৩ দেশের বর্ধিত জ্বালানি চাহিদা পূরণ করিবার জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সকল প্রকার আণবিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখিতে হইবে।

৩.১৬.৪ জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

৩.১৬.৫ পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ু, বৃষ্টি এবং স্রোতশক্তি ও অন্যান্য নবায়ন যোগ্য শক্তির (renewable energy) গবেষণা, উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৬.৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করিবার পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৬.৭ দেশে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলে ক্ষতিকর পদার্থ যেমন ডিজেলে সালফারের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনিতে হইবে।

৩.১৬.৮ দেশের জ্বালানি সম্পদের নিরাপদ মজুদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.১৬.৯ দেশে অধিক সালফার ও পারদযুক্ত কয়লা আমদানি হ্রাস করিতে হইবে।

৩.১৬.১০ জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতি ইউনিট জ্বালানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৬.১১ জ্বালানি উত্তোলন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে প্ল্যান্ট স্থাপন বা খনি তৈরির পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বাধ্যতামূলকভাবে পরিহার করিতে হইবে; এবং পরিবেশ বিনাশী জ্বালানি আহরণ প্রক্রিয়া পরিহার করিতে হইবে।

৩.১৭ যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)

যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া যোগাযোগ ও পরিবহন কৌশল, ব্যবহৃত যান ও জ্বালানি, ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কাজেই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহন নীতি, পরিকল্পনা প্রযুক্তি ও দক্ষতা সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবেঃ

৩.১৭.১ স্থলপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবস্থা যাহাতে পরিবেশের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করিতে হইবে।

৩.১৭.২ সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও নৌপথে চলাচলকারী যানবাহন থেকে মানব-বর্জ্যসহ অন্যান্য পয়ঃবর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৭.৩ অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণমূলক কার্যক্রম এবং নৌযান থেকে তৈলজাতীয় পদার্থ নিঃসরণ ও বর্জ্য ফেলা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.১৭.৪ জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব হওয়ায় যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ ও নৌপথের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

৩.১৭.৫ যেই সকল শহরের পাশে ও অভ্যন্তরে নৌপথ রহিয়াছে তাহা সংস্কার ও পুনঃখনন করিয়া ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।

৩.১৭.৬ সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি পরিহার করিয়া সড়কপথ ও রেলপথের দুইধারে সবুজায়ন/বনায়ন করিতে হইবে।

৩.১৭.৭ সারাদেশে নগর ও মহানগরীর অভ্যন্তরে ও আন্তঃনগর যোগাযোগের ক্ষেত্রে পথচারীর সুবিধা প্রাধান্য, অযান্ত্রিক যান চলাচল ব্যবস্থা, সমন্বিত রাস্তা, যানবাহনের সংখ্যা যৌক্তিক করিতে হইবে। গণপরিবহনভিত্তিক প্রকল্প যেমন Mass Rapid Transit-কে অগ্রাধিকার প্রদান ও যানজট নিরসনে সমন্বিত সড়ক, রেল ও নৌ ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক বাস্তবমুখী ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৭.৮ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহকে নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জাতীয় মহাসড়কে রূপান্তর করিতে হইবে। সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক সম্পর্কিত আইন হালনাগাদকরণ, সংশোধন, নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কে যানবাহন ও অন্যান্যের চলাচল সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৭.৯ শহরাঞ্চলে বিশেষ করিয়া মহানগরীর যানজট ও পরিবেশ দূষণ রোধে নৌ-রেল-সড়ক পথের সমন্বয়ে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.১৭.১০ বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করিবার লক্ষ্যে মানসম্মত গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলিতে হইবে।

৩.১৭.১১ শহর এলাকার রাস্তাঘাটের মাস্টার প্ল্যান এমন করিতে হইবে যাহাতে পথচারীদের হাঁটাচলা, বাইসাইকেল ও অন্য সকল প্রকার Non-Motorized Transport-এর অগ্রাধিকার থাকে ও সেই সাথে যানবাহনের গতিশীলতা প্রাধান্য পায় ও সকল পরিবহন মাধ্যমের (সড়ফবং) মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৩.১৭.১২ শহরে Dedicated Arterial Corridor অবকাঠামো ও আবাসিক এলাকাসমূহের মধ্যে Feeder Service সুবিধাসহ পরিবহনের মান উন্নয়ন ও তাহা সকলের আর্থিক নাগালের মধ্যে রাখিবার কৌশল গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৭.১৩ টেকসই সবুজ পরিবহনের ক্ষেত্রে বিকল্প পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, এনার্জি ও প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.১৭.১৪ অভ্যন্তরীণ নৌ ও সমুদ্র পরিবহনে বায়ুমণ্ডলে কার্বন, ঘণ্ডী নির্গমন ও পানিতে তৈলাক্ত বর্জ্য ইত্যাদি নিঃসরণরোধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৭.১৫ সংশ্লিষ্ট আইন বিধিবিধান অনুসরণ করিয়া সড়ক, রেল ও জলপথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত শব্দ নির্দিষ্ট মানমাত্রার মধ্যে রাখিতে হইবে।

৩.১৭.১৬ বর্জ্য, নির্মাণসামগ্রী ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে আচ্ছাদিত করিয়া পরিবহন করিতে হইবে।

৩.১৮ জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resources Management)

দেশের ভূমির পরিমাণের সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ জনসংখ্যার মৌলিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের উপকরণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা পরিহারের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৮.১ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৮.২ পরিবেশ সচেতন দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন এবং উহার সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৮.৩ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক ধারণা সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩.১৮.৪ দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.১৮.৫ নগর ও গ্রামাঞ্চলে সুষম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তারে ভারসাম্য আনিতে হইবে।

৩.১৮.৬ স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.১৯ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি ও অভিযোজন (Climate Change Preparedness and Adaptation)

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের মানুষের বিশেষত উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হইলেও জলবায়ুর পরিবর্তনের মারাত্মক বিরূপ প্রভাবের শিকার হইতেছে বাংলাদেশ। ইহার কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হইবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও মানুষের জীবন-জীবিকা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.১৯.১ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু মহাপরিকল্পনা (Climate Change Resilient Master Plan) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৯.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, খাদ্য, পানিসম্পদ, বনভূমি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, উপকূলীয় এলাকা, অবকাঠামো ইত্যাদির বিপন্নতা নিরূপণ (vulnerability assessment) করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অভিযোজন/প্রশমন (adaptation/mitigation) ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৩ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFC-CC)-এর common but differentiated responsibilities and respective capabilities নীতির ভিত্তিতে সকল দেশের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করিতে হইবে।

৩.১৯.৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগণের (climate induced displaced people) পরিকল্পিত স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৫ জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, প্রশমন ও এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকিয়া থাকিবার জন্য একটি অভিযোজনমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.১৯.৬ গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদক সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কার্যক্রম যথা- শিল্পায়ন, কৃষি, পরিবহন, নগরায়ন, জ্বালানি, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত না করিয়া গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে। গ্রিন হাউস গ্যাস হ্রাসে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.৭ জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম কৃষি, খাদ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, পানীয়, শিল্প, গৃহায়ন, পরিবহন, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎপাদন, আহরণ, পরিচালনা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.১৯.৮ খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা ও প্রাপ্যতার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ করিয়া জাতীয় খাদ্য নীতিতে যথাযথ কৌশল সংযোজন করিতে হইবে।

৩.১৯.১০ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে বর্তমান বৈশ্বিক উদ্যোগ জোরদার করিতে হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সকল দরিদ্র, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র ও দ্বীপদেশগুলির ধনীদেশসমূহ হইতে প্রাপ্য 'সহায়তা' নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৩.১৯.১১ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় বিদ্যমান Clean Development Mechanism, Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)-সহ অন্যান্য সুবিধাসমূহ এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.১২ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সহায়ক হিসাবে "জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ডাটা বেইজ" প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের উদ্যোগ নিতে হইবে। ইহা ছাড়া Climate Change Knowledge Network প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের উদ্যোগ নিতে হইবে যাহাতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ পারস্পরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

৩.১৯.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে প্রতিবেশভিত্তিক এবং প্রতিবেশ অনুকূল অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.১৯.১৪ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার বিষয় অগ্রাধিকারভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নানাবিধ দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অপরদিকে অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে মানব সৃষ্ট দুর্যোগও দিন দিন বাড়িতেছে। দুর্যোগের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২০.১ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল স্তরে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করিবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করিয়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ঝুঁকি চিহ্নিত করিয়া তাহা প্রশমন ও হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.২ প্রত্যেক শিল্পকারখানা ও প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২০.৩ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য আপদসমূহ চিহ্নিতপূর্বক আপদ হ্রাসকরণ কার্যক্রম ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.৪ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগসমূহ হ্রাস ও অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে দেশে দক্ষ ও দুর্যোগে সঠিক সময়ে সাড়াদানকারী স্বেচ্ছাসেবী জনগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩.২০.৫ সম্ভাব্য সকল দুর্যোগের কারণ ও সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিতকরণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩.২০.৬ পানিতে আর্সেনিক দূষণ, আগুনজনিত দুর্যোগ, রাসায়নিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ সক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে।

৩.২০.৭ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২০.৮ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩.২০.৯ দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার করিতে হইবে।

৩.২০.১০ দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণকরিতে হইবে।

৩.২০.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাতভিত্তিক কন্টিনজেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩.২০.১২ দূষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া নারী ও শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

৩.২১ বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)

পরিবেশগত মানমাত্রা (Environmental Quality Standard) নির্ধারণ/উন্নয়ন/সম্প্রসারণ ও পরিবেশ দূষণ পরিমাপ, পরিবীক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২১.১ পরিবেশ বিষয়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করিতে হইবে।

৩.২১.২ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২১.৪ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২১.৫ Clean Technolog হস্তান্তর, বাণিজ্যিকীকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২১.৬ পরিবেশ বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া যৌথ কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিতে হইবে ও জোরদার করিতে হইবে।

৩.২১.৭ দেশজ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবান্ধব উন্নয়নমূলক প্রযুক্তিসমূহের প্রয়োজনমতো আহরণ, দেশীয় উৎপাদন এবং নগরায়ন, পরিমার্জন, শিল্পায়ন, পরিবহন, জ্বালানি, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২১.৮ আন্তর্জাতিক মানসংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্টান্ডার্ডের ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।

৩.২১.৯ আদি জ্ঞান ও প্রযুক্তি (indegenious knowledge and technolgy) সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা (Management of Chemical Substances)

রাসায়নিক দ্রব্যাদি বহুমুখী উপযোগিতা সম্পন্ন গুণাগুণ বহন করিবার কারণে বিভিন্ন শিল্পখাতে ও দৈনন্দিন জীবনে ঐসকল দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদির নানা ধরনের সামাজিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ রাসায়নিক দ্রব্যাদি মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাণিকূল ও উদ্ভিদরাজি এবং ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। এই সকল দ্রব্যাদির নিরাপদ ও স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার এবং পরিবেশে বিসরণ (exposure) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সার্বিক ঝুঁকি অনেকাংশে কমাইয়া আনা সম্ভব। সুতরাং রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা বা প্রকটতা বিশ্লেষণ করিয়া ঝুঁকি মূল্যায়নপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২২.১ সকল প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

৩.২২.২ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ উৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবহার বিধি, মজুদ পদ্ধতি, পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের আওতায় আনিতে হইবে।

৩.২২.৩ সকল প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির ইনভেনটরি প্রস্তুতপূর্বক সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন ইত্যাদিতে নজরদারি ও তদারকি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২২.৪ শিল্পখাতে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য কীটনাশক ও রাসায়নিক সার, গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক এবং জনস্বার্থে ব্যবহার্য রাসায়নিকসমূহের আমদানিপূর্ব বিধিবিধানের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। আমদানি পরবর্তী উৎপাদন, প্রয়োগ ও ব্যবহার পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ইনভেনটরির আলোকে রাসায়নিক-সমূহের বিচলন (movement) নীতিমালার আলোকে নজরদারি করিতে হইবে।

৩.২২.৫ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রটোকল/চুক্তিসমূহ যেমন Stockholm Convention, Minamata Convention, Basel Convention, Rotterdam Convention, Montreal Protocol ইত্যাদি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২২.৬ নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অস্ত্র প্রস্তুতে জননিরাপত্তা বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.২২.৭ আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ও চিহ্নিত বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিরাপদ ধ্বংস/অবলোপন (phase out) পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে।

৩.২৩ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Other Pollution Control)

দৃশ্যমান দূষণের বাহিরেও আরও নানাবিধ দূষণ রহিয়াছে, যেইগুলি জনস্বাস্থ্যসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত এই নীতি হইবে নিম্নরূপ:

৩.২৩.১ শব্দ ও অণুকম্পনজনিত দূষণ (noise and vibration) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.২ তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত দূষণ (radiation pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৩ সকল প্রকার তাপীয় দূষণ (thermal pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৪ আলোক দূষণ (photo/lighting pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৫ গৃহ অভ্যন্তরীণ দূষণ (indoor pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৬ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান রাসায়নিক দূষণ (chemical pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৩.৭ Electronic Waste Management/E- Pollution এর ক্ষেত্রে Reduce, Reuse ও জবপুপষব প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩.২৩.৮ খাদ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩.২৩.৯ দৃশ্যমান দূষণ (visual pollution) রোধ করিতে হইবে।

৩.২৪ পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ (Environment Friendly Economic Development, Sustainable Production and Consumption)

শিল্পে নিম্নমাত্রায় কার্বন ও বর্জ্য উৎপাদক কর্মকান্ড প্রচলনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিকশিত করিবার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি চালু করিতে হইবে। পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে:

৩.২৪.১দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিঘ্নিত না করিয়া সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে কার্বন উৎপাদন যথাসম্ভব নিম্নপর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৩.২৪.২ যে সকল সেক্টরে কার্বন উৎপাদন কম সেই সকল সেক্টরে জনবলের ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩.২৪.৩ অধিক মাত্রায় পরিবেশবান্ধব কাজ সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩.২৪.৪ গৃহস্থালি, কৃষি ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং কম কার্বন উৎপাদক প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২৪.৫ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৩.২৪.৬ বর্জ্য হইতে শক্তি উৎপাদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২৪.৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয় না হয় এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস না পায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন প্রকৃত (net) প্রবৃদ্ধি হয়।

৩.২৪.৮ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.২৪.৯ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসার বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য তথা Country specific নীতি বা approach অনুসরণ করিতে হইবে।

৩.২৪.১০ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের বিষয়াদি অধিকতর গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.২৪.১১ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের কার্যক্রম পরিচালনায় দারিদ্র্যদূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দূষণমুক্ত উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ প্রভৃতি বিষয়াদির উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১২ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপের উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৩ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বাণিজ্য বাধা/প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৪ পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপটে কার্যকর বা উপযোগী এবং সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসারের উপর জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৫ দেশীয় প্রেক্ষাপট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য বিবেচনায় পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি বিষয়ক নীতি প্রণয়নের উপর জোর দিতে হইবে। এতদ্‌সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের পূর্বপর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন সেক্টরাল নীতিতে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি সন্নিবেশ করিতে হইবে।

৩.২৪.১৬ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" ধারণার উপর সবিশেষ জোর দিতে হইবে।

৩.২৪.১৭ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" এর প্রসারে ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কার্যকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

৩.২৪.১৮ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" এর প্রসারের ক্ষেত্রে সম্পদের যথোপযুক্ত/সর্বোত্তম/কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩.২৪.১৯ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" এর প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কতিপয় সেক্টর যেমন- পানিখাত, জ্বালানিখাত, টেকসই পরিবহন ও যোগাযোগখাত, শিল্পখাত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য, গৃহনির্মাণ, নগর উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার, টেকসই গণক্রয়, ইকোলেবেলিং, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, দূষণমুক্ত উৎপাদন প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

৩.২৪.২০ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন, উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতার পাশাপাশি গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হইবে।

৩.২৪.২১ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে ধনী ও গরীব জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ/হ্রাসকরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩.২৪.২২ "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় Parbon footprint, energy footprint, water footprint, ecological footprint, food footprint হ্রাস করিতে হইবে।

৩.২৪.২৩ দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার (resource efficiency) নিশ্চিত করিতে হইবে যেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন (economic growth) বৃদ্ধিপায় এবং একই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪.০ আইনগত কাঠামো (Legal Frame)

৪.১ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল আইন প্রয়োজনমতো সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরণ এবং ইতোমধ্যে সংশোধিত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও পরিবেশ আদালত আইনের যথাযথ ও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে আইন সংশোধন।

৪.৩ প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যেই সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Set-up)

৫.১ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন করিবে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থসামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এবং বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করিবে।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা, নীতি, ও সরকারি নির্দেশনা যথাযথ, দ্রুত প্রয়োগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবে।

৫.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি (policy), পরিকল্পনা (plan) এবং কর্মসূচির (programme) উপর Strategic Environmental Assessment (SEA) সম্পাদন করিবে।

৬.০ জাতীয় পরিবেশ নীতি পরিপালন (National Environment Policy Compliance)

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সংবিধানে বিবৃত উল্লিখিত মূলনীতি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলনকরণ এবং পরিবেশকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এই নীতি পরিপালন করিবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম (Implementation Plan/Activities)

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং গৃহীত বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য। জাতীয় পরিবেশ নীতিতে বিধৃত খাত/ক্ষেত্র ওয়ারী নীতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাস্তবায়ন করিবে। নিম্নে এতদ্সংক্রান্ত কতিপয় কার্য-পরিকল্পনা খাতওয়ারী সুপারিশ করা হইল:

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১ ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Land Resources Management)		
৩.১.১	ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং শস্য উপযোগিতা শ্রেণী বিন্যাসের (land capability and crop suitability classification) ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষিকার্য, মৎস্যচাষ ও পশুপালন, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। বন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১২। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ১৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৪। পরিকল্পনা কমিশন ১৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৭। মৎস্য অধিদপ্তর
৩.১.২	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমিক্ষয়রোধ, লবণাক্ততার জন্য ভূমির অবক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বন অধিদপ্তর ৬। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৮। পরিকল্পনা কমিশন ৯। জননিরাপত্তা বিভাগ ১০। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১.৩	পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি কাটিয়া সমান করা, মাটি খনন ও অপসারণ করিয়া কোনো এলাকার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা (landscape) বিনষ্ট করা, পাহাড় হইতে যথেচ্ছভাবে মাটি, সাদামাটি ও পাথর আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ; ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৩। সেতু বিভাগ ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। জননিরাপত্তা বিভাগ ১০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১২। জেলা প্রশাসন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১.৪	পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৯। সেতু বিভাগ ১০। রেলপথ মন্ত্রণালয় ১১। জননিরাপত্তা বিভাগ ১২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১.৫	যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমিক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকরণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। জেলা প্রশাসন ৩। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প ৪। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১.৬	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমিক্ষয়রোধ, ভূমির অবক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটারশেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/জরিপ ও গবেষণা কাজ পরিচালনা, মরুময়তার বিস্তাররোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৭। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১২। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৩। পরিকল্পনা কমিশন ১৪। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো)
৩.১.৭	সরকারি সম্পদ (common property) যেমন- নদীনালা, খালবিল, হাওর-বাওড়, জলাশয়, জলাভূমি, পুকুর, ইত্যাদি খাস সম্পদ চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদের শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের আলোকে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৮। মৎস্য অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)		
৩.২.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরিভিত্তিতে পরিবেশগত নিরীক্ষা (environmental audit) পরিচালনা এবং ঐ নিরীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতিরোধ ও দূষণরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.২ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management)		
৩.২.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরিভিত্তিতে পরিবেশগত নিরীক্ষা (environmental audit) পরিচালনা এবং ঐ নিরীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতিরোধ ও দূষণরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন ১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১২। মৎস্য অধিদপ্তর ১৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩.২.২	সকল প্রস্তাবিত ও নূতন প্রকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (ইআইএ) ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় এতদ্‌সংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তকরণ	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩.২.৩	দেশের নদনদী, খালবিল ও অন্য যে কোনো জলাশয়ে গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোনো প্রকার দূষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৮। সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৯। বস্ত্র অধিদপ্তর ১০। সকল ওয়াসা ১১। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ১২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		১৩। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি/বিসিক) ১৪। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ১৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৭। ভূমি মন্ত্রণালয় ১৮। জেলা প্রশাসন
৩.২.৪	নদনদী, খালবিল ও অন্যান্য সকল প্রকার জলাশয় খননের মাধ্যমে উহাদের নাব্যতা সৃষ্টি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ; শুকাইয়া যাওয়া বা একেবারে শুষ্ক কোনো নদী-নালা-খালে চাষাবাদ বা অবকাঠামো নির্মাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান না করিয়া এইসব জলাধার পুনরুজ্জীবন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৫। ওয়ারপো ৬। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ৭। ভূমি মন্ত্রণালয় ৮। জেলা প্রশাসন ৯। পরিকল্পনা কমিশন ১০। জননিরাপত্তা বিভাগ ১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.২.৫	জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মরুপ্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ৬। আবহাওয়া অধিদপ্তর ৭। পরিকল্পনা কমিশন ৮। স্পারসো
৩.২.৬	বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির গতি ও স্রোত যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য পরিবেশগত দিকের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৪। সেতু বিভাগ ৫। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১১। পরিকল্পনা কমিশন ১২। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪। মৎস্য অধিদপ্তর ১৫। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৬। ইনস্টিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং ১৭। সিইজিআইএস

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২.৭	প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদনকে বিঘ্নিত না করিয়া মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করার জন্য সেচ-বন্যানিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন প্রকল্পের কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নদী ও নদীর প্লাবনভূমিকে পুনরায় সংযুক্তকরণ (re-establishment of connectivity between rivers and their floodplains)	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। মৎস্য অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯। পরিকল্পনা কমিশন ১। ইনস্টিটিউটঅভ ওয়াটার মডেলিং ১০। সিইজিআইএস
৩.২.৮	দেশের যেই সকল অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নিচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরও নিচে নামিয়া না যায় তাহা রোধকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বিদ্যুৎ বিভাগ ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। সকল ওয়াসা ৮। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১১। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১২। পরিকল্পনা কমিশন ১৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়নবোর্ড
৩.২.৯	পানি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং বন্যার পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। বিদ্যুৎ বিভাগ ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। ওয়ারপো ৭। সকল ওয়াসা ৮। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড ১১। পরিকল্পনা কমিশন ১২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.২.১০	পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশের উপর এই সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। ওয়ারপো ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন ১১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২.১১	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত সকল সংস্থায় পরিবেশ কোষ গঠন	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা
৩.২.১২	নদনদী ও উহাদের গতি পরিবর্তন, জলাভূমি ও জলাশয়ের অবস্থান ও আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত জরিপ, মনিটরিং ও গবেষণা কাজ পরিচালন এবং GIS-based তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণ	২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৭। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ৮। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৯। বিআইডব্লিউটিএ ১০। স্পারসো ১১। ওয়ারপো ১২। মৎস্য অধিদপ্তর ১৩। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)
৩.২.১৩	নগর প্রতিবেশ সংরক্ষণে জলাভূমি সংরক্ষণ করা, নিচু ভূমি ভরাট না করা এবং ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা unpaved রাখা	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। ওয়ারপো ৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৭। সকল ওয়াসা
৩.৩ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution Control)		
৩.৩.১	বায়ুর মানমাত্রা নির্ধারণ এবং হালনাগাদকরণ; বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং বায়ুমানসূচক (air quality index) নির্ধারণ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৭। বিসিক ৮। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৯। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
৩.৩.২	উন্নত প্রযুক্তির মানসম্পন্ন যানবাহন উৎপাদন/আমদানি করা	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৪। বিআরটিএ ৫। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৩.৩	শিল্পকারখানা ও যানবাহনসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানির গুণগতমান নির্ধারণ ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৪। বিসিআইসি ৫। বিআরটিএ ৬। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্টস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ৭। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৮। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৩.৩.৪	সকল ক্ষেত্রে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী ও গ্রিনহাউস গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/পরিহার করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৩.৫	যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহণ, হালনাগাদকরণ এবং প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে নির্গমণ কর (emission tax) নির্ধারণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বিআরটিএ ৭। বিআইডব্লিউটিসি ৮। পুলিশ প্রশাসন ৯। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ১০। জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.৩.৬	বায়ুদূষণরোধে যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমীক্ষা পরিচালন, অবকাঠামো নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রীসহ বায়ুদূষণকারী যে কোনো পদার্থ উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং লোডিং-আনলোডিংয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিআরটিএ ২। বিআইডব্লিউটিসি ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ৬। শিল্প মন্ত্রণালয় ৭। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৮। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.৩.৭	হাঁটা, সাইকেল, পাবলিক পরিবহনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা	১। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২। বিআরটিএ ৩। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ৪। মেট্রোপলিটন পুলিশ ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.৪ নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি (Safe Food and Water)		
৩.৪.১	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশানোকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বর্তমান আইন সংশোধনপূর্বক এইরূপ কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ; খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। বিএসটিআই ৭। খাদ্য অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৯। বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ১০। পরিবেশ অধিদপ্তর ১১। জননিরাপত্তা বিভাগ ১২। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৪। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ
৩.৪.২	শস্য, ফলমূল, সবজি চাষের ক্ষেত্রে এবং খাদ্য সংরক্ষণে বালাইনাশকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণকরণ ও কৃত্রিম বালাইনাশকের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। তথ্য মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৭। পরিকল্পনা কমিশন ৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৪.৩	বিদেশ হইতে শিশুখাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য আমদানির সময় খাদ্যের গুণগতমান, তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৫। বিএসটিআই ৬। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
৩.৪.৪	কৃষিজমির কৃষিবহির্ভূত কাজে ব্যবহার এবং ক্ষতিকর শস্য যেমন তামাক উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা এবং আফিম ইত্যাদি উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট(এসআরডিআই)
৩.৪.৫	Genetically Modified Organisms (GMOs)/Living Modified Organisms(LMOs) খাদ্যদ্রব্য আমদানি, উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কঠোরভাবে অনুসরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১২। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি ১৩। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৪। মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১৫। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৬। বন অধিদপ্তর ১৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.৫ কৃষি (Agriculture)		
৩.৫.১	কৃষিক্ষেত্রে ভূমির জৈব গুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ, অবক্ষয় রোধ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা এবং ইহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ৭। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৫.২	জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান; বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ; যেই সকল বালাইনাশকের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং মানবদেহে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয় তাহাদের উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা; প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহার এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ; কীটপতঙ্গ নাশ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন- পাখি, ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণী ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮। বন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। মুখ্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১১। জেলা প্রশাসকগণ ১২। মৎস্য অধিদপ্তর
৩.৫.৩	জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪। মৎস্য অধিদপ্তর ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫.৪	বিদেশ হইতে যে কোনো প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানির ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আনা এবং সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা। আগ্রাসী প্রজাতির অনুপ্রবেশ রোধ করা; বিদেশী প্রজাতি এবং কৌলিতাত্বিকভাবে পরিবর্তিত জাত আমদানি, চাষ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। মুখ্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ৭। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। মৎস্য অধিদপ্তর ১০। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১১। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.৫.৫	এলাকাভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষিশস্য ও কৃষিপণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.৫.৬	প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; তবে অপচনশীল প্লাস্টিকের পরিবর্তে পচনশীল প্লাস্টিকের প্রচলনকরণ	১। পাট মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৫.৭	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম এমন কৃষিজ পদ্ধতির (climate change resilient agriculture), প্রচলনকরণ; কৃষিজমি হইতে কার্বন নিঃসরণ কমানো নিশ্চিতকরণ	১। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৮। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
৩.৫.৮	শিল্পায়ন, গৃহায়ন, যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কৃষিজমির ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহারকরণ; ইটের বিকল্প নির্মাণসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও পরিহার নিশ্চিতকরণ; এছাড়া ইটতৈরিতে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটির বিকল্প কাঁচামাল উদ্ভাবন ও ব্যবহারকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৬। গণপূর্ত অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৩.৬ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা (Public Health and Health Services)		
৩.৬.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের সেনিটারি পদ্ধতির পায়খানা চালুকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৩। সিটি কর্পোরেশনসমূহ ৪। পৌর প্রশাসনসমূহ ৫। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৬.২	দেশের নদীনালা ও খালবিলসহ যে কোনো জলাশয়ে শিল্প, পৌর, কৃষি ও অন্য কোনো প্রকার দূষিত/ক্ষতিকর বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টিকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ওয়াসা, ইত্যাদি) ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৬.৩	শহরাঞ্চলে বদ্ধ গাড়িতে রাতের বেলা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন বা ডাস্টবিন বা আবর্জনা স্তূপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.৬.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেনিটারি ল্যান্ড-ফিলিং (sanitary land-filling) পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় 3R (reduce/reuse/ recycle) কার্যক্রম গ্রহণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ/"বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় Sanitary Land Filling; Waste to Biogas, Biogas to Electricity and Composting পদ্ধতির বাস্তাবায়ন ও সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় 3R(Reduce, Reuse and Recycle) কার্যক্রম গ্রহণ ও এর যথাযথ বাস্তাবায়ন নিশ্চিতকরণ"	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.৬.৫	এক্স-রেসহ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, মেডিক্যাল বর্জ্য, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষণা ও শক্তিচুল্লি প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৫। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৬। শিল্প মন্ত্রণালয়
৩.৬.৬	পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
৩.৬.৭	ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে নগর ও অন্যান্য অঞ্চলে পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ২। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৩.৭ আবাসন, গৃহায়ন ও নগরায়ন **(Accommodation, Housing and Urbanization)**		

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৭.১	গৃহায়ন ও নগরায়নের জন্য প্রস্তাবিত সকল জাতীয় আঞ্চলিক প্রকল্প ও মাস্টার প্লান প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং Strategic Environmental Assessment(SEA) করা	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। গণপূর্ত অধিদপ্তর ৬। স্থাপত্য অধিদপ্তর ৭। হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.৭.২	শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত করা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ৪। পরিকল্পনা কমিশন
৩.৭.৩	দেশের প্রধান ও বৃহৎ শহরগুলিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপশহর নির্মাণ এবং জেলা শহর ও উপজেলা শহরসমূহে উন্নত নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। আবাসন পরিদপ্তর ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ ৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭। হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.৭.৪	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌরপার্ক ও উদ্যান স্থাপন করে নিবিড় বনায়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। বন অধিদপ্তর
৩.৭.৫	দেশের প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলিতে নিবিড় ও সমন্বিত পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ	১। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৩.৭.৬	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পএলাকা পৃথকীকরণের জন্য SEA এর মাধ্যমে Zoning করা; পরিবেশবান্ধব বিশদ আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ও পৌরকর্তৃপক্ষ ৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৭। সার্ভে অব বাংলাদেশ
৩.৭.৭	গৃহ ও নগরায়নের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত মনিটরিং ও জরিপের ব্যবস্থা রাখা	১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ৪। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ৫। স্পারসো ৬। সার্ভে অভ বাংলাদেশ ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৭.৮	সকল নগর এলাকায় উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলা; পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে উপযুক্ত স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা; শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য নগর বনায়নসহ সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ ৪। ওয়াসাসমূহ ৫। বন অধিদপ্তর ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৮ শিক্ষা ও গণসচেতনতা (Education and Mass Awareness)		
৩.৮.১	পরিবেশ সংক্রান্ত গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ইহাতে তথ্য, শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তা প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। তথ্য মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৮.২	প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা	১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.৮.৩	গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্তকরণ	১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩.৮.৪	সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষাঙ্গনে বনায়ন, পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা ও সম্মাননা প্রদান	১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৩.৯ বন ও বন্যপ্রাণী (Forest and Wildlife)		
৩.৯.১	বনজসম্পদ সংরক্ষণ, বননিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নূতন বনায়ন; সরকারি বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত করিবার কাজ ত্বরান্বিত করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.২	সকল উন্নয়ন প্রকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বনায়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সকল বনায়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিকল্পনা কমিশন ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৫। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৬। বালাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৯.৩	সামাজিক ও পল্লী বনায়ন কর্মসূচির ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বৃক্ষ ও বনজসম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.৪	ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (agro-forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিতকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫। কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়
৩.৯.৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণীর আবাস ও খাদ্য সুবিধার নিমিত্ত বনজ গাছের পাশাপাশি ফলদ গাছ রোপণ ও পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৯.৬	দেশে বনজসম্পদভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকল্প কাঁচামালের উৎস সন্ধানসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিতকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। বিসিএসআইআর
৩.৯.৭	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.৮	বন্য পশুপাখি শিকার এবং বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর চামড়া রপ্তানির উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ তথা অভয়ারণ্য/রক্ষিত এলাকা সৃষ্টিকে উৎসাহ প্রদান	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.৯	দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। তথ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.৯.১০	কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী ও জ্বালানি ইত্যাদির ব্যবহার এবং কাঠ আমদানি উৎসাহিত করা	১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২। তথ্য মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৭। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৯.১১	বন-উজাড়, বন-সম্প্রসারণ, বনায়নের পরিস্থিতি ও বন প্রতিবেশের অবস্থা নিরূপণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। স্পারসো
৩.৯.১২	বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজসম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.১৩	বন্যপ্রাণী, পশুপাখি ও জলাভূমি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
৩.৯.১৪	বনজসম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন (core zone) ও বাফার জোন (buffer zone) নির্ধারণ করিয়া কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া শুধুমাত্র বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সীমাবদ্ধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বন অধিদপ্তর ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৯.১৫	ট্রেনের অপারেশন লাইনের বাইরে অব্যবহৃত রেল ভূমিতে বনায়ন	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.১০ জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তা (Biodiversity, Ecosystem Conservation and Biosafety)		
৩.১০.১	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য সমীক্ষা পরিচালনাকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১০.২	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ আমদানি নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বন অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৯। মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১০। জননিরাপত্তা বিভাগ ১১। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১০.৩	কৌলিতাত্বিকভাবে পরিবর্তিত (GMO/LMO) উদ্ভিদ ও প্রাণীর জাতসহ বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আমদানি, চাষ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণসহ সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কঠোরভাবে অনুসরণ। তবে আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আমদানি, চাষ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাত নিষিদ্ধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১২। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৩। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি ১৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ১৫। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৬। মৎস্য অধিদপ্তর ১৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৮। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১০.৪	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)-সমূহে সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর
৩.১০.৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের আবাসস্থলের গুণগতমান বজায় রাখিতে পারিপার্শ্বিক ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৫। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১১ পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems)		
৩.১১.১	পাহাড় ও টিলা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়া থাকে বিধায় এইগুলির অবক্ষয় রোধ এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা; এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৫। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। বন অধিদপ্তর ১১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ১২। জননিরাপত্তা বিভাগ ১৩। পার্বত্য জেলা প্রশাসন ১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১১.২	পাহাড়ী এলাকায় ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে বনায়ন, পাহাড় সংরক্ষণ, টেকসই কৃষির প্রবর্তন ও পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯। বন অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.১১.৩	ম্যাপিং, জোনিংসহ পাহাড়ী এলাকার বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলা; পাহাড় সংরক্ষণ এবং পাহাড়ী এলাকার ব্যবহার সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৬। স্পারসো ৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.১২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (Fisheries and Livestocks)		
৩.১২.১	হাওর, বাওড়, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করে এইগুলিকে মৎস্যচাষের জন্য জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা; এই সব জলাভূমির আয়তন সংকুচিত না করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশহাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১০। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১২.২	দেশের সকল দিঘি ও পুকুরে মৎস্যচাষ উৎসাহিত করা এবং দেশের পুকুর, খাল, বিল, দিঘি ইত্যাদি জলাভূমিকে প্রত্যেক বছর সেচিয়া মৎস্যসম্পদ সমূলে ধ্বংস করিবার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা; সমুদ্রের পোনা, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদের ব্যাপারে অনুরূপ পরিবেশসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা ৫। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১২.৩	ল্যান্ড জোনিংয়ের মাধ্যমে চিংড়িচাষ এলাকা নির্ধারণ করিতে হইবে। চিংড়িসম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক চাষপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। চিংড়িচাষ এলাকায় পরিবেশ সমুন্নত রাখার পাশাপাশি জৈব চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সমন্বিত চাষ (integrated farming) পদ্ধতির প্রচলনকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। মৎস্য অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১২.৪	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বালাইদমন ও মহামারী প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যক্রম জোরদারকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ৩। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়
৩.১২.৫	যত্রতত্র পশুজবাই রোধ করিবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আধুনিক কসাইখানা স্থাপন; গবাদি পশু ও পাখির মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা ও কসাইখানাসমূহের বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ৪। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩.১২.৬	গ্রামাঞ্চলে বর্তমান গোচারণভূমি রক্ষা এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনতম পরিমাণ এলাকা চারণভূমি হিসাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৩.১২.৭	হাওর, বাওড়, বিল, দিঘি ইত্যাদি জলাভূমির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং ও গবেষণা করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩। স্পারসো ৪। সার্ভে অব বাংলাদেশ ৫। বাংলাদেশহাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭। মৎস্য অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১২.৮	প্রাণিসম্পদের আবাসস্থল সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, চিকিৎসা সম্প্রসারণ এবং মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিহারকরণ	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। সড়ক ও জনপদ বিভাগ ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৭। মৎস্য অধিদপ্তর
৩.১২.৯	দেশীয় প্রাণীর তালিকা (inventory) প্রস্তুত এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত কৌলিক সম্পদ (genetic resources) সংরক্ষণ; গৃহপালিত প্রাণী প্রতিপালনে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩.১২.১০	দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে এবং এর উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় জাত আমদানি/সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত জাতের ফডারের প্রচলন, পশুখাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ ও টিকা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষ জনবল তৈরি করা	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)		
৩.১৩.১	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ৮। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৯। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১০। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.১৩.২	সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্যারাবন (mangrove) পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ এবং সমুদ্র উপকূল জুড়িয়া সবুজ বেষ্টনী গড়িয়া তোলা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট
৩.১৩.৩	উপকূলীয় এলাকায় নূতন জাগিয়া ওঠা ভূমি সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল করিবার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা	১। ভূমি মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩.১৩.৪	দেশের সমুদ্রসীমার (territorial water) দূষণ রোধকল্পে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৮। বিআইডব্লিউটিএ ৯। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.১৩.৫	সামুদ্রিক জলভাগে কোনো নৌ-দুর্ঘটনার (যেমন- oil spilage) কারণে দূষণ রোধকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় জরুরি কর্মসূচি (local and national contingency) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যক্রম সমন্বয় করা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৬। মেরিন একাডেমি ৭। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১০। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১১। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৩.৬	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজের জমাকৃত আবর্জনা স্থানান্তর এবং জাহাজ হইতে বর্জ্যতৈল ও তৈল জাতীয় সামগ্রী পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের জন্য জরুরিভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল সমুদ্র বন্দরে বর্জ্যপদার্থ গ্রহণ এবং বর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো নির্মাণ এবং Oil Spilage-এর জন্য Contingency Plan প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৫। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.১৩.৭	সমুদ্রে বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপের পূর্বে উহার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিরূপণ এবং পরিবেশে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৩.১৩.৮	উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সকল প্রকার সম্পদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে জরুরিভিত্তিতে একটি সমন্বিত 'কোস্ট গার্ড' ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৩.১৩.৯	দেশের সমুদ্রসীমার দূষণরোধ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় নূতন জাগিয়া ওঠা ভূমির পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫। স্পারসো ৬। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৮। বন অধিদপ্তর ৯। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩.১৩.১০	সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব মোকাবেলা ও প্রশমনের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন ও অতিমাত্রায় জনসমাগম নিষিদ্ধকরণ	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। ভূমি মন্ত্রণালয় ৪। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৭। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.১৪ প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (Ecotourism)		
৩.১৪.১	পর্যটন নীতি প্রণয়ন, বিদ্যমান নীতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা কমিশন ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। ভূমি মন্ত্রণালয় ৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৪.২	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে পর্যটন এলাকায় শিল্পায়ন নিষিদ্ধ করা এবং পর্যটনের কারণে সৃষ্ট সকল বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.১৪.৩	জনপ্রিয় পর্যটন এলাকার পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইলে পর্যটন নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
৩.১৪.৪	জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এবং প্রতিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকায় পর্যটনশিল্প না গড়া বা সীমিত করা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
৩.১৪.৫	প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন (ecotourism) কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৪। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
৩.১৫ শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development)		
৩.১৫.১	দূষণকারী চিহ্নিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ী লাগসই প্রযুক্তি প্রচলন এবং Clean Development Mechanism (CDM) পদ্ধতির প্রয়োগ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৫। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৭। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ৮। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন ৯। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ১০। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১১। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ১৩। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৪। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন ১৫। বস্ত্র অধিদপ্তর ১৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৭। পরিকল্পনা কমিশন ১৮। অর্থ বিভাগ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		১৯। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২১। পরিবেশ অধিদপ্তর ২২। জননিরাপত্তা বিভাগ ২৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৩.১৫.২	বিদ্যমান সকল দূষণকারী শিল্পে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৪। পরিকল্পনা কমিশন ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৫.৩	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সকল নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৬। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ৭। বস্ত্র পরিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ব্যাংক
৩.১৫.৪	পরিকল্পিতভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে (Strategic Environmental Assessment-SEA)-এর মাধ্যমে ল্যান্ড জোনিংয়ের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিল্পএলাকা গড়িয়া তোলা; আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন নিষিদ্ধ করা এবং আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান শিল্পকারখানাসমূহকে নির্ধারিত শিল্পএলাকায় স্থানান্তর করা	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৫। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ৬। জেলা প্রশাসন ৭। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ ৮। উপজেলা প্রশাসনসমূহ ৯। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ১০। বস্ত্র অধিদপ্তর ১১। পরিকল্পনা কমিশন ১২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩.১৫.১০	শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন (3R) পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাস এবং শূন্য নির্গমন ত্বরান্বিতকরণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বস্ত্র অধিদপ্তর ৬। বিসিক

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৫.১১	শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার (occupational environmental health) বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩। প্রধান কারখানা পরিদর্শকের দপ্তর ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) ৭। বস্ত্র অধিদপ্তর ৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৯। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১১। বিসিক
৩.১৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (Energy and Mineral Resources)		
৩.১৬.১	জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্যে উন্নতমানের চুলা প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং শহরে গ্যাসের ও বিদ্যুতের অপচয় রোধে প্রিপেইড মিটার স্থাপন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বিসিএসআইআর ৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। বন অধিদপ্তর ৮। বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণের বিভিন্ন কোম্পানি
৩.১৬.২	গ্রামাঞ্চলে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ যাহাতে জ্বালানিকাঠ, কৃষিবর্জ্য, গোবর ইত্যাদি সাশ্রয়পূর্বক এইগুলি কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) ৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪। বন অধিদপ্তর ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.১৬.৩	গ্রামাঞ্চলে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, মিনি হাইড্রোইলেকট্রিক ইউনিট ও স্রোতশক্তি এবং বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। বিসিএসআইআর ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৬.৪	ডিজেলে সালফারের পরিমাণ এবং পেট্রোলে সীসার পরিমাণ হ্রাস করাসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বালানিতে দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন ৩। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৩.১৬.৫	জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার সম্প্রসারণ; প্রচলিত জ্বালানির বিকল্প উৎস আবিষ্কারের জন্য গবেষণা জোরদারকরণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিসিএসআইআর ৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৪। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ৫। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৬.৬	যে কোনো প্রকার প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানির ব্যবহার ও রূপান্তর যাহাতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানিও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.১৬.৭	দেশের জ্বালানিশক্তির নিরাপত্তা বিধানকল্পে জ্বালানি সম্পদের নিরাপদ মজুদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; জ্বালানির উৎস বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- তৈল, গ্যাস, কয়লা, পিট ইত্যাদি আহরণ ও বিতরণ যাহাতে বায়ু, পানি, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালেন্স এবং ইকোসিস্টেমের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পেট্রোবাংলা
৩.১৬.৮	পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৪। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
৩.১৬.৯	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালন	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২। জননিরাপত্তা বিভাগ ৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৪। বিআরটিএ ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩.১৭ যোগাযোগ ও পরিবহন (Communication and Transportation)		
৩.১৭.১	দেশের স্থলপথ ব্যবস্থা যাহাতে সার্বিকভাবে পরিবেশসম্মত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা যাহাতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৩। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬। এলজিইডি
৩.১৭.২	রেল ও সড়কপথে চলাচলকারী যানবাহন হইতে গণস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করা এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পরিবেশ দূষণ না করে সেইজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ও স্থলবন্দরসহ রেল জংশন এবং টার্মিনালে বর্জ্য গ্রহণ ও বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। বিআরটিএ ৩। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভা
৩.১৭.৩	সড়ক, রেল ও জলপথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া ও শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং সকল যানবাহনের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল যানবাহন তৈরির দেশীয় কারখানাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান এবং নির্দেশ প্রতিপালন বিষয়ে উপযুক্ত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখা	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৪। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ৫। জননিরাপত্তা বিভাগ ৬। বাংলাদেশ পুলিশ ৭। বিআরটিএ ৮। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.৪	অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযান হইতে নিঃসরিত দূষক দ্বারা যাহাতে পানিদূষণ না ঘটে সেই দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন ৪। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৫	অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর ও ডকইয়ার্ডে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৬	বিমানবন্দর নির্মাণের ফলে যাহাতে কোনোরূপ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৭	উড়োজাহাজ চলাচলের ফলে বায়ু ও শব্দদূষণের প্রকোপ হ্রাসে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন	১। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৪। বাংলাদেশ বিমান ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৮	রেলপথসহ যে সকল গণপরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম দূষণ সৃষ্টি করে সেইগুলির ব্যবহার উৎসাহিত করা	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.৯	রাস্তা ও রেলপথের দুইপাশে বনায়ন/সবুজায়ন	১। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। বন অধিদপ্তর ৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.১০	মহানগরীর সকল ফুটপাত দখলমুক্ত করে পথচারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বিশেষ লেন নির্মাণ করিয়া সাইকেল চালনা উৎসাহিতকরণ	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.১৭.১১	নৌপথে চলাচলকারী নৌযান হইতে তৈলাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ২। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৭.১২	পর্যায়ক্রমে ডেমু ট্রেনকে ইলেকট্রিক ট্রেনে রূপান্তর করা	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.১৮ জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resources Management)		
৩.১৮.১	দেশের বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং ২০২১ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি দেশের সম্পদ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের উপর কী সুনির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিবে সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রণয়ন; সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৪। পরিকল্পনা কমিশন

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৮.২	দেশের জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৩। পরিকল্পনা কমিশন ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.১৮.৩	বিভিন্ন সেক্টরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৪। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ৫। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১৮.৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের অন্যতম সমস্যা চিহ্নিত করিয়া এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত এই সংখ্যা স্থিতিশীল করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ৫। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১৮.৫	দেশের দরিদ্র অংশ যেহেতু পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান ও ত্বরিৎ শিকার হয়, তাই স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও পরিবেশ অবনয়নজনিত সমস্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পরিকল্পনা কমিশন
৩.১৯ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি ও অভিযোজন (Climate Change Preparedness)		
৩.১৯.১	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম গৃহায়ণ-যোগাযোগ-জ্বালানি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি-খাদ্য-পানীয়-শিল্প উৎপাদন, আহরণ, পরিচালনা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। গৃহায়ণ ও গুণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৯। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১০। শিল্প মন্ত্রণালয় ১১। রেলপথ মন্ত্রণালয় ১২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ১৩। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.১৯.২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬। পরিকল্পনা কমিশন ৭। অর্থ মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। স্পারসো ১০। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ১২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১৯.৩	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগণের (climate displaced/climate migrants) পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৮। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৯। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১০। পরিকল্পনা কমিশন ১১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১২। সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৪। সকল সিটি করপোরেশন ও পৌর কর্তৃপক্ষ
৩.১৯.৪	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মানুষসহ সকল জীবের অভিযোজন সক্ষমতা, অভিযোজনের ধরন অনুধাবন এবং অভিযোজনে সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ২। সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ৩। সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৩.১৯.৫	কৃষি ও শিল্পখাতসহ সকল কার্যক্রমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী/গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন যথাসম্ভব নিম্ন পর্যায়ে রাখা এবং উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রতিবেশের উপর চাপ কমাইতে 3R পদ্ধতি অনুসরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। কৃষি মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। পরিবেশ অধিদপ্তর ৭। মৎস্য অধিদপ্তর ৮। বিসিক ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩.১৯.৬	জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলে একযোগে কাজ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩.২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)		
৩.২০.১	সকল প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তা মোকাবেলার কর্মপদ্ধতি অন্তর্ভুক্তকরণ	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২০.২	প্রত্যেক শিল্পকারখানা ও প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। তথ্য মন্ত্রণালয় ১১। তথ্য অধিদপ্তর ১২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.২০.৩	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তার ক্ষতির দিকসমূহ চিহ্নিতকরত তার মোকাবেলায় সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণ; ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। পরিকল্পনা কমিশন
৩.২০.৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত দুর্যোগের তথ্য বিনিময় নেটওয়ার্ক স্থাপন; দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। তথ্য মন্ত্রণালয় ৮। তথ্য অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। বন অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১২। স্পারসো ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৫। পরিকল্পনা কমিশন ১৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২০.৩	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং তার ক্ষতির দিকসমূহ চিহ্নিতকরত তার মোকাবেলায় সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণ; ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১১। পরিকল্পনা কমিশন
৩.২০.৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত দুর্যোগের তথ্য বিনিময় নেটওয়ার্ক স্থাপন; দুর্যোগ এড়ানো বা ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখিতে যথাসময়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। তথ্য মন্ত্রণালয় ৮। তথ্য অধিদপ্তর ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। বন অধিদপ্তর ১১। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১২। স্পারসো ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৫। পরিকল্পনা কমিশন ১৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.২০.৫	বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্প গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। পরিকল্পনা কমিশন ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২০.৬	দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩। অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ৬। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২০.৭	দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত বুকলেট ও প্রচারপত্র সকলের মাঝে বিতরণ	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬। অর্থ মন্ত্রণালয় ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১০। পরিকল্পনা কমিশন
৩.২১ বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Science, Research, Information and Communication Technologies)		
৩.২১.১	পরিবেশসম্মত ও টেকসই প্রযুক্তিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করিবার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২১.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম জোরদার ও উৎসাহিত করা	১। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ২। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৩.২১.৩	১৯৮৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত সকল ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংযোজন	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২১.৪	দেশের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করা এবং তদ্‌নুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২১.৫	উন্নত দেশসমূহ হইতে প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) জোরদার করিয়া "Low Carbon Growth Path" সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। বিএসটিআই
৩.২২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা (Management of Chemical Substances)		
৩.২২.১	আমদানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদিসমূহের ইনভেন্টরি প্রস্তুতপূর্বক সার্বিক নজরদারি ও তদারকি পদ্ধতি নির্ধারণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। খাদ্য অধিদপ্তর ৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২২.২	রাসায়নিক দ্রব্যাদিসমূহ উৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবহার বিধি, মজুদ পদ্ধতি, পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বিধি বিধানের আওতায় ব্যবস্থাপনা কর্যক্রম গ্রহণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। খাদ্য অধিদপ্তর ৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৯। কৃষি মন্ত্রণালয় ১০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.২২.৩	শিল্পখাতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার, গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক এবং জনস্বার্থে ব্যবহৃত রাসায়নিকসমূহের আমদানিপূর্ব বিধি-বিধানের আলোকে নিয়ন্ত্রণকরণ; আমদানিপরবর্তী উৎপাদন, প্রায়োগ ও ব্যবহার পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ইনভেন্টরির আলোকে রাসায়নিকসমূহের বিচলন (movement) নীতিমালার আলোকে নজরদারিকরণ	১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিএসটিআই ৫। খাদ্য অধিদপ্তর ৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর ৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৯। কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.২২.৪	আন্তর্জাতিকভাবে স্বাক্ষরিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত কনভেনশন, প্রটোকল, ট্রিটিসমূহ (যথাঃ Stockholm Convention, Minamata Convention, Basel Convention, Rotterdam Convention, Montreal Protocol ইত্যাদি) বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	১। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২২.৫	নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জননিরাপত্তা বিবেচনাকরণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ৬। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৭। পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.২২.৬	বর্তমানে বিদ্যমান আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ও চিহ্নিত বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে নিরাপদ ফেজআউট (phase out) পদ্ধতি প্রচলনকরণ	১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বিসিএসআইআর ৪। বিএসটিআই ৫। বিসিআইসি
৩.২৩ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Other Pollution Control)		
৩.২৩.১	শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন- নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক শব্দ সৃষ্টিকারী হাইড্রলিক হর্নসহ সকল প্রকার হর্ন, জেনারেটর, প্রচার (মাইক/বাদ্যযন্ত্র), অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যন্ত্রপাতি	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। জননিরাপত্তা বিভাগ ৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬। তথ্য মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৯। নির্বাচন কমিশন ১০। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১১। পরিবেশ অধিদপ্তর ১২। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
৩.২৩.২	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য অনুকম্পন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও আলোকদূষণের নির্দিষ্ট মানমাত্রা নির্ধারণপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৪। বিএসটিআই ৫। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৬। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৭। এলজিইডি
৩.২৩.৩	অনুকম্পনজনিত দূষণ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত দূষণ ও আলোকদূষণ রোধকরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৪। শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬। তথ্য মন্ত্রণালয় ৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
৩.২৩.৪	গৃহ অভ্যন্তরীণ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মানমাত্রা নির্ধারণ এবং গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। তথ্য মন্ত্রণালয় ৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৫। তথ্য অধিদপ্তর
৩.২৩.৫	Waste heat recover এবং সকল প্রকার তাপীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ	১। শিল্প মন্ত্রণালয় ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। বিদ্যুৎ বিভাগ
৩.২৪ পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ (Environment Friendly Economic Development, Sustainable Production and Consumption)		
৩.২৪.১	দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে যথাসম্ভব পরিবেশবান্ধব করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.২	যেই সকল সেক্টরে কার্বন উৎপাদন কম সেই সকল সেক্টরে জনবলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৩	অধিক মাত্রায় পরিবেশবান্ধব কাজ সৃষ্টি করা	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৪	গৃহস্থালি, কৃষিজকাজ ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং কম কার্বন উৎপাদক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও ব্যবহার করা	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২৪.৫	আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৬	বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন (Waste to Energy) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈবসার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ	২। কৃষি মন্ত্রণালয় ২।পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। শিল্প মন্ত্রণালয় ৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৫। পরিবেশ অধিদপ্তর ৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩.২৪.৭	অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে থাকে এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৮	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যমান (Economic Valuation) বিবেচনাকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান
৩.২৪.৯	"টেকসই উৎপাদন ও ভোগ"-এর প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কতিপয় সেক্টর যেমন- পানিখাত, জ্বালানিখাত, টেকসই পরিবহন ও যোগাযোগখাত, শিল্পখাত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য, গৃহনির্মাণ, নগর উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার, টেকসই গণক্রয়, ইকোলেবেলিং, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, দূষণমুক্ত উৎপাদন প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় ৫। ভূমি মন্ত্রণালয় ৬। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৮। পরিবেশ অধিদপ্তর ৯। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২৪.১০	"টেকসই উৎপাদন ও ভোগ"-এর প্রসারে ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কার্যকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনাকরণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রাণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.২৪.১১	"টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় carbon footprint, energy footprint, water footprint, ecological footprint, food footprint হ্রাসকরণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রাণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২৪.১২	"টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" প্রসারের লক্ষ্যে ধনী ও গরীব জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ ও হ্রাসকরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ	১। বিদ্যুৎ বিভাগ ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩। কৃষি মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫। শিল্প মন্ত্রণালয় ৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ৭। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রাণালয় ৯। পরিবেশ অধিদপ্তর ১০। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৪.০ আইনগত কাঠামো **(Legal Frame)**		
৪.১	পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এর আলোকে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৪.২	আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নূতন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৪.৩	নূতন যে কোনো আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নূতন আইন বা সংশোধিত আইন পরিবেশসম্মত হওয়া নিশ্চিতকরণ	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
৪.৪	পরিবেশ সংক্রান্ত যেই সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো **(Organizational Set-up)**		
৫.১	উল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ	১। সংশ্লিষ্ট সকলমন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫.২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারি সেক্টর ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা	১। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২। শিল্প মন্ত্রণালয় ৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪। সমাজসেবা অধিদপ্তর ৫। সমবায় অধিদপ্তর
৫.৩	পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয়করণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৫.৪	সরকার প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটি কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ নীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান; এই কমিটির সভা বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হওয়া	১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.৫	সকল শিল্পইউনিট ও দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণেরবিষয় পর্যালোচনা করিবার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রকল্প সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২। পরিকল্পনা কমিশন ৩। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৫.৬	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের পরিবেশের অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৫.৭	ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃপ্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন	১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৫.৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি (policy), পরিকল্পনা (plan) এবং কর্মসূচির (programme) উপর Strategic Environmental Assessment (SEA) সম্পাদন	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৩। পরিবেশ অধিদপ্তর
৬.০ জাতীয় পরিবেশ নীতি পরিপালন **(National Environment Policy Compliance)**		
	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সংবিধানে বিবৃত উল্লিখিত মূলনীতি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলনের এবং পরিবেশকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক এই নীতি পরিপালন করা হইবে।	১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)

Act No V of 1898

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)
Act No V of 1898
CHAPTER I

Sec. 1. Short title. Commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure, 1898; and it shall come into force on the first day of July, 1898.

(2) It extends to the whole of Bangladesh; but, in the absence of any specific provision to the contrary, nothing herein contained shall affect any special Law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed, by any other law for the time being in force.

Sec. 4. Definitions.- (1) In this Code the following words and expressions have the following meanings, unless a different intention appears from the subject or context:-

(b) "boilable offence" means an offence shown as boilable in the second schedule, or which is made boilable by any other law for the time being in force; and "non-boilable offence" means any other offence;

(f) "cognizable offence" means an offence for, and "cognizable case" means a case in, which a police-officer may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant;

(1) "investigation" includes all the proceedings under this Code for the collection of evidence conducted by a police-officer or by any person (other than a Magistrate) who is authorized by Magistrate in this behalf ;

(n) "Non-cognizable offence" means an offence for, and "non- cognizable case" means a case in, which a police-officer may not arrest without warrant;

Sec.5. Trial of offences under Penal Code.- (1) All offences under the Penal Code shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with, according to the provisions hereinafter contained.

(2) All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with, according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences.

CHAPTER V
A- Arrest generally

Sec. 46. Arrest how made.- (1) In making an arrest the Police-officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action.

(2) If such person forcibly resists the endeavor to arrest him, or attemps to evade the arrest, such Police-officer or other person may use all means necessary to effect the arrest.

(3) Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or with transportation for life.

Sec. 47. Search of place entered by Person sought to be arrested.- If any person acting under a warrant of arrest, or any Police-officer having authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into, or is within, any place, the person residing in, or being in charge of, such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such Police-officer, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

Sec. 48. Procedure where ingress not obtainable.- If ingress to such place cannot be obtained under section 47 it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a Police-officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose, and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such place is an apartment in the actual occupancy of a woman (not being the person to be arrested) who, according to custom, does not appear in public such person or Police-officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it.

Sec. 49. Power to break open doors and windows for purposes of liberation.-Any Police-officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein.

Sec. 50. No unnecessary restraint.- The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.

Sec. 51. Search of arrested persons.- Wherever a person is arrested by a Police-officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, and

Whenever a person is arrested without warrant, or by private person under a warrant, and cannot legally be admitted to bail, or is unable to furnish bail,

The officer making the arrest or, when the arrest is made by a private person, the Police-officer to whom he makes over the person arrested, may search such person, and place in safe custody all articles, other than necessary wearing-apparel, found upon him.

Sec. 52. Mode of searching women.- Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by. another woman, with strict regard to decency.

B- Arrest without Warrant

Sec. 54. When Police may arrest without warrant.- (1) Any Police-officer may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest,-

first, any person who has been concerned in any cognizable offence or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned ;

secondly, any person having in his possession without lawful excuse, the burden of proving which excuse shall lie on such person, any implement of house-breaking;

thirdly, any person who has been proclaimed as an offender either under this Code or by order of the Government;

fourthly any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing;

fifthly, any person who obstructs a Police-officer while in the execution of his duty, or who has escaped. or attempts to escape, from lawful custody;

sixthly, any person reasonably suspected of being a deserter from the armed forces of Bangladesh;

seventhly, any person who has been concerned in, or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, any act committed at any place out of Bangladesh, which, if committed in Bangladesh, would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating to extradition or under the Fugitive Offenders Act, 1881, or otherwise, liable to be apprehended or detained in custody in Bangladesh;

eighthly, any released convict committing a breach of any rule made under section 565, sub-section (3);

ninthly, any person for whose arrest a requisition has been received from another police-officer, provided that the requisition

specified the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued. the requisition.

Sec. 60. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of Police-station.- A police-officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a Magistrate having jurisdiction in the case, or before the officer in charge of police-station.

Sec. 61. Person arrested not to be detained more than twenty-four hours.- No police-officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a Magistrate under section 167, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court.

Sec. 62. Police to report apprehensions.- Officers in charge of police-stations shall report in 'a Metropolitan Area, to the Chief Metropolitan Magistrate, and in other areas, to the District Magistrate, or if the District Magistrate so directs, to the Sub-divisional Magistrate, the cases of all persons arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.

Sec. 63. Discharge of person apprehended.- No person who has been arrested by a police-officer shall be discharged except on his own bond, or on bail, or under the special order of a Magistrate.

Sec. 64. Offence committed in Magistrate's presence.- When any offence is committed in the presence of a Magistrate within the local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody.

Sec. 65. Arrest by or in presence of Magistrate.- Any Magistrate may at any time arrest or direct the arrest, in his presence, within the local limits of his jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant.

Sec. 66. Power, on escape, to pursue and retake.- If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in Bangladesh.

Sec. 67. Provisions of section 47, 48 and 49 to apply to arrests under section 66.- The, provisions of sections 47, 48. and 49 shall apply to arrests under section 66, although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police-officer having authority to arrest.

CHAPTER VII

B- Search-warrants

Sec. 96. When search-warrant may be issued.- (1) Where any Court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95, sub-section (1), has been or might be addressed, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition,

or where such document or thing is not known to the Court to be in the possession of any person,

or where the Court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceeding under this Code will be served by a general search or inspection,

it may issue a search-warrant; and the person to whom such warrant is directed, may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained.

(2) Nothing herein contained shall authorize any Magistrate other than a District Magistrate or Chief Metropolitan .Magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the Postal or Telegraph authorities.

D- General Provisions relating to Searches.

Sec. 102. Persons in charge of closed place to allow search.- (1) Whenever any place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person residing in, or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

(2) If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in manner provided by section 48.

(3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched. If such person is a woman, the directions of section 52 shall be observed.

Sec. 103. Search to be made in presence of witnesses.- (1) Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(2) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by: such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the. Court as a witness of the search unless specially summoned by it.

(3) The occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section, signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person at his request.

(4) When any person is searched under section 102, sub-section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person at his request.

(5) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Penal Code.

CHPATER XIV

Information to the Police and their powers to Investigate

Sec. 154. Information in cognizable cases.- Every information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police-station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the Government may prescribe in this behalf.

Sec. 155. Information in non-cognizable cases.- (1) When information is given to an officer in charge of a police-station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the information to the Magistrate.

(2) No police-officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate of the first or second class having power to try such case or send the same for trial.

(3) Any police-office receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation (except the power to arrest without warrant) as an officer in charge of a police-station may exercise in a cognizable case.

Sec. 156. Investigation into cognizable cases.- (1) Any officer in charge of a police-station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XV relating to the place of inquiry or trial.

(2) No proceeding of a police-officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.

(3) Any Magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above-mentioned.

Sec. 157. Procedure where cognizable offence suspected.- (1) If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police-station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police-report, and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the Government may, by general or special order, prescribe in this behalf to proceed to the spot, to investigate

the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender:

Provided as follows:-

(a) when any information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police-station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot;

(b) if it appears to the officer in charge of a police-station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case.

(2) In each of the cases mentioned in clauses (a) and (b) of the proviso

the sub-section (1), the officer in charge of the police-station shall state in his said report his reasons for not fully complying with the requirements of that sub-section, and in the case mentioned in clause (b), such officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the Government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated.

Sec. 158. Reports under section 157 how submitted.- (1) Every report sent to a Magistrate under section 157 shall, if the Government so directs, be submitted through such superior officer of police as the Government, by general or special order, appoints in that behalf.

(2) Such superior officer may give such instructions to the officer in

charge of the police-station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the Magistrate.

Sec. 159. Power to hold investigation of preliminary inquiry.- Such Magistrate, on receiving such report, may direct an investigation or, if he thinks fit at once proceed, or depute any Magistrate subordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in manner provided in this Code.

Sec. 160. Police-officer's power to require attendance of witnesses.- Any police-officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the circumstances of the case; and such person shall attend as so required.

Sec. 161. Examination of witnessed by police.- (1) Any police-officer making an investigation under this Chapter or any police-officer not below such rank as the Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) Such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by such officer, other-than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(3) The police-officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so he shall make a separate record of the statement of each such person whose statement he records.

Sec. 162. Statements to police not to be signed; use of such statements in evidence.- (1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police-diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose (save as hereinafter provided) at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made:

Provided that, when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the Court shall on the request of the accused, refer to such writing and direct that the accused be furnished with a copy thereof, in order that any part of such statement, if duly proved, may be used to contradict such witness in the manner prescribed by section 145 of the Evidence Act, 1872. When any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination:

Provided further that, if the Court is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject-matter of the inquiry or trial or that its disclosure to the accused is not-essential in the interests of justice and is inexpedient in the public interests, it shall record such opinion (but not the reasons therefore) and shall exclude such part from the copy of the statement furnished to the accused.

(2) Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement

falling within the provisions of section 32, clause (1), of the Evidence Act, 1872 or to affect the provisions of section 27 of that Act.

Sec. 163. No inducement to be offered.- (1) No police-officer or other person in authority shall offer or make, or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in the Evidence Act, 1872, section 24.

(2) But no police-officer or other person shall prevent, by any caution

or otherwise, any person from making in the course of any investigation under this Chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will.

Sec. 164. Power to record statement and confessions.- (1) Any Metropolitan Magistrate, any Magistrate of the fast class and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf by the Government may, if he is not a police-officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this Chapter or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial.

(2) Such statements shall be recorded in such of the manners hereinafter prescribed for recording evidence as is, in his opinion, best fitted for the circumstances of the case. Such confessions shall be recorded and signed in the manner provided in section 364, and such statements or confessions shall then be forwarded to the Magistrate by whom the case is to be inquired into or tried.

(3) A Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make confession and that if he does so it may be used as evidence against him and no magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily; and, when he records any confession, he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect:-

"I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him.

(Singed) A. B.,

Magistrate."

Explanation.- It is not necessary that the Magistrate receiving and recording a confession or statement should be a Magistrate having jurisdiction in the case.

Sec. 165. Search by Police-officer.- (1) Whenever an officer in charge of a police-station or a police-officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offence which he is authorised to investigate may be found in any place within the limits of the police-station of which he is in charge, or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing, so far as possible, the thing for which search is to be made, search, or cause search to be made, for such thing in any place within the limits of such station :

Provided that no such officer shall search, or cause search to be made, for anything which is in the custody of a bank or banker in the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (XVII of 1891), and relates, or might disclose any information which relates, to the bank account of any person except,-

(a) for the purpose of investigating an offence under sections 403, 406, 408 and 409 and sections 421 to 424 (both inclusive) and sections 465 to 477A (both inclusive) of the Penal Code with the prior permission in writing of a Sessions Judge; and

(b) in other cases, with the prior permission in writing of the High Court Division.

(2) A Police-officer proceeding under sub-section (1) shall, if practicable, conduct the search in person.

(3) If he is unable to conduct the search in person, and there is no other person competent to make the search present at the time, he may after recording in writing his reasons for so doing require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver to the subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and, so far as possible, the thing for which search is to be made; and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place.

(4) The provisions of this Code as to search warrants and the general provisions as to searches contained in section 102 and section 103 shall, so far as may be, apply to a search under this section.

(5) Copies of any record made under sub-section (1) or sub-section (3) shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate:

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

Sec. 166. When officer in charge of police-station may require another to issue search warrant.- (1) An Officer in charge of a police-station or a police-officer not being below the rank of sub-inspector making an investigation may require an officer in charge of another police-station, whether in the same or a different district, to cause a search to be made in any place, in any case in which the former officer might cause such search to be made, within the limits of his own station.

(2) Such officer, on being so required, shall proceed according to the provisions of section 165, and shall forward the thing found, if any, to the officer at whose request the search was made.

(3) Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police-station to cause a search to be made under sub-section (1) might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for an officer in charge of a police-station or a police-officer making an investigation under this Chapter to search, or cause to be searched, any place in the limits of another police-station, in accordance with the provisions of section 165, as if such place were within the limits of his own station.

(4) Any officer conducting a search under sub-section (3) shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of the police-station within the limits of which such place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list (if any) prepared under section 103, and shall also send to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offense copies of the records referred to in section 165, sub-sections (1) and (3).

(5) The owner or occupier of the place searched shall, on application, be furnished with a copy of any record sent to the Magistrate under sub-section (4):

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

Sec. 167. Procedure when investigation cannot be completed in twenty four hours.- (1) Whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of twenty-four hours fixed by section 61, and there are grounds for believing that the accusation or information is well-founded, the officer in charge of the police-station or the police-officer making the investigation if he is not below the rank of sub-inspector shall forthwith transmit to the nearest Magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such Magistrate.

(2) The Magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such Magistrate thinks fit, for a term not exceeding fifteen days in the whole. If he has not jurisdiction to try the case or send it for trail, and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a Magistrate having such jurisdiction:

Provided that no Magistrate of the third class, and no Magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the Government shall authorise detention in the custody of the police.

(3) A Magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing.

(4) If such order is given by a Magistrate other than the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate, he shall forward a copy of his order, with his reasons for making it, to the Magistrate to whom his immediately subordinate.

(5) If the investigation is not concluded within one hundred and twenty days from the date of receipt of the information relating to the commission of the offence or the order of the Magistrate for such investigation,-

(a) the Magistrate empowered to take cognizance of such offence or making the order for investigation may, if the offence to which the investigation relates is not- punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding ten years, release the accused on bail to the satisfaction of such Magistrate; and

(b) the Court of Session may, if the offence to which the investigation relates is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding ten years, release the accused on bail to the satisfaction of such Court:

Provided that if an accused is not released on bail under this sub-section, the Magistrate or, as the case may be, the Court of Session shall record the reasons for it:

Provided further that in cases in which sanction of appropriate authority is required to be obtained under the provisions of the relevant law for prosecution of the accused, the time taken for obtaining such sanction shall be excluded from the period specified in this sub-section.

Explanation.- The time taken for obtaining sanction shall commence from the day the case, with all necessary documents, is submitted for consideration of the appropriate authority and be deemed to end on the day of the receipt of the sanction order of the authority.

(8) The provisions of sub-section (5) shall not apply to the investigation of an offence under section 400 or section 401 of the Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).

Sec. 168. Report of investigation by subordinate police-officer.- When any subordinate Police-officer has made any investigation under this Chapter, he shall report the result of such investigation to the Officer-in-Charge of the Police-station.

Sec. 169. Release of accused when evidence deficient.- If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the Officer-in-Charge of the police-station or to the Police-officer making the investigation that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a Magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond, with or without sureties, as such officer may direct, to appear if and when so required, before a Magistrate empowered to taken cognizance of the offence on a police report and to try the accused or send him for trial.

Sec. 170. Case to be sent to Magistrate when evidence is sufficient.- (1) If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the Officer-in-charge of the police-station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police-report and to try the accused or send him for trial, if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such Magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such Magistrate until otherwise directed.

(2) When the officer in charge of a police-station forwards an accused person to a Magistrate or takes security for his appearance before such Magistrate under this section, he

shall send to such Magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant (if any) and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the circumstances of the case as he may think necessary, to execute a bond to appear before the Magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence (as the case may be) in the matter of the charge against the accused.

(3) If the Court of the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate is mentioned in the bond, such Court shall be held to include any Court to which such Magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice or such reference is given to such complainant or persons.

(5) The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a

copy thereof to one of the persons who executed it and shall then to the Magistrate the original with his report.

Sec. 171. Complainants and witnesses not to be required to accompany police-officer.- (1) No complainant or witness on his way to the Court of the Magistrate shall be required to accompany as police-officer,

or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience, or required to give any security for his appearance other than his own bond:

Provided that, if any complainant or witness refuses to attend or to execute a bond as directed in section 170, the officer in charge of the police-station may forward him in custody to the Magistrate, who may detain him in custody until he executes such bond, or until the hearing of the case is completed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be

the responsibility of the police-officer to ensure that the complainant or the witness appears before the Court at the time of hearing of the case.

Sec. 172. Diary of proceedings in investigation.- (1) Every police-officer making an investigation under this Chapter shall day by day enter his proceeding in the investigation in a diary setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of the circumstances ascertained through his investigation.

(2) Any Criminal Court may send for the police-diaries of a case under

inquiry or trial in such Court and may use such diaries, not as evidence in the case, but to aid it in such inquiry or trial. Neither the accused nor his agents shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the Court: but, if they are used by the police-officer who made them, to refresh his memory, or if the Court uses them for the purpose of contradicting such police-officer, the provisions of the Evidence Act, 1872, section 161 or section 145, as the case may be, shall apply.

Sec. 173. Report of police-officer.- (1) Every investigation under this Chapter shall be completed without unnecessary delay, and, as soon as it is completed, the officer in charge of the police-section shall-

(a) forward to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police-report a report, in the form prescribed by the Government, setting forth the names of the parties, the nature of the information and the names of the persons who appear to be acquainted with the circumstances of the case, and stating whether the accused (if arrested) has been forwarded in custody or has been released on his bond, and, if so, whether with or without sureties, and

(b) communicate in such manner as may be prescribed by the Government, the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given.

(2) Where a superior officer of police has been appointed under section 158, the report shall, in any cases in which the Government by general or special order so directs, be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the Magistrate, direct the officer in charge of the police-station to make further investigation.

(3) Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the Magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit.

(3A) When such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police-officer shall forward to the Magistrate along with the report-

(a) all documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the Magistrate during investigation;

(b) the statements recorded under sub-section (3) of section 161 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as its witness.

(3B) Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under sub-section (1) has been forwarded to the Magistrate and where, upon such investigation, the officer in charge of the police-station, obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the Magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed; and the provisions of sub-section (1) to (3A) shall, as far as may

be, apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under sub-section (1).

(4) A copy of any report forwarded under this section shall on

application be furnished to the accused before the commencement of the inquiry or trial:

Provided that the same shall be paid for unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

CHAPTER XLIII
Of the Disposal of Property

Sec. 516A. Order for Custody and disposal of Property Pending trial in certain cases.- When any property regarding which any offence appears to have been committed, or which appears to have been used for the commission of any offence, is produced before any Criminal Court during any inquiry or trial, the Court may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial, and, if the property is subject to speedy or natural decay, may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of.

Sec. 517. Order for disposal of property regarding which offence committed.- (1) When an inquiry or a trial in any Criminal Court is concluded, the Court may make such order as it thinks fit for the disposal by destruction, confiscation, or delivery to any person claiming to be entitled to possession thereof or otherwise of any property or document produced before it or in its custody or regarding which any offence appears to have been committed, or which has been used for the commission of any offence.

(2) When High Court Division or a Court of Session makes such order

and cannot through its own officers conveniently deliver the property to the person entitled thereto, such Court may direct that the order be carried into effect by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate.

(3) When an order is made under this section, such order shall not,

except where the property is livestock or subject to speedy and natural decay, and save as provided by sub-section (4), be carried out for one month, or, when an appeal is presented, until such appeal has been disposed of.

(4) Nothing in this section shall be deemed to prohibit any Court from

delivering any property under the provisions of sub-section (1) to any person claiming to be entitled to the possession thereof, on his executing a bond with or without sureties to the satisfaction of the Court, engaging to restore such property to the Court if the order made under this section is modified or set aside on appeal.

Explanation.- In this section the term "property" includes, in the case of property regarding which an offence appears to have been committed, not only such property as has been originally in the possession or under the control of any party, but also any property into or for which the same may have been converted or exchanged, and anything acquired by such conversion for exchange, whether immediately or otherwise.

Sec. 518. Order may take form of reference to District or Sub-divisional Magistrate.- In lieu of itself passing an order under section 517, the Court may direct the property to be delivered to the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or to a Sub-divisional Magistrate, who shall in such cases deal with it as if it had been seized by the police and the seizure had been reported to him in the manner hereinafter mentioned.

Sec. 519. Payment to Innocent purchasers of money found on accused.- When any person is convicted of any offence which includes, or amounts to theft or receiving stolen property, and it is proved that any other person has bought the stolen property from him without knowing, or having reason to believe, that the same was stolen, and that any money has on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the Court may, on the application of such purchaser and on the restitution of the stolen property to the person entitled to the possession thereof, order that out of such money a sum not exceeding the price paid by such purchaser be delivered to him.

Sec. 520. Stay of order under section 517, 518 or 519.- Any Court of appeal, confirmation, reference or revision may direct any order under section 517, section 518 or section 519, passed by a Court subordinate thereto, to be stayed pending consideration by the former Court, and may modify, alter or annual such order and make any further orders that may be just.

Sec. 524. Procedure where no claimant appears within six months.- (1) If no person within such period establishes his claim to such property, and if the person in whose possession such property was found, is unable to show that it was legally acquired by him, such property shall be at the disposal of the Government, and may be sold under the orders of the Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate or of a Magistrate of the first class empowered by the Government in this behalf.

(2) In the case of every order passed under this section, an appeal shall lie to the Court to which appeals against sentences of the Court passing such order would lie.

Sec. 525. Power to sell perishable property.- If the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the property is subject to speedy and natural decay, or if the Magistrate to whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that the value of such property is less than ten taka the Magistrate may at any time direct it to be sold; and the provisions of sections 523 and 524 shall, as nearly as may practicable, apply to the net proceeds of such sale.

পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ ও সার্কুলার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৪

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ১ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদদ্বারা নিম্লোক্ত এলাকাসমূহে উহাদের বিপরীতে বর্ণিত তারিখ হইতে উক্ত আইনটি বলবৎ করিল।

এলাকার নাম	**বলবৎ হওয়ার তারিখ**
ঢাকা বিভাগ	**১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ১লা জুন, ১৯৯৫**
চট্টগ্রাম বিভাগ	**১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ২রা জুন, ১৯৯৫**
রাজশাহী বিভাগ	**২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৩রা জুন, ১৯৯৫**
খুলনা বিভাগ	**২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৪ঠা জুন, ১৯৯৫**
বরিশাল বিভাগ	**২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৫ই জুন, ১৯৯৫**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আমির উদ্দীন আহমেদ
উপ-সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।)

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

অনুলিপিঃ

১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

শাখা- ৮।

স্মারক নং- শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ তারিখ ঃ ৮/১/৯৫ ইং।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সরকার ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য) কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, এর জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিলেন।

১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
৩।	থানা নিবাহী অফিসার	সদস্য
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পি, ডব্লিউ, ডি	সদস্য
৫।	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	পৌরসভার নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৭।	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য-সচিব।

২। এই কমিটি ইমারত নির্মাণ আইনের ৩সি (১) ধারায় বর্ণিত অথোরাইজড ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন এবং উহা কেবল সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন এলাকার এবং চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে সিডি বহির্ভূত জেলার আওতাধীন এলাকার জন্য পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্তে উক্ত আইনের ৩সি (১) ধারার প্রথম প্রভিশো অনুযায়ী সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের অনুমোদন লাভের পূর্বে এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমতি পত্র প্রদান করা যাইবে না।

৪। এই কমিটি সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক উহার আওতাধীন এলাকায় পাহাড় কর্তন/মোচন ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

৫। এই কমিটি জনস্বার্থে গঠন করা হইল এবং কমিটি অবলিম্বে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ বদিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,

তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ভবন

ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-পরিবেশ/ঢাবি/২৪১৭/১৪১৩ তারিখ: ২১-০৪-১৯৯৯ ইং

বিষয় ঃ কাপড় কাটা ও সেলাই এর কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প কারখানাকে কমলা-"ক" শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের স্মারক নং-পরিবেশ/ম.প.(বিবিধ)/২৭/৯৮/১৩২৬, তাং-০৬/০৭/১৯৯৯।

উপরি উক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেবল কাপড় কাটা ও সেলাই এর কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমলা-"ক" শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলো।

এ আর খান

মহা-পরিচালক

১। পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ।

২। উপ-পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া।

বিতরণ ঃ

১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

সমন্বয়-২।

নং-পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/প্রঅপ/১৩/৯৮/২০৫

তারিখ ঃ ১৬-০৮-২০০০ ইং / ০১-০৫-১৪০৭বাং

পরিপত্র

বিষয় ঃ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটির (একনেকে) বিগত ৬ই জুন, ২০০০ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সকল ক্ষেত্রে সমভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। অধিকন্তু প্রস্তাবকৃত কোন প্রকল্পের কারণে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র/ব্যবস্থাপত্র প্রদানে ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হচ্ছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এসব বিষয়ে গত ০৬/০৬/২০০০ ইং তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সমুদ্র সৈকতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। পরিবেশ নীতি ১৯৯২, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এবং পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ এ বর্ণিত বিষয়াবলীর অনুবৃত্তিক্রমে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলীও অনুসৃত হবে ঃ

২.১ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করবে।

২.২ ভবিষ্যতে সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণকালে একই নদীর বিভিন্ন স্থানে একাধিক সেতু নির্মাণ পরিহার কল্পে প্রয়োজনে সড়কের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি, নির্মাণ ব্যয় ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরীক্ষাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.৩ নির্মাণাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্পের সড়ক ও সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সড়কের উত্তর ও পূর্বদিকে ৩০০ (তিনশত) মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।

২। উপযুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

বিতরণ ঃ কার্যার্থে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বিআরটিএ শাখা।

নং- সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯ (অংশ-৪)-২৮৯ তারিখ ঃ ১৩-০৫-২০০২ ইং।

বিষয় ঃ ঢাকা মহানগরীতে ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার মোটরযানের চলাচলের জন্য রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯(অংশ-৪)-২৭১, তারিখ ঃ ০২-০৫-২০০২ ইং।

সূত্রে উল্লেখিত পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, মোটর ভেহিক্যালস্ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর ৫৩ ধারা বলে সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগর এলাকায় ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঢাকা মহানগরীর বাইরে চলাচলের জন্য ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রী-হুইলার যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে না।

২। অতএব, উপরোল্লিখিত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

এ,টি,কে,এম, ইসমাইল
উপ-সচিব (পরিবহন)।

১। চেয়ারম্যান
বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

৩। কমিশনার ডি, এম, পি
ও
সভাপতি, ঢাকা মেট্রোপলিটন আর.টি.সি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিচার শাখা-৪।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/ ৬ই মার্চ ২০০২

এস, আর, ও, নং ৪৫-আইন/২০০২ সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের **১১** নং আইন) এর- (ক) ধারা ৪ (১) এর বিধান মোতাবেক ঢাকা ও চট্টগ্রামে **১** (এক) টি করিয়া পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;

২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)

ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিচার শাখা-৪।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/ ৬ই মার্চ ২০০২

এস, আর, ও, নং ৪৪-আইন/২০০২ - সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের **১১** নং আইন) এর- (ক) ধারা **১২** (১) এর বিধান মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় **১**টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;

২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
জেএ-৪ শাখা।

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯ তারিখ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ / ২৯শে মে, ২০০২

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর অধীনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রসঙ্গে উক্ত আইনের ৫(খ) ধারা বলে সরকার নিম্নেবর্ণিত নির্দেশ জারী করিলেন ঃ-

ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহাদের সাধারন দায়িত্বের অতিরিকক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে পর্যায়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত এলাকার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহাদের সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনবোধে উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও তাঁহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পরিবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৯২৩৫

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯/১(১৫০) তারিখ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ / ২৯শে মে, ২০০২

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। ....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।

নং-পরিবেশ/সাঃ ৪৯৭/৯১/৫৪৫

তারিখ, ঢাকা ২৮-০২-০০২ ইং / ১৬-১১-১৪০৮ বাং

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত-করণ প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্যে করা যাইতেছে যে, কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক নরসিংদী, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিহ পাহাড়/টিলা সমূহ অবৈধভাবে কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সাধন করা হইতেছে।

২। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং- ৮/১/৯৫ ইং এর মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য), কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা জেলার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

৩। একই ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিহত করিবার জন্য শেরপুর, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ এই সমস্ত জেলায়ও পাহাড়/টিলা রহিয়াছে যাহা কর্তন বা মোচন করা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং ৮-১-৯৫ ইং এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি সংশোধনপূর্বক গাজীপুর, নরসিংদী ও শেরপুর জেলার জন্যও কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

সংযুক্তি ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮-১-৯৫ ইং তারিখের স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ সংখ্যক স্মারক মূলে গেজেটে প্রকাশের জন্য জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ছায়ালিপি।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ২৭ বৈশাখ ১৪১৭/১০ মে ২০১০

নং পবম(বঃশাঃ-১)৪৮/৯৭/৫০২- পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়, সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও জনসাধারণের নিকট তা যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৭-২০০৪ তারিখের পবম(বঃ শাঃ-১) কমিটি/৪৮/৯৭/৫৩৪ নং প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি এবং উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো:

জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি

ক্রমিক নং	পদবী	
(১)	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্যগণ	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(৩)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (বিভাগীয় জেলার জন্য প্রযোজ্য)	সদস্য
(৪)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
(৫)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৬)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(৭)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (যে সব জেলায় আছে)	সদস্য
(৯)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
(১০)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১১)	বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে (যেখানে প্রযোজ্য)	সদস্য
(১২)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(১৩)	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(১৪)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১৫)	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১৭)	জেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
(১৮)	জেলার মহাপবিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সিনিয়র মাদ্রাসার ১জন করে প্রতিষ্ঠান প্রধান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(১৯)	স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যা/প্রাণী বিদ্যা বিভাগের ১জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২০)	এনজিও'র প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২১)	চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি	সদস্য
(২২)	প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (সাংবাদিক)	সদস্য
(২৩)	বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল-গাইডস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২৪)	২ জন (১ জন মহিলাসহ) উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২৫)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য-সচিব

উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি

ক্রমিক নং	পদবী	
(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
(২)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	উপদেষ্টা
(৩)	উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(৪)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(৫)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৬)	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
(৭)	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ	সদস্য
(৯)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১০)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে (যেখানে প্রযোজ্য)।	সদস্য
(১১)	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(১২)	প্রকল্প কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা	সদস্য
(১৩)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৪)	সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	সদস্য
(১৫)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
(১৬)	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য
(১৭)	এনজিও এর প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(১৮)	চেয়ারম্যান, সকল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য
(১৯)	উপজেলা মহাবিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সিনিয়র মাদ্রাসার ১ জন করে প্রতিষ্ঠান প্রধান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২০)	প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (সাংবাদিক)	সদস্য
(২১)	বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল-গাইডস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি।	সদস্য
(২২)	২ জন (১ জন মহিলাসহ) উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২৩)	সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা/উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটির কার্যপরিধি (স্ব স্ব অধিক্ষেত্র অনুযায়ী):

(ক) বৃক্ষরোপন আন্দোলন জনপ্রিয়করণ ও বৃক্ষ মেলার আয়োজন এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

(খ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ এবং অতিথি পাখিসহ পাখি শিকার বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(গ) জীব বৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) ভেষজ এবং দেশীয় বনজ ও ফলজ উদ্ভিদের বিস্তারের লক্ষ্যে স্থানীয় নার্সারীগুলোকে সহযোগিতা প্রদান এবং প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) জনগণকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা;

(ছ) পলিথিন ব্যবহার বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(জ) ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধকরণ এবং ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এবং ইট পোড়ানো (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৮৯ এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(ঝ) নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওরসহ মুক্ত প্রাকৃতিক জলাধারসমূহ ভরাট হওয়া থেকে রক্ষাকরণ;

(ঞ) প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণজনিত বিবিধ কারণে পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ট) যানবাহনের কালো ধোঁয়া এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ:-

(ঠ) বিলুপ্ত প্রায় বা বিপন্ন উদ্ভিদ/প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ড) স্থলজ ও জলজ ইকো-সিস্টেমের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে এরূপ কার্যক্রম বন্ধ করা ও নিরুৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঢ) বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি/প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করণ এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা প্রদান;

(ণ) সামাজিক বনায়নের স্থান নির্বাচন এবং উপকারভোগী মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) সামাজিক সরকার কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(থ) কমিটি প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে ১ বার সভা করবে এবং কর্তৃপক্ষকে গৃহীত কার্যক্রম অবহিত করবে।

০২। এ প্রজ্ঞাপনটি জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
পরিপত্র
তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয় ঃ কোন প্রকল্প চূড়ান্তকরণের (গ্রহণ/অনুমোদন) পূর্বেই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন (Environmental Impact Assessment-EIA) সমীক্ষা সম্পন্নকরণ।

নং- পবম/পরিবেশ-৩/ছাড়পত্র-২/২০১০/৪৪- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ২০ (২) (চ) সংখ্যক ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর ৭(৬)(গ) ও (ঘ) সংখ্যক বিধিতে শিল্প স্থাপন বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন এবং নিরূপিত প্রভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার আওতায় কমলা-খ শ্রেণীর শিল্প- প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) সম্পাদন, ছাড়পত্র গ্রহণ ও Environmental Management Plan (EMP) প্রস্তুতও বাস্তবায়ন এবং লাল শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদন, ছাড়পত্র গ্রহণ এবং EIA এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২। প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পদন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইনসহ বিভিন্ন প্রকার সমীক্ষা ও দলিল সম্পাদন ও প্রস্তুত করা হয়। এগুলোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় ক্ষেত্রমত IEE এবং EIA করা আবশ্যক হলেও প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত এ সকল সমীক্ষা ও দলিলগুলো প্রস্তুত করা হয়না। এতে করে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন, প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা সম্পাদন ইত্যাদি একটি অপরটির সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পর্কিত এবং একটি কাজ সম্পাদন করার পাশাপাশি পরিবেশের অনুরূপ কাজটি সম্পাদন করা প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কাজটি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ঃ

প্রকল্পে পর্যায়	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ধরণ
প্রকল্পের ধারণা লাভ (Project Concept Level)	প্রাক পরিবেশগত পর্যালোচনা (Preliminary Environmental Review- PER)
প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন (Pre-Feasibility Study)	প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE- Initial Environmental Examination) ও EIA এর ToR প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ
প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল, ডিজাইন (Feasibility Study, Detailed engineering design)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ EIA-Environmental Impact Assessment সমীক্ষা সম্পাদন
প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত	EIA হতে প্রাপ্ত পরামর্শ/সুপারিশ প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভূক্তকরণ
প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	EMP (Environmental Management Plan) বাস্তবায়ন
প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পরিবীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পের লাইফ টাইমে ঈপ্সিত সুবিধা লাভ)	Monitoring Plan বাস্তবায়ন, follow-up & feedback to EMP এবং Environmental Aditing

৩। তাই যে কোন প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত অনুসৃত পর্যায়সমূহের প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রবাব নিরূপণ নিশ্চিত করণার্থে সংশ্লিস্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হলো ঃ

(ক) প্রকল্প গ্রহণ/অনুমোদন-এর পূর্বে অবশ্যই IEE ও EIA সম্পাদন করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহন করতে হবে।

(খ) সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পূর্বে আলাদাভাবে সমীক্ষা প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় IEE এবং EIA সম্পাদন করতে হবে।

(গ) EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন অর্থাৎ EIA সমীক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্প অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত EMP (Environmental Management Plan) বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের লাইফ-টাইমে যখন প্রকল্পের ঈপ্সিত সুবিধা লাভের সময় অর্থাৎ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকালে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পর্যালোচনা ও নির্ণয় করতে হবে এবং তা দূরীকরণের জন্য পরিবেশগত নিরীক্ষা Environmental Audit করতে হবে।

(চ) উল্লিখিত (ঘ) ও (ঙ)- এ বর্ণিত কর্ম সম্পাদনের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আইটেম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

(ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাতভিত্তিক খসড়া EIA গাইডলাইনগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলে জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

(জ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে মর্মে অর্থ বিভাগ নির্দেশনা জারি করবে।

(ঝ) প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA সম্পাদন করতে হবে এবং ডিপিপিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গৃহীত হয়েছে কি-না এ সংক্রান্ত তথ্য সংযোজন করতে হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ একটি পরিপত্র জারি করবে।

(ঞ) পরিবেশ অধিদপ্তর EIA সম্পাদনে দক্ষ এমন প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করবে; তবে শর্ত থাকে যে, EIA প্রতিবেদনের কারণে পরিবেশ বা প্রকল্পের ক্ষতি সাধিত হলে EIA সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। যথেষ্ট সময় নিয়ে বিস্তারিতভাবে EIA সম্পাদন করতে হবে।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe.gov.bd

নং- ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬-৪৯১

তারিখ ঃ ০৩/০৭/১৪২৩ সন
১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম নিম্নরূপভাবে পরিচালিত হবে ঃ

১. ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম নবনিযুক্ত পরিচালকের অধীনে পরিচালিত হবে।

২. পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাদন/নবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ২৬/০৯/২০১৬ তারিখের ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬-৪৪১ সংখ্যক স্মারক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩. ময়মনসিংহে গবেষণাগার চালু না হওয়া পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের নমুনা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ঢাকা গবেষণাগারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
ফোন- ৮১৮১৮০০
ইমেইল- dg@doe.gov.bd

বিতরণ-

১। পরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা/পরিবেশগত ছাড়পত্র/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/জলবায়ু পরিবর্তন/এনফে-ার্সমেন্ট/আইন/আইটি/ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা গবেষণাগার/চট্টগ্রাম অঞ্চল/চট্টগ্রাম গবেষণাগার/চট্টগ্রাম মহানগর/খুলনা/ বগুড়া/সিলেট/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ) পরিবেশ অধিদপ্তর।

২। উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

৩। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।

৪। সহকারী পরিচালক, মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৩/২/৯৭/৬১২ তারিখ ঃ ১৯শে কার্তিক, ১৪০৪ / ০৩রা নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রজ্ঞাপন

সরকার এতদ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৪ নং ধারার অধীনে নিম্নরূপ আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিয়াছে ঃ

১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
২)	যুগ্ম-সচিব (উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩)	উপ-সচিব (পরিঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

২। কমিটির ২ জনের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং কমিটির চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কমিটির সদস্য, যুগ্ম-সচিব (উঃ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩। উক্ত আপীলে কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন সিদ্ধান্ত/আদেশ এর বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দায়েরকৃত আপীল (কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৫ নং ধারা অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা/দণ্ড ব্যতীত) শুনানী গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করিবেন।

মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইল)

বিতরণ ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
www.moef.gov.bd

নং-পবম/পরিবেশ-৩/০২/আইন-০১/২০০৯ (অংশ-১)/১৮৮ তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০১৪ খ্রিঃ।

প্রজ্ঞাপন

সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৯(১) ধারার ক্ষমতাবলে এবং ১৪ নং ধারার অধীনে ইতিপূর্বে জারীকৃত ২০.০৪.২০১২ তারিখের পবম/পরিবেশ-৩/০২/আইন-০১/২০০৯(অংশ-১)/৩৮০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বাতিল করে নিম্নরূপ আপীল কর্তৃপক্ষ পুণঃগঠন করেছে ঃ

(১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ঃ	চেয়ারম্যান
(২)	অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
(৩)	যুগ্ম-সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	ঃ	সদস্য
(৪)	যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য-সচিব

(ক) আপীল কর্তৃপক্ষের ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত সদস্য আইন ও বিচার বিবাগ কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(খ) আপীল কর্তৃপক্ষের ৫০% এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্য, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ এবং ১৫ ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(রোকসানা তারান্নুম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৪১৩৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকার মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইল)।

বিতরণ ঃ

০১। সচিব, আইন ও বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (তাঁকে যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানে অনুরোধসহ)।
০২। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৩। যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-০২), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি ঃ

০১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৩। মাননীয় উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

০১ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮-০২ তারিখঃ ----------------------------
১৪ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ।

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৯ (১) ধারার ক্ষমতাবলে এবং ১৪ নং ধারার অধীন নিম্নরূপ আপীল কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠন করেছেঃ

১।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২।	অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩।	যুগ্ম সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।	সদস্য
৪।	যুগ্ম সচিব/উপ সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য-সচিব

ক) আপীল কর্তৃপক্ষের ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত সদস্য আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত হবেন;

খ) আপীল কর্তৃপক্ষের ৫০% এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্য, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ এবং ১৫ ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন;

ঘ) ইতোপূর্বে জারিকৃত ১৯-০৩-২০১৪ তারিখের পবম/পরিবেশ-৩/০২/আইন-১/২০০৯ (অংশ-১)/১৮৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(আফরোজা বেগম)
সহকারী সচিব
ফোন নং- ৯৫৪৬৪১০

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

বিতরণঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাঁকে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
২। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম সচিব/উপ সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

০১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৩। মাননীয় উপ মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই-১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪

তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক এ আইনের ধরা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানদের উপর অর্পন করলেন।

গত ১৪-০৬-৯৮ ইং তারিখের নং- পরিবেশ/পানি সম্পদ/সাঃ (অভিঃ)-২৩/৯৬/১১৩২ সংখ্যক স্মারক দ্বারা জারীকৃত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ আর খান
মহা-পরিচালক

প্রাপক ঃ উপ- নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
[প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪

তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং

অনুলিপি ঃ অবগতির জন্য।

১। পরিচালক, প্রশাসন/কারিগরী/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর।

২। যুগ্ম-পরিচালক (পানি/বায়োঃ), অবলুপ্ত পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প,পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। উপ-পরিচালক (প্রচার/প্রশাসন/বাস্তবায়ন/গবেষণা/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/উ-ন্নয়ন/প্রোগ্রাম
কো- অর্ডিনেটর/ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর।

৪। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, জনাব/বেগম ... ..., পরিবেশ অধিদপ্তর।

৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ।

শেখ এনায়েত উল্লাহ
পরিচালক (প্রশাসন, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৭/৮৭/২০০০/৫৭২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০০ ইং

পরিপত্র

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইন বা বিধির বিধান লংঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালতে দায়ের করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশক্রমে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

মোঃ শওকত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১০৫৫১

অনুলিপি ঃ- জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল।
৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর/গাজীপুর/গোপালগঞ্জ/জামালপুর/কিশোরগঞ্জ/মাদারীপুরারায়ণগঞ্জ/খুলনা/ঢাকা/বগুড়া/মুন্সীগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/ময়মনসিংহ/নরসিংদী/নেত্রকোনা/শরিয়তপুর/রাজবাড়ী/শেরপুর/টাংগাইল/চট্টগ্রাম/বান্দরবন/ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/চাঁদপুর/কুমিল্লা/কক্সবাজার/ফেনী/খাগড়াছড়ি/লক্ষ্মীপুর/নোয়াখালি/রাঙ্গামাটি/সিলেট/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার/সুনামগঞ্জ/রাজশাহী/নবাবগঞ্জ/দিনাজপুর/গাইবান্ধা/জয়পুরহাট/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/নাটোর/নওগাঁ/নীলফামারী/পাবনা/পঞ্চগড়/রংপুর/সিরাজগঞ্জ/ঠাকুরগাঁও/কুষ্টিয়া/বাগেরহাট/চুয়াডাঙ্গা/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/মেহেরপুর/নড়াইল/সাতক্ষীরা/বরিশাল/বরগুনা/ভোলা/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/পিরোজপুর।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-সচিব (পরিবেশ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১০। উপ-নিয়ন্ত্রক, সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

নং- পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিভিন্ন বিধানের ক্ষমতা অর্পন ও গবেষণাগার নির্মাণ।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত) এর বিভিন্ন বিধিবলে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উহার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে অর্পন করা হইল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঃ-

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহা-পরিচালক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুরণ করিতে হইবে।

টেবিল

ক্রমিক নং	উক্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ)	এই সকল দফা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ।	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক।
২।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ঙ)	(ক) এই দফার অধীনে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গন, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ও অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা
		(খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান	(খ) স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্ত বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
৩।	উক্ত আইনে ধারা ৪(২) এর দফা (চ)	(ক) এ্ দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ এবং বিভাগীয় অফিস/সদর দপ্তরের তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
		(খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার	(খ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা

৪।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (জ)	পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী, কোন ব্যক্তিকে উক্ত মান অনুসরণের পরামর্শ এবং প্রয়োজনে নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক
৫।	উক্ত আইনের ধারা ৪(৩)	(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই উপ ধারার প্রথম শর্তাংশ অনুসরে নোটিশ প্রদান এবং দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসারে তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান।	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক
		(খ) উক্ত নোটিশের পর এই উপ- ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান	(খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক)
৬।	উক্ত আইনের ধারা ৪ক(১)	পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সহায়তার অনুরোধ জ্ঞাপন	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৭।	আইনের ধারা ৪ক(২)	এই উপ-ধারার অধীনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা অন্য কোন সেবা বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৮।	উক্ত আইনের ধারা ৬(২) ও (৩)	এই উপ-ধারাসমূহের অধীনে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৯।	উক্ত আইনের ধারা ৭(১)	এই উপ-ধারার অধীনে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিকর কার্যকলাপের ব্যাপারে সংশোধনমলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (বিঃ দ্রঃ এই ক্ষমতার্পন ৭(১) ধারা অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।
১০।	উক্ত আইনের ধারা ৭(২)	এই উপ-ধারার অধীনে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১১।	উক্ত আইনের ধারা ৮ এবং বিধিমালার বিধি ৫	এই ধারা ও বিধির অধীনে আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি গণ শুনানী ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	স্ব স্ব এলাকার ক্ষেত্রে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাহীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা কমিটি।
১২।	উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪)	এই উপ-ধারার অধীনে কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তত্যের ভিত্তিতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) বা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
১৩।	উক্ত আইনের ধারা ১০ (১) ও (২)	এই উপ-ধারাদ্বয়ের অধীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

১৪।	উক্ত আইনের ধারা ১১(৩) এর দফা (ক) এবং বিধিমালার বিধি ৬	এই দফা এবং বিধির অধীনে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৫।	উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ক	এই বিধি অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের প্রধান বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন ১ম শ্রেণী কর্মকর্তা
১৬।	উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) হইতে (ঙ) এবং উপ-ধারা (৪)	এই সকল উপ-ধারার অধীনে নমুনা সংগ্রহ, তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়ন, গবেষণাগারে প্রেরণ এবং অন্যান্য কার্যকম	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৭।	উক্ত আইনের ধারা ১২ এবং বিধিমালার বিধি ৭(৬)	এই ধারা এবং বিধির অধীনে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান-(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭(৬) তে উল্লিখিত সবুজ শ্রেণী এবং কমলা 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক)
		(খ) বিধি ৭ (৬) তে উল্লিখিত কমলা- খ শ্রেণী এর লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে	(খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক)।
১৮।	উক্ত আইনের ধারা ১৫ ক	এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৯।	আইনের ধারা ১৭	এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের আওতায় মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে আদালতে লিখিত রিপোর্ট দাখিল	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) এর অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
২০।		বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত, বিধিমালার বিভিন্ন বিদানের অধীনে যে কোন বিষয়ে অভিযোগ, দরখাস্ত/চিঠি পত্র/কোন তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ	সদর দপ্তর ও বিভাগীয় অফিসের নির্ধারিত কর্মচারী

২। উক্ত আইনের ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র অধিদপ্তরের ২৩/৭/২০০০ ইং তারিখের পরিপত্র নং-পব-ম/৪/৭/৮৯/২০০০/ ৫৭২, যাহা দ্বারা উক্ত আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালেত দায়ের এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল তাহা, এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৩। উক্ত আইনের ১১(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত গবেষণাগারসমূহকে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদাণকারী গবেষণাগাররূপে নির্ধারণ করা হইল ঃ-

ক) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, সিলেট অবস্থিত অত্র অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ে গবেষণাগার।

খ) কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত গবেষণাগার।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

নং- পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ইং।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্টগ্রাম।

২। পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় অফিস প্রধান, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।

৪। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটান এলাকা।

৫। ডেপুটিকমিশনার
....।

৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল)

৭। পুলিশ সুপার
....।

৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।

১২। উপপরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী/গবেষণা/উন্নয়ন/ইআইএ/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/শিল্প দূষণ)/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)